প্রতিষ্ঠা।

শ্রীশিবপ্রসাদ কর, বি, এল প্রণীত

১৯২১

গ্রন্থকার
কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস
মেট্‌কাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

—•:•:•—

যাঁহার আগ্রহে ও উৎসাহে

"প্রতিষ্ঠার"

জন্ম,

জাতীয় ইতিহাস-মূলক-নাটক-সঙ্কলন-ব্রতে

আমার সেই

প্রথম ও প্রধান উৎসাহদাতা

শ্রদ্ধেয় নাট্যকার

শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন নিয়োগী মহাশয়ের

করকমলে

আমার অন্তর্নিহিত গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

"প্রতিষ্ঠা"

সাদরে অর্পিত হইল

—•—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

রামপালদেব	...	রাজ্যচ্যুত বঙ্গসম্রাট্ দ্বিতীয় মহীপালদেবের ভ্রাতা।
রাজ্যপালদেব	...	রামপালদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
কুমারপালদেব	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
রাজা সোম	...	পূর্ব্বাধিপতি।
শিবরাজ	...	রাষ্ট্রকূট অধিপতি।
কাহ্নুরদেব ও সুবর্ণদেব		রামপালদেবের মাতুলপুত্রদ্বয়।
গোবিন্দ	...	শিবরাজের অনুচর।
দেবদাস	...	জনৈক সংসারত্যাগী দেশভক্ত ব্রাহ্মণ।
ভীম	...	কৈবর্ত্তাধিপতি বর্ত্তমান বঙ্গসম্রাট্।
হরি	...	ঐ সেনাপতি ও বন্ধু।
ভূষণ	...	ঐ শ্যালক।
রাঘব সর্দ্দার	...	জনৈক উচ্চপদস্থ কৈবর্ত্ত-সর্দ্দার।
বৃহদ্রথ	...	ভূষণের অনুগত সহচর।

সৈন্যগণ, সর্দ্দারগণ, সামন্তরাজগণ, দূত, গুপ্তচর ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

রমাদেবী ... রামপালদেবের পত্নী।

রুক্মাদেবী ... শিবরাজ-দুহিতা।

লক্ষ্মী ... সম্রাটমহিষী।

তারা ... পরলোকগত সম্রাট্ দিবোকের কন্যা ও হরিরক্ষ বাগ্দত্তা পত্নী।

নর্ত্তকিগণ, সহচরিগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রতিষ্ঠা

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—০—

রামপালদেব।

রামপালদেব। স্বার্থের প্ররোচনায়, অন্যায় লোভের বশবর্ত্তী হয়ে এ আমি কি করলুম? শেষে কিনা মাতৃভূমিকে অনার্য্যের হাতে তুলে দিলুম। যে বঙ্গভূমি পাঁচশত বৎসর ধরে আমার পূর্ব্বপুরুষগণকে সাদরে বক্ষে ধারণ করে এসেছে—যাঁর কৃতিসন্তানগণের কীর্ত্তিগরিমায় আসমুদ্র হিমাচল পর্য্যন্ত রাজন্যবর্গের প্রাণে শ্রদ্ধা ও ভীতির সঞ্চার করেছে—যাঁর বিশ্ববিজয়িনী শক্তি হেলায় শত্রুগণকে পতঙ্গের মত দলিত করে এসেছে, সেই বঙ্গভূমিকে—স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমিকে, আমার নির্ব্বুদ্ধিতায়—আমার পরশ্রীকাতরতায়—আমারই অবিমৃষ্যকারিতায় আজ অনার্য্য কৈবর্ত্তের হাতে তুলে দিয়েছি। কুক্ষণে তুচ্ছ সাম্রাজ্যের লোভে অগ্রজ দ্বিতীয় মহীপালদেবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলুম, কুক্ষণে ক্ষমতার মদিরায় ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি সামন্তরাজগণের সাহায্য উপেক্ষা করে কৈবর্ত্তাধিপতি দিব্বোকের সম্মুখীন হয়েছিলেন—আর নরাধম আমি, পঙ্গুর ন্যায় বসে বসে তাঁর সে

পরাজয় উপভোগ করেছি, পালবংশের গরিমার শেষ রশ্মিটুকু নিবে যেতে দেখেছি—মহাপাপ করেছি! তুষানলেও বোধ হয় এর প্রায়শ্চিত্ত হয় না। তবে কি এর প্রায়শ্চিত্ত নেই? কে আমায় ব'লে দেবে—এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কি?

[রমাদেবীর প্রবেশ]

রমাদেবী। আমি—তোমার সহধর্ম্মিণী—আমিই তোমায় বলে দেব এর প্রায়শ্চিত্ত কি! স্বামি! দুঃখ করো না, হতাশ হয়ো না, বৃথা আত্মগ্লানিতে নিজকে ছোট করে ফেল না। অনুশোচনার অশ্রুতে তোমার মনের কালিমা ধৌত হয়ে গেছে, পাপের তীব্র বিষাক্ত নিশ্বাস অনুতাপের আগুনে পুড়ে নির্ম্মল হয়ে গেছে—আর চিন্তা নাই। তোমার অবহেলায় মাতৃভূমি অনার্য্যের করতলগত হয়েছে, উপযুক্ত সন্তান তুমি, মাকে দস্যুর হাত থেকে মুক্ত করে আন—অনার্য্য কৈবর্ত্তকে বঙ্গদেশ থেকে দূর করে তাড়িয়ে দাও, তাদের দেখিয়ে দাও—ক্ষত্রীয়বীর্য্য দ্বিতীয় মহীপালদেবের সঙ্গে সঙ্গে নিবে যায় নি।

রামপালদেব। কিন্তু রমা, কৈবর্ত্তরাজ ভীম ক্ষীণহস্তে রাজদণ্ড ধারণ করে নি; সে তার পিতৃব্য দিবোকের উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র। তার বিরুদ্ধে রাজ্যহীন, সহায়হীন, সম্বলহীন আমি—একা কি করতে পারি?

রমাদেবী। এ কথা তোমার মুখে শোভা পায় না স্বামি! যে বংশে মহাত্মা ধর্ম্মপাল জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁর একার চেষ্টায় বঙ্গে পালবংশ স্থাপিত হয়েছিল, ভারতবিখ্যাত মহাপুরুষ দেবপাল যে বংশ ধন্য করেছিলেন, সেই বংশের বংশধর তুমি! তোমার মুখে কি এ কথা শোভা পায়? একবার নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও—

নিদ্রিত-সামন্তগণকে স্বদেশ-উদ্ধাররূপ মহান্ মন্ত্রে সঞ্জীবিত ক'রে তোল—তাদের সমবেত শক্তি নিয়ে বজ্রের শক্তিতে শত্রুর মাথায় চেপে পড়। তোমার কি নাই স্বামি? অভিমন্যু-সদৃশ বীরপুত্রদ্বয়, রাজ্যপাল কুমারপাল আছে, সুখ-দুঃখে সহভাগিনী আমি আছি—বৃহস্পতিতুল্য মন্ত্রীবর বোধিদেব তাঁর অগাধ জ্ঞানের ভাণ্ডার তোমার জন্য উন্মুক্ত করে উপস্থিত রয়েছেন, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সামন্ত-বর্গ শুধু উপযুক্ত নায়ক অভাবে স্থাণুর ন্যায় তোমার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থান করছেন। ইন্ধন ও বায়ু দুই ই আছে, শুধু শলাকার অভাব। একবার একটী মন্ত্রঃপূত প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা এতে নিক্ষেপ করে দাও; দেখবে, বিশ্বগ্রাসী অগ্নিশিখা তার লেলিহান রসনা বিস্তার করে সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে, তুচ্ছ কৈবর্ত্তাধিপ সে আগুনে পতঙ্গের মত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!

রামপালদেব। ঠিক বলেছ রমা! ইন্ধন ও বায়ু দুই-ই আছে, শুধু শলাকার অভাব। আমিই শলাকার কার্য্য করব। সুপ্ত সামন্তবর্গকে নবমন্ত্রে দীক্ষিত করে তাদের তন্দ্রালস নয়নে কর্ত্তব্যের আলো ফুটিয়ে দেব, তাদের লুপ্তশক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করে তুলব, তাদের সমবেত চেষ্টায় এমন এক বিশাল শক্তির সৃষ্টি করব, যার পদতলে কৈবর্ত্তপতি ত তুচ্ছ কথা,—সমগ্র ভারত অবনত মস্তকে অর্ঘ্য প্রদান করবে!

[রাজ্যপাল ও কুমারপালের প্রবেশ]

এই যে তোমরা দু'জনেই এসেছ। পুত্র! আজ আমি তোমাদের হাতে এক গুরুভার অর্পণ করব। উপযুক্ত পুত্র তোমরা; তোমাদের ওপর এ ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।

রাজ্যপাল। আদেশ করুন, প্রাণপণশক্তিতে আমাদের কর্ত্তব্য পালন করব।

রামপালদেব। বেশ কথা। রাজ্যপাল! তুমি রাষ্ট্রকূটপতি পূজ্যপাদ শিবরাজ ও মাতুলপুত্রদ্বয় কাহ্নুরদেব ও সুবর্ণদেবকে আমার অভিবাদন জানিয়ে বলো যে, যাঁর জন্যে তাঁরা ক্ষত্রিয় কৈবর্ত্ত যুদ্ধে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিলেন তিনি নিজেই আজ রাজা ভীমের বিরুদ্ধে অভিযান কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছেন। আগামী পূর্ণিমা তিথিতে সেই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সামন্তরাজগণকে আহ্বান করে এক সভার অধিবেশন হবে, তাঁদের সানুগ্রহ উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। আর কুমার! তুমি ঢেক্করীয়রাজ প্রতাপসিংহ ও পুবন্নাধিপতি রাজা সোমকে আমার অভিবাদন জানিয়ে ঐ কথা বলে আহ্বান কর্‌বে; অন্যান্য সামন্তরাজগণকে আমন্ত্রণ করবার জন্য আমি পূজ্যপাদ বোধিদেবকে প্রেরণ কর্‌ছি।

কুমারপাল। যথা আজ্ঞা। আমরা কি আজই যাত্রা কর্‌ব?

রামপালদেব। হাঁ, আজই। বিলম্বে সব পণ্ড হবে। আর এক কথা, খুব সাবধানে রাজ্য ত্যাগ করবে, যেন কৈবর্ত্তাধিপতি ঘুণাক্ষরেও তোমাদের গমনের কথা জানতে না পারে।

[রাজ্যপাল ও কুমারপালের প্রস্থান]

রমা, আজ তুমি আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছ। আজ যথার্থ সহধর্ম্মিণীর কার্য্য করেছ। যে দেশে তোমার মত মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করেছে, যে জাতিতে তোমার ন্যায় মহিমময়ী রমণী এখনও বর্ত্তমান, সে জাতি কখনও ঘুমিয়ে থাকতে পারে না—তার জাগরণ অনিবার্য্য—উত্থান অবশ্যম্ভাবী।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রমোদ উদ্যান।

তারা ও সহচরিগণ

(আজি) সমীর পরশে, কি মধু লালসে,
ব্যাকুলা হয়েছ বালা?
এ মধুর সাঁঝে, কার ছবি খানি
হৃদয় করেছে আলা?
যত প্রেম আছে,
যত সুখ আছে,
যত আশা আছে,
হৃদয়ে,
সকলি দিয়েছ
তাহারি চরণে
রাখনিক কিছু
লুকায়ে;
তাই বুঝি আজ, ভুলি সব কাজ
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা,
আপনা ভুলিয়া তাহারে পুজিতে
সাজায়ে রেখেছ ডালা।

[৫]

হরির প্রবেশ।

তারা। একি সেনাপতি মশায় যে! আমার এই সৈন্যগণকে রণ-কৌশল শেখাবেন নাকি? তার আর দরকার নেই,—এরা প্রত্যেকেই এক একজন কৌশলী যোদ্ধা; সম্মুখ-রণে এদের পরাস্ত করতে পারে এমন যোদ্ধা আপনার বাহিনীতে একটীও নেই। বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষা ক'রেই দেখুন না, তাদের সুযোগ্য অধিনায়ক আপনি নিজেই ত রয়েছেন।

হরি। পরীক্ষার প্রয়োজন নেই, আমি পরাজয় স্বীকার কচ্ছি।

তারা। অঁ্যা! এত বড় সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি আপনি সম্মুখ-সমরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন, বিনাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার! সেনাপতি মশায়! আমি দাদার সেনাপতি-নির্ব্বাচনের বিশেষ প্রশংসা করতে পারলুম না।

হরি। তা'হলে আপনার দাদাকে ব'লে আমায় পদচ্যুত করে অন্য সেনাপতি নির্ব্বাচন করুন।

তারা। তা'হলে আপনি নায়কত্ব চান না? ঠিক করে বলুন। শেষে কিন্তু আমাকে দূষতে পারবেন না, তা বলে দিচ্ছি। তা'হলে দাদার শ্যালক ভূষণকেই সেই পদে বরণ করে ফেলি—কেমন?

হরি। আপনার সঙ্গে কথায় পারব না, আমি হার মানছি।

তারা। আচ্ছা, সেনাপতি মশায়! কথায় কথায় ত হার মানছেন, যুদ্ধক্ষেত্রেও কি এর পুনরাবৃত্তি হয় নাকি?

হরি। হয় বৈকি রাজকুমারি, তবে এমন যুদ্ধ হয় যে যুদ্ধে পরাজয় শ্লাঘার সামগ্রী, আকাঙ্ক্ষার জিনিষ, কামনার বস্তু। যুদ্ধ অবসান হয়ে যায়, কিন্তু সেই পরাভবের স্মৃতিটুকু কি এক অব্যক্ত আনন্দের অনুভূতিতে আজীবন হৃদয় পূর্ণ করে রাখে—একটা সুধাময়

হিল্লোলে কর্ম্মময় জীবনের অবসর মুহূর্ত্তে প্রাণে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করে দেয়—আবেগময়ী কবিতার মত শুষ্ক নীরস প্রাণকে অমিয়ার ধারায় সিঞ্চিত করে উৎফুল্ল করে তোলে। সে যুদ্ধের পরাজয়ে আনন্দ—আবৃত্তিতে সুখ—স্মৃতিতে তৃপ্তি।

[রাণী লক্ষ্মীর প্রবেশ]

লক্ষ্মী। কার স্মৃতিতে তৃপ্তি সেনাপতি! ঠাকুরঝির বুঝি? কি থেমে গেলেন যে? বলে যান—আবৃত্তিতে সুখ স্মৃতিতে তৃপ্তি—তারপর, তারপর অভাবে বোধ হয় সব শূন্য—বলুন। এইমাত্র প্রণয়গুঞ্জনে কুঞ্জবন মুখরিত করে তুলেছিলেন—আর যাই আমি এসেছি, অমনি সব চুপ! কি ঠাকুরঝি, কথা কইছ না যে? দু'হাত এখনও এক হয়নি ব'লে ত সেনাপতি মশায় স্মৃতিতেই তৃপ্ত হচ্ছেন। আর স্মৃতিতে কাজ নেই ভাই! সেনাপতি মশায়, মহারাজকে বলে, শীঘ্রই আপনার স্মৃতিনিবারণ ঠাকুরঝিকে একেবারে আপনার নিজস্ব করে দিচ্ছি, তাহ'লে ত আর কোন ক্ষোভ থাকবে না—কেমন?

তারা। কি যে বল বৌদি! এসব কথা দাদা শুনলে কি মনে করবেন বল ত?

লক্ষ্মী। মনে করবেন যে তাঁর গুণের ভগ্নিটীর আর তর সইছে না; স্মৃতি এখন বিস্মৃতির গর্ভে নেবে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

তারা। যাও, আমি চল্লুম!

লক্ষ্মী। [হাত ধরিয়া] আহা! যাবে যে তা'ত দেখতেই পাচ্ছি! না ভাই, তোমরা যে আমাকে মনে মনে অভিশাপ দেবে সেটী হচ্ছে না। সেনাপতি মশায়! (তারার হাত ধরিয়া) এই আপনার

স্মৃতি নিন। ঠাকুরঝি! [হাতে হাত মিলাইয়া] এই তোমার বিস্মৃতি নাও। ঠাকুরজামাইয়ের মুখে যে আর হাসি ধরছে না। ওমা! এদিকেও যে তাই। ওরে তোরা একটা ভাল দেখে মিলনের গান গা।

সহচরিগণের

গীত।

মধুর মিলনে　　মধুর মলয়
মৃদুল বহিছে আজ;
হেসে হেসে পিক　　মুখরিয়া দিক
হানিছে হৃদয়ে বাজ,
শেফালি বকুল পড়ে ঝ'রে ঝ'রে,
চুমিছে ভ্রমর কামিনী আদরে,
অর অর বালা পুলকে শিহরে
ভুলেছে সরম লাজ;
প্রেমের শিকলি　　পরেছে সকলি
ধরিয়া মোহন সাজ,
তাই বুঝি হেথা　　হাতে হাতে বাঁধা
ত্যজিয়া সকল কাজ।

[সম্রাট ভীমের প্রবেশ]

ভীম। আজ যে মর্ত্তে একেবারে নন্দনের অবতারণা করে দিয়েছ—ব্যাপার কি?

লক্ষ্মী। তুমি ত আর দেখবে শুনবে না। শুধু কাজ নিয়েই রয়েছ। এদিকে এঁরা স্মৃতি বিস্মৃতি নিয়ে হাহুতাশ কচ্ছেন দেখে, আমিই দুজনকে বিস্মৃতির কোলে তুলে দিলুম। কেমন ভাল করি নি?

ভীম। নিশ্চয়ই নয়। আমাকে এর অংশ থেকে বঞ্চিত ক'রে তুমি একা একা এ আনন্দ উপভোগ করেছ এ অসহ্য!

লক্ষ্মী। বেশ ত! উৎসবের দিন তুমিই সব করো। আমি না হয় দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরেই ব'সে থাকব। আর দেখ, পার ত সম্প্রদানের সময় নিজেই—

ভীম। না, চুপ কর। চল পুরোহিত ডেকে একটা শুভদিন স্থির করে ফেলিগে।

লক্ষ্মী। চল।

[উভয়ের প্রস্থান]

তারা। ছি, ছি, ছি, দাদা কি ভাবলেন বলুন ত?

হরি। ভাববেন আবার কি? ব্যাপার দেখে যাতে শীগ্‌গীর ছাড়াছাড়ির কষ্টটা ঘুচে যায়, তারই ব্যবস্থা করতে চললেন।

তারা। সেইটে হ'লেই আপনার সুবিধে হয় কি না।

হরি। কেন, আপনার অসুবিধে না কি? স্পষ্ট বলুন, না হয় আপনার দাদার শ্যালককে—

তারা। যাও!

হরি। যাব?

তারা। আমি কি যেতে বল্লুম?

হরি। তবে?

তারা। তুমি ভারি দুষ্টু।

হরি। আর ভাল বুঝি সেই—

তারা। দেখ, অমন করলে আমি—

হরি। কি সত্যি সত্যি তার গলায়—

তারা। ওগো, চুপ কর, আমি হার মানছি।

হরি। কেমন জব্দ! আর বলবে?

তারা। সে দেখা যাবে—এখন চল।

হরি। চল।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

রাষ্ট্রকূট প্রাসাদ

কক্ষ।

[শিবরাজ আসীন রুক্মার প্রবেশ]

শিবরাজ। কিরে, এরই মধ্যে খাওয়া শেষ হয়ে গেল? পাতে বসেছিস্ আর উঠেছিস্—কিছুই খাস্‌নি, না?

রুক্মা। না বাবা, পেট ভরেই খেয়েছি। সেদিন মা'র কথা বলবে বলেছিলে, আজকে বল। জ্ঞান হয়ে ত তাঁকে দেখি নি, তাঁর চেহারা পর্য্যন্ত আমার মনে নেই। তিনি কার মত দেখতে ছিলেন বাবা?

শিবরাজ। ঠিক তোরই মত রুক্মা। বোধ হয়, সে অবর্ত্তমানে যাতে তার ছবিখানি চিরকাল আমার স্মৃতিপটে জাগরুক থাকে, সেই জন্যেই তোকে রেখে গেছে। সে চলে গেছে, তার প্রতিবিম্বটী রেখে গেছে শুধু তার কথা আমায় স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে, আমার এই শেষ বয়সে আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। সত্যি রুক্মা, মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানিস্? তুই চলে গেলে আমি কি নিয়ে থাকব? বোধ হয়, পনের বৎসরের

সঞ্চিত ব্যথা, যা তোর স্নেহে জমাট হয়ে আছে, আমার উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে গলে' গিয়ে তার উত্তাল প্লাবনে আমাকে নিমজ্জিত করে ফেলবে, সন্তরণে অনভ্যস্ত আমি সেই গলিত বেদনারাশির মধ্যে শ্রান্ত-ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে বিনাবাধায় শিলাখণ্ডের মত নেবে যাব—রুদ্ধ যাতনায় গুমরে গুমরে জীবন আমার অনন্তের পথে বিলীন হয়ে যাবে, কন্যা! সে কঠিন আঘাত হয়ত আমি সহ্য করতে পারব না।

রুক্মা। কেন বাবা, তুমি মিছে মন খারাপ কচ্ছো! আমি তোমায় কিছুতেই ছেড়ে যাব না—সাম্রাজ্যের লোভেও না।

শবরাজ।—তাও কি হয় পাগলী! সমাজপতি আমি—আমি কি সমাজের নিয়ম ব্যতিক্রম করতে পারি? আর তা ছাড়া আমি আর ক'দিন? তুচ্ছ স্বার্থের জন্য তোর জীবনটা আমি মাটী করে দেব? তার শেষ চিহ্নটুকু অকূল সাগরে ভাসিয়ে দেব? আমার মহাপাতক হবে না? তোর পরলোকগতা জননী স্বর্গথেকে—

রুক্মা। বাবা!—

শবরাজ। চুপ্, কথা কস নি? তোর জননীর স্মৃতিতে এখন হৃদয় আমার ভরপুর হয়ে রয়েছে। এ পবিত্র মুহূর্ত্তে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিস নি, এই পুণ্যময় নীরবতায় মর্ত্ত্যের কোলাহল ডেকে আনিস নি—আমায় ভাবতে দে।

[কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া রুক্মার দিকে চাহিয়া]

ছি মা কাঁদছিস? সইতে পারলি নি? পিতার কষ্টে করুণাময়ী মা আমার সমবেদনার অশ্রুতে বক্ষ ভাসিয়ে দিলি? চুপ্ কর, কাঁদিস নি, কিসের দুঃখ আমার মা? মমতাময়ী তুই স্নেহের

আবরণে আমাকে ঘিরে রেখেছিস্—জননীর আদরে আমার বেদনাক্লিষ্ট দেহখানিকে পরিপুষ্ট করে রেখেছিস্—মধুময় পিতৃ-সম্বোধনে হৃদয়ের দুঃখ দৈন্য মুছিয়ে দিয়ে স্বর্গীয় পীযূষধারায় সিক্তিত করে দিয়েছিস্—আমার কি কোন দুঃখ আছে মা? বহুদিন পরে তোর জননীর মূর্ত্তিখানি মানসপটে জেগে উঠেছিল। তাই মুহূর্ত্তের জন্য আত্মহারা হয়ে পড়েছিলুম। তবুও কাঁদছিস? এই দেখ আমি হাসছি; আমার আর কোন কষ্ট নেই।

[কৃষ্ণাকে তথাপিও কাঁদিতে দেখিয়া]

ওরে তুই কি বুঝিস নে, যে তোর একফোঁটা অশ্রু আমার পঞ্জর ভেদ করে একেবারে হৃদয়ের নিভৃততম কন্দরে গিয়ে আঘাত করে?

[কাঁদিয়া ফেলিলেন]

কৃষ্ণা। না বাবা, আমি আর কাঁদব না—এই দেখ আমি চুপ্ করেছি।

[শিবরাজ নীরব]

বাবা!—বাবা!

শিবরাজ। (গাঢ়স্বরে) কি মা?

কৃষ্ণা। না বুঝে তোমায় কষ্ট দিয়েছি—আমাকে ক্ষমা কর বাবা! আমি আর কখ্খনো কাঁদব না। এই দেখ—হাসছি। তবু চুপ্ করে রইলে? তবে আমি আবার কাঁদব তা বলে দিচ্ছি।

শিবরাজ। মাতৃ-হারা কন্যা আমার!

[বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন]

[জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য। রামপালদেবের পুত্র রাজ্যপালদেব আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

শিবরাজ। রামপালদেবের পুত্র? আচ্ছা, তাঁকে সসম্মানে নিয়ে এস।

মা! তুমি একটু অন্তরালে যাও। কথা শেষ হ'লে আবার ডাকব।

[কৃষ্ণার প্রস্থান ও অন্তরালে অবস্থিতি]

[ভৃত্য সহ রাজ্যপালের প্রবেশ]

এস বাবা, তোমার পিতার কুশল ত?

রাজ্যপাল। তিনি শারীরিক কুশলেই আছেন; কিন্তু পালবংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মানসিক শান্তি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যদি কখনও মাতৃভূমিকে কৈবর্ত্তের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারেন তবেই তাঁর লুপ্তশান্তি আবার ফিরে আসবে—নচেৎ নয়। সেই উদ্দেশ্যসাধন কল্পে আগামী পূর্ণিমা-তিথিতে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য তিনি সমস্ত সামন্তরাজগণকে আমন্ত্রণ করেছেন। আপনি তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনার কথা সামন্তরাজগণ কেউ উপেক্ষা করতে পারবেন না, তাই আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে আমাকে পাঠিয়ে'ছন।

শিবরাজ। কিন্তু রাজ্যপাল, মাতৃভূমিকে কৈবর্ত্তের হাতে কে তুলে দিয়েছে? এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিকে পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত অনার্য্যের পদতলে কে নিক্ষেপ করেছে—তোমার পিতাই নয় কি? যদি তিনি স্বার্থের চরণে আপনার কর্ত্তব্য বলি না দিতেন, মদগর্ব্বে গর্ব্বিত দাম্ভিক মহীপালদেব একবার যদি মুখ ফুটে সামন্তগণের সাহায্য প্রার্থনা করতেন, আজ তাহ'লে বঙ্গের ইতিহাস অন্য ভাব ধারণ করত। ক্ষত্রিয়বীর্য্যের সম্মুখে অনার্য্য কৈবর্ত্তগণ বিক্ষিপ্ত তুলারাশির ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ত, কঠিন হস্ত-ব্যাত্যা-নিষ্পেষণে তাদের নারকীয় লীলার অবসান হয়ে যেত। বঙ্গবাসীর প্রতিভূ তারা, সামন্তরাজগণের প্রতিনিধি তাঁরা—তাঁরাই যখন ইচ্ছে

করে মাকে অপরের হাতে সঁপে দিয়েছেন; তখন আমরা কি করতে পারি?

রাজ্যপাল। তাঁর কৃতকর্ম্মের জন্য তিনি দুঃখিত, অনুতপ্ত, মর্ম্মান্তিক যাতনায় অধীর হয়ে রয়েছেন। বেশ, তিনি পাপ করেছেন, আপনারা তাঁর দণ্ডবিধান করুন। তাঁর কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁকে আপনারা যে শাস্তি দেবেন তিনি তাই মাথা পেতে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তাঁকে পদচ্যুত করুন, আপনারা যে কেউ নেতৃত্ব গ্রহণ করে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করুন, তিনি শুধু আপনাদের দলের একজন হয়ে সেই মহাব্রত উদ্যাপন কল্পে আত্মবলি দেবেন, পুত্র আমরা পিতার পাপমোচনের জন্য প্রাণপণ করব। আর রাজা, এই মহাপাপের একটী কণাও কি আপনাতে স্পর্শে নি? আপনারাও যদি মিথ্যা অভিমানের বশবর্ত্তী হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থাকতেন, মাতৃভূমির অগণ্য সন্তানের মধ্যে নিজেদেরও একই জননীর সন্তান জ্ঞানে মায়ের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করতেন, একবার ঈর্ষাদ্বেষ ভুলে গিয়ে একই লক্ষ্য মনে করে ধীর স্থির পদে অগ্রসর হতেন, তাহলেও কি বঙ্গের ইতিহাস অন্যভাব ধারণ করত না? কৈবর্ত্তাধিপের সৌভাগ্য-রশ্মি কি মুহূর্ত্তেই ম্লান হয়ে যেত না? আপনারাও যে মাতার পুত্র, তিনিও সেই মায়েরই সন্তান; মাতৃভূমি ত শুধু তাঁর একার নয়!

[রুক্মার প্রবেশ]

রুক্মা। ঠিক বলেছ কুমার। মাতৃভূমিতো তাঁর একার নয় পিতা! ঐ দেখ, দীনা, ক্ষীণা, মলিনবসনা বঙ্গজননী তোমার পানে সতৃষ্ণ-নয়নে চেয়ে আছেন, অভাগিনী জননী আমার ব্যাকুল হয়ে তোমার সাহায্য ভিক্ষা করছেন। সুযোগ্য সন্তান তুমি—তুমি কি নিশ্চেষ্ট

হয়ে ঘরে বসে থাকবে? দীনা জননীর এই আকুল আহ্বান কাপুরুষের মত উপেক্ষা করবে? তাঁকে চিরকালের জন্যে দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধে রাখবে? সাহসে বুক বাঁধ; অনার্য্যদলনে অগ্রসর হও—মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন কর।

শিবরাজ। সে শুভমুহূর্ত্ত পালবংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই গত হয়ে গেছে কন্যা! ভীমকর্ম্মা এই কৈবর্ত্তরাজ ভীম। যদিও অপরিণতবয়স্ক, কিন্তু অদ্ভুত মানসিকবলে বলীয়ান—অপরিমেয় লোকবল, অর্থবলের অধিকারী। দুর্গপ্রাকার ও জাঙ্গাল নির্ম্মাণ করে রাজধানী দুর্ভেদ্য করে রেখেছে—চতুর্দ্দিকে সতর্ক গুপ্তচর সমাবেশ করে রেখেছে। বিদ্রোহের কণামাত্র আভাষে তাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেবে। আমার সমস্ত উদ্যম, সমস্ত চেষ্টা নিমেষেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কৃষ্ণা। তাই বলে কি পঙ্গুরমত বসে বসে অনার্য্যের পদলেহন করতে হবে? অপমানিত ঘৃণিত জীবনভার লয়ে কৈবর্ত্তের দাসত্ব করতে হবে? তাদের রক্তবর্ণ চক্ষু দেখে তুচ্ছ জীবনের ভয়ে পূজার অর্ঘ্য এগিয়ে দিতে হবে? তুমি না ক্ষত্রিয়? তুমি না সেই দেশের সন্তান যে দেশে বিশ্ববিজয়ী পাণ্ডিকী একা দেবগণকে পরাস্ত করে, খাণ্ডব দাহন করে অগ্নিকে তুষ্ট করেছিল? তুমি না সেই জননীর বুকপোরা ধন, যাঁর কৃতিপুত্র অভিমন্যু সপ্তবার সপ্তরথীর চেষ্টা বিফল করে দিয়েছিল? তুমি না সেই মাতৃভূমির স্পর্দ্ধার সামগ্রী, যাঁর মধুর নাম কীর্ত্তন করতে বীরবর বভ্রুবাহন অসাধ্য সাধন করেছিল? তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় পিতা? এখনও সময় আছে, এখনও ভেবে দেখ, নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করো না।

[জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য। ভীমরাজ শ্যালক ভূষণ মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

শিবরাজ। মন্ত্রণাকক্ষে তাঁকে নিয়ে যাও, আচ্ছা এখানেই নিয়ে এস।

রুক্মা। পিতা, আমি কি অন্তরালে যাব?

শিবরাজ। না তুই থাক্! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের সূচনা দেখে যা।

[ভৃত্য সহ ভূষণের প্রবেশ]

ভূষণ। বঙ্গপতি মহারাজ ভীম জানতে চান পুনঃ পুনঃ তাগাদা সত্বেও রাষ্ট্রকূট সামন্ত কেন রাজকর প্রেরণ করেন নি, তাঁর আদেশ আপনি অবিলম্বে করসহ রাজধানিতে উপস্থিত হয়ে সনন্দ গ্রহণ করবেন, অন্যথায় সাতদিন মধ্যে রাষ্ট্রকূট অবরুদ্ধ হবে—ভারতের মানচিত্র হ'তে রাষ্ট্রকূটের নাম চিরদিনের জন্য উঠে যাবে।

শিবরাজ। কৈবর্ত্তাধিপতি কি আমাকে পরাস্ত করছেন, যে তোমার ন্যায় দুষ্টভাষী দূতকে দিয়ে আমায় অপমান করতে পাঠিয়েছেন। আচ্ছা, কোন অধিকারে তিনি আমার নিকট রাজকর দাবী করেন জানতে পারি কি?

ভূষণ। বিজয়ীর অধিকারে। পরলোকগত মহারাজ দিব্বোক বঙ্গেশ্বর মহীপালদেবকে সম্মুখসমরে পরাজিত করে সমস্ত বঙ্গরাজ্য হস্তগত করেছেন। যে যে সামন্তগণ সংগ্রামে নির্লিপ্ত ছিলেন, তাঁরা প্রাণ-ভয়ে যুদ্ধ করতে সাহসী হন্ নি, তাঁদের স্বাধীনতা রক্ষা করবেন বলে নয়। তারপর এ কথা রাষ্ট্রকূট সামন্তের বলা সাজে না। যিনি জীবনের ভয়ে রমণীর ন্যায় অর্গলবদ্ধ করে বসেছিলেন, তাঁর আবার স্বাধীন নরপতি বলে পরিগণিত হবার দুরাশা কেন?

শিবরাজ। উদ্ধত যুবক, রসনা সংযত কর। দূত অবধ্য, তাই শিবরাজের এই অপমানের পর তুমি অক্ষত শরীরে ফিরে গেলে। যাও, তোমার রাজাকে গিয়ে বল যে রাষ্ট্রকূটপতি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় চিরদিনই ক্ষত্রিয়। সে কখন অনার্য্যের অধীনতা স্বীকার করে না—প্রাণ-ভয়ে অস্পৃশ্য-ঘৃণ্য কৈবর্ত্তের পদলেহন করতে ছুটে যায় না। তাঁর যথাসাধ্য তিনি করতে পারেন। কে আছ? (প্রহরীর প্রবেশ) একে বাহিরে নিয়ে যাও, আর গোবিন্দকে পাঠিয়ে দাও।

ভূষণ। পিপীলিকার পক্ষোদ্গম হয়েছে, কে তাকে রক্ষা করবে!

শিবরাজ। আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করলে, তোমাকে আমি হত্যা করব।

[প্রহরী সহ ভূষণের প্রস্থান]

রাজ্যপাল, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়! এখনই যাত্রা কর, আমি গোবিন্দকে সঙ্গে দিচ্ছি। যেমন করে হোক্ আগামী পরশ্ব তোমার পিতাকে এখানে উপস্থিত হতেই হবে। আমি অন্যান্য সামন্তগণের নিকট এখনই সংবাদ প্রেরণ করছি।

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ! অশ্বশালা থেকে দুটা বেগবান অশ্ব বেছে নাও, রাজ্য-পালের সঙ্গে যেতে হবে, পথে যদি তোমাদের কারোও বিপদ ঘটে, অন্ততঃ একজন গিয়েও রামপালদেবকে সংবাদ দেবে। যাও, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়, নিমেষের অবহেলায় সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে।

[রাজ্যপাল ও গোবিন্দের প্রস্থান]

আয় মা, তুই আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছিস তোর কথায় আজ বৃদ্ধের প্রাণে তার অতীত শৌর্য্যের কথা উঠেছে, তাকে মত্ত মাতঙ্গের শক্তিতে বলীয়ান করে দিয়েছ। কৈবর্ত্তপতির সাধ্য কি যে সে তেজ সহ্য করে!

(দেবদাসের প্রবেশ)

দেবদাস। ঘুম ভাঙ্গলো কি মহারাজ? যে গভীর নিদ্রায় কুম্ভকর্ণ হার মেনে গেছে, সে ঘুম যে কোন-কালে ভাঙ্গবে, সে আশা যে একবারেই ছিল না।

শিবরাজ। হ্যাঁ ঠাকুর! ঘুম ভাঙ্গলো বটে কিন্তু বড় বিলম্বে। এতদিনে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি—এতদিনে বুঝেছি অভিমানের বশবর্ত্তী হয়ে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করেছি।

দেবদাস। একেই ব'লে ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা। কিন্তু এই জ্ঞানটুকু আর একটু আগে হলেই কি ভাল হ'ত না মহারাজ! তা হ'লে এখন আর এ অকূল পাথারে হাবুডুবু খেতে হ'ত না। এখন যে তারা উড়ে এসে, জুড়ে বসেছে।

শিবরাজ। তা হোক্। তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। এতবড় স্পর্দ্ধা হয়েছে এই কৈবর্ত্তপতির যে, আমাকে পর্য্যন্ত অপমান করতে সাহসী হয়! এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত প্রতিফল দিতে হবে।

দেবদাস। সেও ভাল, যে এই অপমান জ্ঞানটুকু এতদিন পরে জেগে উঠেছে। যে দিন মহীপালদেবের পতন হয়েছে সেই দিনই যে কৈবর্ত্তপতি সমগ্র ক্ষত্রিয়জাতির মুখে কলঙ্কের ছাপ দেগে দিয়েছে। তখন যদি ঘুমিয়ে না থেকে, অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে একবার নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। তা হ'লে কি আজ—

শিবরাজ। যে ভুল হয়ে গেছে, তার ত আর উপায় নেই। আর সেই ভুলের জন্য আজ কৈবর্ত্তপতি তার শ্যালককে পাঠিয়ে যখন আমায় অপমান করতে সাহসী হয়েছে, তখন সে ঔদ্ধত্যের শাস্তি আমি দেবই, তা যেমন করে পারি!

দেবদাস। ও! তাই বলুন, একটা নূতন কিছু ঘটেছে। শালার কান

মলা খেয়েই বুঝি চৈতন্য ফিরে এল? তাইতো বলি, এ গভীর নিদ্রা আজ হঠাৎ ভাঙ্গলো কিসে? মুখ ফোঁড় বামুনের অপরাধ নেবেন না মহারাজ? কতকগুলো জানোয়ার আছে না? কান না মললে যাদের কিছুতেই রাগ হয় না। আপনাদের ক্ষত্রিয় সমাজও আজ-কাল হয়েছে তাই।

শিবরাজ। ঠিক বলেছ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আজ মেষেরও অধম হয়েছে। আর নয়, এ জড়তা ঝেড়ে ফেলতে হবে, আবার ক্ষত্রিয়কে ক্ষত্রিয়ত্বে অনুপ্রাণিত করে তুলতে হবে; আবার এদের মানুষ করে তুলতে হবে। আয় মা, বঙ্গব্যাপী একটা বিরাট দাবানল প্রজ্জ্বলিত করবার ব্যবস্থা করিগে, যাতে অনার্য্য কৈবর্ত্তপতি নিমেষে ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে।

[শিবারাজ ও কন্যার প্রস্থান]

দেবদাস। এতদিন পরে বাতাস বুঝি আবার ঘুরে গেল। সুপ্ত ক্ষত্রিয় বীর্য্য বুঝি এতদিন পরে আবার তার বিশ্ববিজয়িনী শক্তির বিকাশে নিপীড়িত বঙ্গমাতার অধীনতা-নিগড় ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে মাকে রাজরাজেশ্বরী পদে প্রতিষ্ঠা করতে চলিল। সর্ব্বশক্তি-প্রদায়িনী মহিষাসুরমর্দ্দিনী মা ভবানি! এই নিদ্রিত শক্তিকে আবার জাগিয়ে দাও মা, বঙ্গমাতার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করতে তোমার অসুর-নাশিনী শক্তির কণামাত্র এদের হৃদয়ে নিহিত ক'রে দাও জননি!

গীত

জাগো জাগো মাগো সমররঙ্গিনী,
বিকট অট্টহাসে,
মেদিনী কাঁপায়ে ত্রাসে,
জাগো গো জননী।

খড়্গ খর্পর ধরি
নাচ গো মা দিগম্বরী
কপাল মালিনী।
কষে বহে রক্তধারা
লোলজিহ্বা ভীমা ঘোরা
অসুরমর্দ্দিনী।
নরকরে কটি বেড়ি
এস ওগো ভয়ঙ্করী
প্রলয়রূপিণী।
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে
শক্তি দিতে এস বঙ্গে
শক্তিবিধায়িনী।

চতুর্থ দৃশ্য।

শিবির।

ভূষণ। (স্বগতঃ) এই মর্ম্মান্তিক অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। অনার্য্য! ঘৃণ্য অস্পৃশ্য কৈবর্ত্ত! এই ঘৃণ্য অস্পৃশ্য কৈবর্ত্তকে অপমান করবার পরিণাম কি তোমায় হাড়ে হাড়ে বুঝি অনুভব করিয়ে দেব, তোমার সাধের রাষ্ট্রকূট রাজ্য ধূলিসাৎ করে দেব, তোমার ক্ষত্রিয়া কন্যাকে অঙ্কশোভিনী করে সমাজে তোমার উঁচু মাথা হেঁট করে দেব। জগৎকে দেখিয়ে দেব, অনার্য্য কৈবর্ত্তের প্রতিহিংসা কত নির্ম্মম—কত ভীষণ। কে আছ?

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

বৃহদ্রথ !

[সৈনিকের প্রস্থান।

আচ্ছা, রাষ্ট্রকূটসামন্ত কি সাহসে বঙ্গেশ্বরের আদেশ উপেক্ষা করলে ? পেছনে নিশ্চয়ই জোর আছে। রামপালদেবপুত্রকে দেখলুম না ? তবে ত রামপালই এই ষড়যন্ত্রের নায়ক। না, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়।

(বৃহদ্রথের প্রবেশ)

বৃহদ্রথ শিবির তোল। সৈন্যগণকে সজ্জিত হ'তে আদেশ জানাও।

বৃহদ্রথ। কেন ?

ভূষণ। এখন বুঝতে পেরেছি, কার জোরে শিবরাজ আমাকে অপমান করতে সাহস করেছে। বৃহদ্রথ ! ভীষণ ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে, আর তার নায়ক হচ্ছে—স্বয়ং রামপালদেব। এ ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে; নতুবা এদের সমবেত চেষ্টায় এমন এক মহাশক্তির উদ্ভব হবে, যাতে বঙ্গে কৈবর্ত্ত-সিংহাসন কেঁপে উঠবে !

বৃহদ্রথ। এ বিদ্রোহ নিবারণের কি উপায় উদ্ভাবন করেছেন ?

ভূষণ। তুমি একদল সৈন্য নিয়ে এখনই যাত্রা কর। রামপালকে নজরবন্দী করে রাখবে। একটী মক্ষিকাও যেন সে পুরী থেকে বাহিরে না আসতে পারে। আমি একদল অশ্বারোহী নিয়ে রাজ্যপালের অনুসরণ করব; যেমন করে পারি, পথিমধ্যে পথি-মধ্যে তাকে বন্দী করব। তুমি যাও, আর বিলম্ব করো না— সৈন্যগণকে প্রস্তুত হ'তে আদেশ জানাও।

(বৃহদ্রথ প্রস্থানোদ্যত)

হ্যাঁ ! আর এক কথা। দু'জন বিশ্বস্ত সৈনিককে এই সংবাদ দিয়ে রাজধানীতে প্রেরণ কর ! যদি আমরা কোনরূপে অকৃতকার্য্য

হই, সম্রাট নিজে তার প্রতিবিধান করবেন। কয়েকজন সতর্ক গুপ্তচর শিবরাজের প্রতিকার্য্যে দৃষ্টি রাখবার জন্য নিয়োজিত করে দাও, আর প্রতি সংবাদ জ্ঞাপন করবার জন্য শিক্ষিত পারাবত এদের কাছে রেখে দাও। যাও, আর দেরী করো না।

[বৃহদ্রথের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) অপূর্ব্ব সুন্দরী এই শিবরাজ-দুহিতা। তার আয়ত-বিস্ফারিত নয়নে ক্রোধ ও ঘৃণার ভাব ফুটে উঠে কি এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছিল। একদিকে সদাহাস্যময়ী পরিহাসকুশলা রাজবালা তারা—অন্যদিকে দীপ্ত সৌন্দর্য্যে মহিমময়ী রাষ্ট্রকূটদুহিতা কৃষ্ণা। দুই-ই সুন্দর—দুই-ই কাম্য। আমার দু'জনকেই লাভ করতে হবে।

পঞ্চম দৃশ্য।

বন।

রাজ্যপাল ও গোবিন্দ বৃক্ষমূলে আসীন।

রাজ্যপাল। গোবিন্দ, এখন উপায়? এখনও এক যোজন পথ অতিক্রম করতে হবে। দুইটী অশ্বই সমান পরিশ্রান্ত, আর যে একপদও চলতে পারবে সে সম্ভাবনা নাই। যদি শত্রু আমাদের অনুসরণ করতে থাকে, আর ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে উপস্থিত হয়, তাহ'লে নিশ্চয়ই আমাদের সন্ধান পাবে—বন্দীও করবে। আমরা মাত্র দু'জন, তাদের মিলিত শক্তির সম্মুখে স্রোত-তাড়িত

তৃণখণ্ডের মত ভেসে যাবো। আমাদের এই উত্তম মুহূর্ত্তের জন্য সব নষ্ট হয়ে যাবে।

গোবিন্দ। ভেবে আর কি করবেন বলুন—অদৃষ্টে যা আছে হবেই। ঘোড়া সুস্থ ও সবল না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের এখানে অপেক্ষা করতেই হবে, কারণ পদব্রজে একদিনের পূর্ব্বে আমরা কিছুতেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারব না। আচ্ছা, আপনি একটু বিশ্রাম করুন, আমি দেখি কত শীঘ্র তাদের গমনোপযোগী করে তুলতে পারি।

রাজ্যপাল। যদি পার কিঞ্চিৎ পানীয় সংগ্রহ করে এনো। আমি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে পড়েছি।

গোবিন্দ। আচ্ছা।　　　　　[প্রস্থান।

রাজ্যপাল। যতদিন বাঁচবো, আজকের দিন আমার জীবনের একটী স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। মধ্য-নিশীথে দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায়, নির্জ্জন প্রান্তরে রাখালকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতের ন্যায়, বর্ষাস্ফীতা তরঙ্গিনীর কুলু কুলু ধ্বনির ন্যায়—আজকের স্মৃতি আজীবন আমার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত ক'রে এক মোহকরী সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় তাকে সঞ্জীবিত করে রাখবে। সত্যই অপার্থিব সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী —সে বালিকা। অপূর্ব্বলাবণ্যময় অঙ্গসৌষ্ঠবের সঙ্গে মানসিকবৃত্তি-নিচয়ের উৎকর্ষের চরমপরিণতি দেখে আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গেছি। শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভক্তির সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশে হৃদয় ভরপুর করে দিয়েছে। যদি কখন পিতৃরাজ্যের উদ্ধার হয়, যদি কখন বঙ্গের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হয়ে তার শুভ্র কিরণজালে দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত করে দেয়, তখন—রাষ্ট্রকুটরাজ—তখন—

[ভূষণ সহ সৈন্যগণের প্রবেশ]

ভূষণ। তখন তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থনা করবে এই ত? কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, মহাশয়ের সে সদিচ্ছা পূর্ণ হ'বার কোনই আশা নেই। তবে আর এক সুন্দরী তোমাকে বরণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। তাকে দেখ নি বুঝি? তার নাম হচ্ছে মৃত্যু—তাকেই তোমার অঙ্কশায়িনী করে দিচ্ছি। সৈন্যগণ, পাপিষ্ঠকে কুকুরের মত হত্যা কর।

রাজ্যপাল। ক্ষত্রিয় মরণের ভয় করে না। কিন্তু একটা কথা। তুমি কৈবর্ত্তরাজের প্রতিনিধি, নিজেও অস্ত্রব্যবসায়ী। যুদ্ধনীতির অবমাননা করে, অন্যায় সমরে আমাকে হত্যা করলে তোমরা বীরধর্ম্মে পতিত হবে, তোমাদের রাজার সুনামে কলঙ্ক স্পর্শ করবে। তার চেয়ে আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি। তুমি কিম্বা তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাকে পরাস্ত করতে পার, আমি বিনা বাধায় তখনি আত্মসমর্পণ করব!

ভূষণ। আমরা না অনার্য্য? আমরা না ঘৃণ্য অস্পৃশ্য? লজ্জা করে না তোমার, যুদ্ধনীতির দোহাই দিয়ে প্রাণভিক্ষা করতে? বীরধর্ম্ম পালন করবে—ক্ষত্রিয় তোমরা; আমরা অনার্য্য, অনার্য্যের ন্যায় কাজ করব; অন্যায় যুদ্ধে নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করব! (সৈন্যগণের প্রতি) কেন তোমরা দেরী করছ? আমার আদেশ পালন কর, পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয়কে পশুর মত হত্যা কর!

রাজ্যপাল। তবে আয় শয়তানের দল! ক্ষত্রিয় তরবারী কত অনার্য্যের শোণিতে তৃপ্ত হয় দেখ্!

[সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রাজ্যপালের হস্ত হইতে তরবারি পতন]

ভূষণ। হত্যা করো না, বন্দী কর। তুমিই আমার অপমানের সাক্ষী। সেই তীব্র-তিক্ত তিরস্কার তুমি হাসিমুখে ব'সে ব'সে উপভোগ করেছ। তোমায় তিল তিল ক'রে মরণের হাতে তুলে দেব—তোমারই সমক্ষে তোমার মানসপ্রতিমা কন্যা, এই অনার্য্যের অঙ্কশোভিনী হবে, আর তুমি সেই মনোরম দৃশ্য প্রাণভ'রে উপভোগ করবে—হাঃ হাঃ হাঃ!

রাজ্যপাল। তার আগে স্বহস্তে আমার চোখ উপড়ে ফেলব—নিজের হৃৎপিণ্ড নিজে উৎপাটন করে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করব। শোন শয়তান! যদি কোন উপায়ে আমি মুক্তিলাভ করতে পারি, তাহ'লে এই নির্ম্মম অপমানের এমন ভীষণ শাস্তি দেব, যা দেখে নরকের প্রেতও আতঙ্কে শিউরে উঠবে—স্বর্গ থেকে দেবতারা হাহাকার করে উঠ্‌বে—পাতালে বাসুকী কেঁপে উঠে একটা ভীষণ ভূকম্পের সৃষ্টি করবে!

ভূষণ। বিষ নেই, তার কুলোপানা চক্র! হাঃ—হাঃ—হাঃ—নিয়ে যাও!

[রাজ্যপালকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান।

আমার ক্ষত্রমেধ যজ্ঞের এই প্রথম আহুতি! কে আছ?

[জনৈক সৈনিকের প্রবেশ]

সর্দ্দারকে পাঠিয়ে দাও!

[সৈনিকের প্রস্থান।

এমনি করে আস্তে আস্তে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করতে হবে।

[সর্দ্দারের প্রবেশ]

একশত যোদ্ধা নিয়ে রাজ্যপালসহ আজই রাজধানী অভিমুখে যাত্রা কর। আমি বৃহদ্রথের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে সম্রাটের আদেশ

না পাওয়া পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করব। সাবধান, বন্দী যেন কোন ক্রমেই হস্তচ্যুত না হয়—আর অন্যান্য সৈন্যগণকে প্রস্তুত হ'তে আদেশ জানাও—আমি এখনই যাত্রা করব।

[উভয়ের প্রস্থান।

[কুমারপালের প্রবেশ]

কুমারপাল। এদিক থেকেই শব্দ শুনতে পেয়েছি। তাই ত! সদ্য লড়ায়ের চিহ্ন যে এখনও বর্ত্তমান। কেউ কি কাউকে হত্যা করলে? এই যে একটা লোক এদিকে আসছে, এরই কাছে সংবাদ নিতে হবে।

[গোবিন্দের প্রবেশ]

গোবিন্দ। অ্যাঁ! আপনি এখানে? সর্ব্বনাশ হয়েছে! আপনার দাদাকে দুর্ব্বৃত্তেরা বেঁধে নিয়ে গেছে।

কুমারপাল। তুমি কে? কারা বেঁধে নিয়ে গেছে?

গোবিন্দ। আমি রাষ্ট্রকূটপতি শিবরাজের ভৃত্য—নাম গোবিন্দ। আপনার অগ্রজের সঙ্গে আপনার পিতার নিকট যাচ্ছিলুম। ঘোড়া ক্লান্ত হওয়ায় এইখানে বিশ্রাম কচ্ছিলাম—কৈবর্ত্তরাজ-শ্যালক ভূষণ বহুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাঁকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বন্দী করে নিয়ে গেছে। বাধা দেওয়া নিষ্ফল দেখে আমি অন্তরালে লুকিয়ে ছিলুম। রাজার আদেশ ছিল, যদি পথিমধ্যে কারোও বিপদ হয় অন্ততঃ একজনও আপনার পিতার নিকট এ সংবাদ বহন করে নিয়ে যাবে। সপ্তাহ মধ্যে রাষ্ট্রকূট অবরুদ্ধ হবে—আপনার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়।

কুমারপাল। বেশ, তুমি পিতাকে সংবাদ দাও গে। আমি দুর্ব্বৃত্তদের অনুসরণ করব—যে কোন উপায়ে দাদাকে মুক্ত করব।

গোবিন্দ। আপনি একা—শত যোদ্ধায় তাঁকে বেষ্টন করে নিয়ে যাচ্ছে—আপনি একা তাদের বিরুদ্ধে কি করবেন?

কুমারপাল। কিছু করতে না পারি, তাঁর উদ্ধার চেষ্টায় প্রাণ ত দিতে পারব? না গোবিন্দ, তুমি যাও। দাদাকে একা এই বিপদের মুখে ফেলে, তাঁর উদ্ধারের চেষ্টা না করে যদি আমি বাড়ী ফিরে যাই, মা কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করবেন না, আমার মুখ পর্য্যন্ত দেখবেন না। গোবিন্দ! আমরা ক্ষত্রিয়। প্রাণ আমাদের কাছে খেলার সামগ্রী। যদি বলে বা কৌশলে ঐ শত যোদ্ধার হাত থেকে দাদাকে মুক্ত করতে পারি, জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষিত হবে—মাতার আশীর্ব্বাদ লাভে সমর্থ হব; না পারি, কর্ত্তব্যপালনে আত্মবিসর্জ্জন করে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হ'ব; স্বর্গের দেবতাগণ দুন্দুভিধ্বনিতে আমাকে অভ্যর্থনা করবে।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

—:o:—

তারা ও সহচরিগণ।

—*—

উদ্যান

গীত

প্রেম-নদীতে বাণ ডেকেছে,
ছুটছে কার পানে?
আপনহারা চলেছে ধেয়ে,
যেতে কার পানে?
হৃদয় আবেগ রাখতে নারি
লহর তুলে ছুটছে বারি
কূলে কূলে ছাপিয়ে উঠে,
নাচছে তুফানে।
ঢেউ তুলে ছড়িয়ে হাসি
বুকে নিয়ে তারার রাশি
পাগলপারা ধাইছে নদী
সাগর-সন্ধানে।

[সহচরিবৃন্দের প্রস্থান।

তারা। (স্বগতঃ) জীবনের প্রথম প্রভাত অরুণোদয়ে, যৌবন-বসন্তের প্রথম দক্ষিণানিল স্পর্শে ঈষদুদ্ভিন্ন-মঞ্জরী হৃদয়বল্লরী যখন তার

আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে; নানা বাধাবিঘ্নময় সংসারের কণ্টকপথে রুধিরাক্তপদে চলে দিনান্তের ঘনায়মান অন্ধকারের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে হৃদণ্ডের ঈপ্সিত মিলনের জন্যও একটা অজানা স্পন্দনে হৃদয় কেঁপে উঠে; তখন সেই বাঞ্ছিতের চরণে জীবনের দুঃখ, দৈন্য, লজ্জা, ভয়, সুখস্বাচ্ছন্দ্য—নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত অর্পণ করে কত সুখ—কত তৃপ্তি! সেই প্রথম মিলনের প্রতি কথা, প্রতি হাসি, প্রতি চাহনি হৃদয়ের কোন নিভৃতকোণের বীণার তারে আঘাত করে তার সঙ্গীতময়ী ঝঙ্কারে প্রাণে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করে দেয়—প্রথম মিলনের আবেগপূর্ণ সেই স্বপ্নময়ী স্মৃতি বিরহের দীর্ঘরজনীর অসহনীয় যাতনার উপশম করে দেয়—উত্তাল-তরঙ্গ-সমাকুল স্রোতস্বিনীর মত তার উচ্ছ্বাসময়ী কবিতায় আজীবন হৃদয় পূর্ণ করে রাখে। তার চিন্তায় সুখ—স্মৃতিতে তৃপ্তি—সাফল্যে জীবনের পূর্ণ পরিণতি। এখনও আসছেন না কেন? আমি এখানে বসে বসে তার চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকব আর—ঐ যে আসছেন। যাই, ঐ কুঞ্জের অন্তরালে লুকিয়ে থাকিগে; আমাকে এতক্ষণ একা বসিয়ে রাখবার শাস্তি দেব না?

(কুঞ্জান্তরালে লুক্কায়িত হওয়া ও হরির প্রবেশ)

হরি। [চতুর্দ্দিকে চাহিয়া] এইখান থেকেই ত সঙ্গীতের শব্দ শুনতে পেয়েছি। তবে কি—

[তারার অন্তরাল হইতে বীণার শব্দে হরির চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ।
পুনরায় বীণার শব্দ। হরি কয়েকবার অকৃতকার্য্য
হইয়া অবশেষে তারাকে ধৃত করিলেন]

হরি। আমায় না ব'লে আমার সর্ব্বস্ব চুরি করে নিয়ে এখন লুকোচুরি খেলা হচ্ছে—না?

তারা। চুরি করেছি ?

হরি। হাঁ, আমায় না জানিয়ে আমার সর্ব্বস্ব চুরি করে নিয়েছ।

তারা। না জানিয়ে চুরি করেছি ? কক্ষণ না।

হরি। তবে কি জানিয়ে করেছ ?

তারা। নিশ্চয়।

হরি। তাহ'লে আমার জিনিষ আমাকে ফিরিয়ে দাও, নইলে তার পরিবর্ত্তে তোমারও সর্ব্বস্ব আমাকে দিতে হবে কিন্তু !

তারা। ইস্ ! তুমিও চুরি করে নেবে নাকি ?

হরি। কি করে নেব পরে বলছি। কিন্তু তার আগে আমার একটা কথার উত্তর দাও। আচ্ছা, যখন চুরি করেছিলে—তা' জানিয়েই হোক, আর না জানিয়েই হোক্, সেটাতে নিশ্চয়ই তোমার দরকার ছিল—কেমন ঠিক ত ?

তারা। না, কোন দরকার ছিল না।

হরি। তবে কি সেটাকে নিয়ে খেলা করবে বলে নিয়েছিলে ?

তারা। পুরুষের কঠিনপ্রাণ—বিশেষতঃ যোদ্ধার ; তাই সেটাকে নিয়ে খেলা করে, একটু নরম করে দেব ভেবেছিলুম।

হরি। আর পুরুষ যদি নারীর হৃদয় নিয়ে খেলা করে ?

তারা। সেটা তার পক্ষে নিতান্ত নিষ্ঠুরতার কাজ হবে !

হরি। পুরুষ করলে সেটা নিষ্ঠুরতার কাজ হবে, আর রমণী করলে হবে না—তার মানে ?

তারা। বল্লুমই ত। পুরুষের কঠিনপ্রাণ, তাই তাকে আঘাত দিয়ে একটু কোমল করিতে করে নিতে হয়। নারীর হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল, কাঠিন্যের লেশমাত্র নেই, স্বল্পাঘাতেই নুয়ে পড়ে। তার হৃদয় নিয়ে খেলা করলে, তাকে কঠিন আঘাতে আহত করলে,

সে একেবারে ভেঙ্গে পড়বে—তার জীবনের সুখ-সাচ্ছন্দ্য যা কিছু আছে, একটী আঘাতে চিরদিনের মত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাকে আঘাত কর, বৃন্তচ্যুত কুসুমের মত তার সুষুমা-সুরভি-প্রাণ সবই অবসান হয়ে যাবে—আদর করে হৃদয়ে রাখ, তার নন্দনবিনিন্দিত সুবাস চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত করে তার স্বর্গীয় সৌরভে হৃদয় ভরপুর করে রাখবে।

হরি। (আবেগের সহিত) তারা!

তারা। কি?

হরি। আমি কি তোমার যোগ্য?

তারা। যোগ্য অযোগ্য জানিনে প্রিয়তম! তবে তোমার দাসী বলে গণ্য হতে পারলেও আমার নারীজীবন সার্থক জ্ঞান করব।

হরি। ছি তারা! ও কথা মুখেও এনো না। নারীজাতিকে, আমাদের ঘরের লক্ষ্মীকে, ঐ হেয় আসনে স্থাপিত করেই আমরা দিন দিন অধঃপতনের পথে নেবে যাচ্ছি! জীবন্ত মাকেই যদি পূর্ণ মাতৃত্বের গৌরবে অধিষ্ঠিত কর'তে না পারলুম, তবে মাটীর মাকে চিনব কি ক'রে? যতদিন বঙ্গে নারীজাতি তার যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত না হবে, যতদিন আমরা আমাদের সংকীর্ণ হৃদয়ের স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিয়ে নারীর নারীত্ব স্ফুরণের অবসর দিতে না পারব, যতদিন আমাদের প্রভুত্বলালসা হৃদয় থেকে নিংড়ে বের করে দিয়ে তাদের যোগ্য সম্মানে ভূষিত করতে না পারব, ততদিন আমরা অপরের হেয়—ঘৃণ্য—পদানত হয়ে থাকব। উন্নতির পথে অগ্রসর হতে যতই চেষ্টা করি না কেন, পূর্ণগৌরব লাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে!

[ভীমের প্রবেশ]

[তারার প্রস্থান ও অন্তরালে অবস্থিতি]

ভীম। ঠিক বলেছ হরি! গোঁড়া না গেঁথে আগা গাঁথবার চেষ্টা করা শুধু পণ্ডশ্রম। আদর্শ পুরুষ তৈরি হবে কোথা থেকে? যা থেকে তাদের উৎপত্তি—যার প্রাণঢালা ভালবাসায় তাদের দেহের পরিপুষ্টি—যার শিক্ষায় তাদের মানসিক বৃত্তিনিচয়ের উৎকর্ষের চরম পরিণতি, সেই জননীই যদি সন্তানকে প্রকৃত শিক্ষাদানে অসমর্থ হয়, সহধর্ম্মিণী যদি স্বামীর দুঃখকে নিজের দুঃখ ব'লে বরণ করে নিয়ে, তার নিরাশপ্রাণে আশার আলোক ফুটিয়ে দিতে না পারে, কন্যা যদি তার অক্লান্ত সেবা ও যত্নে পিতার দিবস-ব্যাপী পরিশ্রমের অবসাদ মুছিয়ে দিতে না পারে—তবে পুরুষের পুরুষত্ব আসবে কোথা থেকে? গর্ভধারিণীকে প্রকৃত জননীরূপে গড়ে তুলতে হবে—যার শিক্ষায় সন্তান অম্লানবদনে তার মাটীর মায়ের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করতে ছুটে যাবে; সহধর্ম্মিণীকে সুখে, দুঃখে, অবস্থাবিপর্য্যয়ে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী করে তুলতে হবে, সংসার-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত স্বামীর হৃদয়ে কর্ম্মের প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেবার উপযুক্ত করে তুলতে হবে, তাকে দাসী না ভেবে পুরুষের সঙ্গে সমান আসনে অধিষ্ঠিত করতে হবে। এ আমাদেরই করতে হবে। আমরাই নিজেদের প্রভুত্বলালসা চরিতার্থ করবার জন্য তাদের শুধু শয্যাসঙ্গিনী করে, তুচ্ছবিলাসের সামগ্রী করে রেখেছি, আমাদেরই আবার তাদের কর্ম্মের সঙ্গিনী করে তুলতে হবে—তাদের উদ্দীপনায়, তাদেরই সাহায্যে কর্ম্মের পথে অগ্রসর হতে হবে। এ যদি পারি, তবেই ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব, নইলে যেমন নেবে চলেছি; একেবারে অধঃপতনের অন্ধকারতম গহ্বরে নেবে যাব,

এমন স্থানে উপনীত হব, সহস্র রশ্মিজালেও সে অন্ধকার বিদূরিত হবে না। যাক্, এখন রাষ্ট্রকূটের সংবাদ শুনেছ?

হরি। না, রাষ্ট্রকূটরাজ কি করপ্রদানে অসম্মত হয়েছে?

ভীম। শুধু অসম্মত নয়, ভূষণকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দিয়েছে—আমাদের অস্পৃশ্য ঘৃণ্য কৈবর্ত্ত ব'লে অভিহিত করেছে। হরি, প্রস্তুত হও—এ মর্ম্মান্তিক অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে!

হরি। নিশ্চয়! দাম্ভিক রাষ্ট্রকূটপতিকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, রাষ্ট্রকূটের অস্তিত্ব রাখতে গেলে এই অনার্য্য কৈবর্ত্তের দাসত্ব করতে হবে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব ভুলে গিয়ে এই অস্পৃশ্য ঘৃণ্য অনার্য্যের পদলেহন করতে হবে! কিন্তু আশ্চর্য্য! আমি ভাবছি, কি আশা মরিচীকায় প্রলুব্ধ হয়ে একটা অতি ক্ষুদ্র সামন্ত এত বড় বিশাল শক্তি উপেক্ষা করতে সাহসী হ'ল?

ভীম। এ আস্ফালন শুধু তার একার উপর নির্ভর করে নয়, এক অসীম শক্তিশালী পুরুষের উত্তেজনায় সে আমাদের শক্তি তুচ্ছ করিতে সাহসী হয়েছে।

হরি। কে এই শক্তিমান পুরুষ জানতে পারি কি?

ভীম। মহীপালদেবের ভ্রাতা রামপালদেব। ক্ষত্রিয় কৈবর্ত্ত যুদ্ধ সময়ে সে বন্দী ছিল বলেই আমরা অনায়াসে মহীপালদেবকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলুম। সেই রামপালদেব স্বয়ং আজ এই ষড়যন্ত্রের অধিনায়ক। আমার বিশ্বাস অন্যান্য সামন্তরাজগণও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তা যদি তারা কোনপ্রকারে মিলিত হ'তে পারে, তবে তাদের সেই সমবেত শক্তি ধ্বংস করতে সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে হবে। তবে ভূষণ খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। সে রামপালদেবের পুত্র রাজ্যপালকে বন্দী করেছে—

রামপালদেবকে নজরবন্দী করে রেখেছে। রামপালদেবকে রাজধানীতে নিয়ে আসবার জন্য আমি সংবাদ প্রেরণ করেছি। সে বন্দী হ'লে অবিশ্যি আমি নিশ্চিন্ত, তবুও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তুমি সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি সমবেত করে রাখ, আর দশ সহস্র সৈন্য রাষ্ট্রকূট অভিযানের জন্য নির্দ্দিষ্ট করে দাও, ভূষণ রাজধানীতে উপস্থিত হলেই যাত্রা করতে হবে। (হরি প্রস্থানোদ্যত) আর দেখ, বন্দিগণ রাজধানীতে প্রবেশ করলে যোগ্য সম্মানে তাঁদের অভ্যর্থনা করবে—যেন কোন ত্রুটি না হয়।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

—o○o—

কক্ষ

রামপালদেব ও রমাদেবী।

রামপালদেব। রমা, সত্যই আমি পুত্রদের জন্য অত্যন্ত ভাবিত হয়ে পড়েছি। তাদের ফেরবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তবে কি পথে তাহাদের কোন বিপদ হ'ল? শত্রু কি সন্ধান পেয়ে তাদের হত্যা করলে?

রমাদেবী। তুমি বৃথা আশঙ্কা করছ। হয় ত সামন্তরাজগণ তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ না করিয়ে ছেড়ে দেন নি, তাই আসতে এত বিলম্ব হচ্ছে।

[ভূষণের প্রবেশ]

ভূষণ। তাঁরা ত ছেড়েছিলেন, তাই ভাল করে আতিথ্য গ্রহণের জন্য তাকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

রামপালদেব। কে তুমি? কার অনুমতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছ?

ভূষণ। অনুমতি? তাই ত! আজ্ঞে সেটা ভুল হয়ে গেছে।

রামপালদেব। শীঘ্র বল তুমি কে, নইলে আমি তোমায় হত্যা করব!

ভূষণ। এ সদিচ্ছার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারলুম না। কৈবর্ত্ত আমি, ক্ষত্রিয়ের হাতে প্রাণত্যাগ করলে, অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হব। তা, কি দিয়ে হত্যা করবেন? অস্ত্র আনিয়ে দেব কি?

[বংশীধ্বনি ও কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ]

ভূষণ। (সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া) দেখ, ইনি আমাকে হত্যা করবেন মনস্থ করেছেন। এঁকে একখানি অস্ত্র দাও।

রামপাল। ও! তুমি কৈবর্ত্তরাজ ভীমের অনুচর?

ভূষণ। বাঃ বাঃ! কি চমৎকার মেধা আপনার, একেবারে ঠিক ধরে ফেলেছেন।

রামপাল। কি অভিপ্রায়ে এসেছ ব্যক্ত কর। রহস্যের কোন প্রয়োজন দেখি না।

ভূষণ। সম্রাট আপনাকে তাঁর আতিথ্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করেছেন তাই সঙ্গে করে আপনাকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।

রামপাল। জীবিত?

ভূষণ। সেইরূপই-ত অভিপ্রায়।

[অতর্কিতে রামপালদেব জনৈক সৈনিকের হস্ত হইতে অস্ত্র
কাড়িয়া লইলেন]

রামপাল। বেশ চেষ্টা কর। সম্রাটের যখন এতই আকিঞ্চন—আমার মৃতদেহ গিয়েই তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করবে।

(তরবারী লইয়া দাঁড়াইলেন)

ভূষণ। আক্রমণ কর, পাপিষ্ঠকে বন্দী কর।

রামপাল। আয় অনার্য্যের দল—ক্ষত্রিয় কেমন করে আত্মবিসর্জ্জন দেয় দেখ্!

[সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ—একজন সৈনিকের পতন। রামপালদেবের
হস্ত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল]

রমা! একখানা অস্ত্র—একখানা অস্ত্র আমায় এনে দাও, আমি একাই এদের নিঃশেষ করব।

[রমার নিষ্ক্রান্ত হইতে যাওয়া—ভূষণ হাত ধরিয়া ফেলিল]

ভূষণ। আহা! যাও কোথায় সুন্দরি! ও সুন্দর হাতে কি অস্ত্র মানায়—ব্যথা লাগবে যে!

রমা। ছেড়ে দে পিশাচ!

রামপাল। শয়তান! ক্ষত্রিয় রমণীর গায়ে হাত—এতদূর স্পর্দ্ধা!—

[ভূষণকে পদাঘাত—ভূষণ পড়িয়া গেল]

বৃহদ্রথ। বন্দী কর—বন্দী কর।

[সৈন্যগণ রামপালকে বন্দী করিয়া ফেলিল]

ভূষণ। এতদূর! আমায় পদাঘাত! শোন রামপাল! কৈবর্ত্ত ক্ষত্রিয়াণীর অঙ্গস্পর্শ করেছে ব'লে অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে তুমি আমাকে পদাঘাত করেছ; কিন্তু এই কৈবর্ত্ত সেই অপমানের এমন নির্ম্মম

প্রতিশোধ নেবে, যা দেখে সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাবে! তোমার বড় গর্ব্বের ক্ষত্রিয়াণীকে সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করিয়ে বেত্রাঘাত করাব। তোমারই সমক্ষে তোমার প্রিয়তমাকে সৈনিকের অঙ্কশায়িনী করে দেব। তুমি দেখবে, শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় জ্বলবে—আর সেই মর্ম্মান্তিক যাতনা আমি প্রাণভ'রে উপভোগ করব—হাঃ, হাঃ, হাঃ! সৈন্যগণ, পাপিষ্ঠাকে কেশাকর্ষণ করে নিয়ে এস।

রামপাল। তুমি কি মানুষ?

ভূষণ। না, আমি কৈবর্ত্ত—অনার্য্য! তারা ত তোমাদের চক্ষে মানুষ নয়। মানুষ মানুষের কাজ করবে, কৈবর্ত্ত আমরা, পশুরও ঘৃণ্য কাজ করব। সৈন্যগণ, আদেশ পালন কর।

[সৈন্যগণ রমাকে ধৃত করিতে অগ্রসর হইল]

রামপাল। রমা, রমা! যেমন করে পার, আত্মহত্যায় আত্মরক্ষা কর।

রমাদেবী। দাঁড়াও! (সৈন্যগণ থমকিয়া দাঁড়াইল) দেখ, যে দেশের রমণী ক্ষণিক বিচ্ছেদাশঙ্কায় মৃতপতির চিতায় আত্মবিসর্জ্জন দেয়, নিজের মান-সম্ভ্রম-সতীত্ব রক্ষার জন্য আত্মবলিদানে যাদের তৃপ্তি, মৃত্যু যাদের খেলার সাথী—সেই দেশের কন্যা আমি। তোমরা আমার অঙ্গস্পর্শ করবার বহুপূর্ব্বেই আমি হাসতে হাসতে স্বর্গের পথে চলে যাব। কিন্তু যা'বার আগে তোমাদের একটা কথা ব'লে যাই। তোমরা ভারতবাসী—বাঙ্গালী। সতীত্ব ভারত-মহিলার প্রাণ ও পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান—এই দুই মহান্ আদর্শ লক্ষ্য করে চলে এসে এতদিন তোমরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এসেছ। সেই আদর্শ ভুলে গিয়ে, প্রতিহিংসাবহ্নিতে সেই মহান লক্ষ্য আহুতি দিয়ে, পরস্ত্রীকে—তোমাদের জননীকে—সন্তান তোমরা—এই পাশবিক অত্যাচারে নিপীড়িত করবে? একটা কুৎসিৎ ব্যাভিচারে

দেশের মর্য্যাদা নষ্ট করে দেবে? বঙ্গবাসীর একমাত্র শ্লাঘার সামগ্রীকে চিরনিন্দনীয় করে তুলবে—সন্তান হয়ে মায়ের সতীত্ব হরণ করবে?

রাঘবসর্দ্দার। না মা, সন্তান আমরা, তোমাকে পূজার অর্ঘ্য এগিয়ে দেব। মা! অজ্ঞান সন্তান তোমার মহাপাপ করেছে, তাদের ক্ষমা কর মা! সৈন্যগণ! মায়ের পদবন্দনা করে চলে এস।

ভূষণ। সর্দ্দার! আমি তোমাদের অধিনায়ক—আদেশ করেছি, অবনত মস্তকে পালন করবে। প্রতিবাদ করবার তুমি কে?

রাঘবসর্দ্দার। আমি মানুষ, তাই তোমার অমানুষিক কার্য্যের প্রতিবাদ করেছি।

ভূষণ। তুমি রাজদ্রোহী—বিশ্বাসঘাতক!

রাঘবসর্দ্দার। আমি রাজদ্রোহী? রাজদ্রোহী কে?—যে রাজার সুনাম রক্ষা করে, না, তার অকলঙ্ক নামে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দেয়? রাজদ্রোহী তুমি, রাজার সুনাম নষ্ট করতে গিয়েছিলে—আমি রাজভক্ত, তাঁর সে গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছি।

ভূষণ। তোমার অবাধ্যতার কি শাস্তি জান?

রাঘবসর্দ্দার। সে বিচার করবেন সম্রাট্—শাস্তি দিতে হয় দেবেন তিনি—শাস্তি দেবার তুমি কে?

ভূষণ। আমি তোমাদের অধিনায়ক।

রাঘবসর্দ্দার। যে অধিনায়কের অমন পশুর মত প্রবৃত্তি, সেরূপ অধিনায়ককে আমরা মানি না।

ভূষণ। তবে তোমরা রামপালকেও নিয়ে যাচ্ছ না?

রাঘবসর্দ্দার। নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। সম্রাট রামপালদেবকে নিয়ে যেতে বলেছেন, তাঁকে নিয়ে যাব, তাঁর স্ত্রীর সতীত্ব হরণ করতে

আদেশ করেন নি। মা! কর্ত্তব্যপালন জন্য তোমার স্বামীকে নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি, সে জন্য সন্তানের উপর ক্রোধ করো না—তাকে অভিশাপ দিয়ো না।

রমাদেবী। যাও বাবা; তুমি আজ যথার্থ পুত্রের কাজ করেছ। তোমাকে আমি প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ করছি।

ভূষণ। এ অবিমৃষ্যকারিতার কি ভীষণ পরিণাম, তা রাজধানীতে উপস্থিত হয়েই বুঝতে পারবে।

রাঘবসর্দ্দার। সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। রাজা! যাবার পূর্ব্বে মাকে যদি কিছু ব'লবার থাকে বলে নিন। আমাদের কার্য্য শেষ হয়েছে, এইবার আমাদের যেতে হবে।

রামপাল। সর্দ্দার! তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। আজ যা করেছ, সে জন্য পালবংশ আজীবন তোমার কাছে ঋণী থাকবে। রমা, আমার মহাপাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত—অপহৃতা জননীর উদ্ধার সাধন করা। পুত্র গেছে, আমিও চল্লুম। রইলে শুধু একমাত্র তুমি! তোমার হাতেই মাতৃভূমির উদ্ধারের ভার দিয়ে গেলুম। আজ হ'তে সেই তোমার জীবনের ব্রত। কেমন করে, কি উপায়ে সেই মহাব্রত উদ্‌যাপন করবে বলবার সময় নেই। যেমন করে হোক, মাতৃভূমির উদ্ধার সাধনের চেষ্টা করো—এই মর্ম্মান্তিক, অপমানের প্রতিশোধ নিয়ো। সর্দ্দার! আমার আর কিছু বলবার নেই, আমাকে নিয়ে চল।

[রামপালকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান]

রমাদেবী। (স্বগতঃ) শক্তিস্বরূপিনী মা আমার, তোর বিশ্ববিনাশিনী শক্তির এক কণা আমায় ভিক্ষা দে, আমার স্বামী পুত্র শোক ভুলিয়ে

দিয়ে স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমির জন্য আত্মবলিদানের শক্তি দে, স্বামীর পাপমোচনের উপায় দেখিয়ে দে ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

——o⊂o——

শিবির

(সৈন্যগণ বিশ্রাম করিতেছে, রাজ্যপাল বন্দীভাবে আসীন ।)

১ম সৈন্য । দেখ ভাই, পথ হেঁটে হেঁটে ত পা দুটো একেবারে অবশ হয়ে গেছে । মালটাল থাকে ত খানিকটে ছাড় না, নইলে প্রাণ ত আর বাঁচে না ।

২য় সৈন্য । যা বলেছিস ভাই ! গলাটা শুকিয়ে একেবারে খট্‌খটে হয়ে গেছে । এই সময় একপাত্র পেলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিতুম ।

১ম সৈন্য । ভিজিয়ে ত নিতিস, পাবি কোথা ?

৩য় সৈন্য । আচ্ছা যদি পাস্ ত আমায় কি দিবি ?

২য় সৈন্য । যা চাস্, আমার জীবন যৌবন যা কিছু আছে, তোর পায়ে লুটিয়ে দেব ।

১ম সৈন্য । নে এখন রঙ্গ রাখ্ । কেমন করে পেলি বল দেখি ? সঙ্গে ত কিছুই ছিল না ।

৩য় সৈন্য । আরে ছিল না ব'লেই ত চোখ্ দুটোকে খুলে রেখেছিলুম । এ চোখ্ দুটোর কদর ত আর বুঝলে না দাদা ! একে এড়াবার

কারুর যোটা নেই। যেখানেই থাকুন, সীমানার মধ্যে থাকলে, তাঁকে এঁর খপ্পরে পড়তেই হ'বে। তোরা ত এদিক ওদিক না চেয়ে হন্ হন্ করে চলতে লাগলি; ছাউনির কাছাকাছি এসে দেখি, মাঠের ওপর এক যায়গায় একখানা সবুজ গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে। তোরা এখানে এসে জিরুতে আরম্ভ করলি, আমি বেরিয়ে পড়লুম— গেলুম—তুল্লুম—তৈরী করলুম—বস্।

২য় সৈন্য। অ্যাঁ! তৈরী পর্য্যন্ত করে ফেলেছিস— বলিস কি?

৩য় সৈন্য। তবে আর বলছি কি! একটু একটু ক'রে খেলে তোদের সবারই হয়ে যাবে।

১ম সৈন্য। ভ্যালারে মোর দাদা! তবে আর দেরী করিস নি, নিয়ে আয়।

[তৃতীয় সৈনিকের প্রস্থান]

২য় সৈন্য। দেখিস্ ভাই, কাঁচা ভাঙ্গ, লোভে পড়ে যেন বেশী খেয়ে ফেলিস নি। সর্দ্দার জানতে পারলে টেরটা পাইয়ে দেবে এখন।

১ম সৈন্য। তোর মত আধছটাকে পেঁচী কি না! অত ভয় যদি, তুই না হয় খাস নি।

তৃতীয় সৈনিকের এক কলসী কাঁচা ভাঙ্গ মাথায় লইয়া গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে প্রবেশ

গীত

কে খাবে না আমার এত সাধের যত্নে তোলা ভাঙ্গ?
ছটাক'খানেক পেটে গেলে বইবে প্রাণে রসের গাঙ্গ।
হৃদয় ফুঁড়ে উঠ্‌বে হাসি,
দুঃখ দৈন্য যাবে ভাসি,
সাঁচ্চা ঝুঁটো টের পাবে না, চিনবে নাকো রূপো রাঙ্গ।
যখন বিছানাতে শুতে যাবে,
উঠ্‌বে নামবে, নামবে উঠ্‌বে,
স্বশরীরে স্বর্গে যাবে, উঠ্‌লে নেশা দিয়ে চাঙ্গ।

১ম সৈন্য। বাহোবা কি বাহোবা! বলি রসিকরতন এত রস এতদিন ছিল কোথা?

৩য় সৈন্য। ঐ হাঁড়ির ভেতর দাদা! একটুখানি পেটে পড়ুক, তোরাও চানকে উঠ্‌বি এখন! নে, তোরা সবাই এক এক পাত্র টেনে নে—আর দেরী করিস নি। সর্দ্দার যদি এসে পড়ে, সব বেফাঁস করে দেবে।

(সকলের পান)

৩য় সৈন্য। (রাজ্যপালকে লক্ষ্য করিয়া) কি চাঁদ, এক পাত্র খাবে? খাও না, তোমার এই প্রেমশিকলের নিগূঢ় বাঁধন ভুলিয়ে দিয়ে স্বশরীরে তোমার পিয়ারীর কাছে পৌঁছে দেবে এখন। (নেপথ্যে চাহিয়া) সর্ব্বনাশ, সর্দ্দার আস্‌ছে—জিনিস পত্র সব লুকিয়ে ফেল্‌।

[পাত্রাদি সমস্ত লুকাইয়া ফেলিল]

সর্দ্দার। তোমরা সকলেই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। আজ রাত্রে এখানে বিশ্রাম কর, কাল প্রত্যূষেই আবার যাত্রা করতে হবে। দু'জন বন্দীর পাহারায় থাক। এক প্রহর পরে আবার অন্য দু'জন এসে তোমাদের ছুটী দেবে। খুব সাবধান! বন্দী যেন কোন রকমে না পালাতে পারে। [প্রস্থান।

(সৈন্যগণ অন্তরাল হইতে সিদ্ধির ভাড় লইয়া আসিল।)

১ম সৈন্য। নে ভাই, এইবার প্রাণভরে খেয়ে নে। সর্দ্দার শুতে গেছে, আর ভয় নেই।

(পুনরায় পান)

২য় সৈন্য। (হাই তুলিয়া) চল্লুম ভাই, আবার সকালে উঠ্‌তে হবে। যা নেশা হবে, দেরী করে ঘুমুলে আর উঠ্‌তে পারব না।

(২য় সৈনিকের প্রস্থান)

১ম সৈন্য । না ভাই, কাঁচা ভাঙ্গ, এতটা খেয়ে ভাল করি নি । এখনই যেন মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে । আর বসতে পারছি নে ।

২য় সৈন্য । তবে তুই এক কাজ কর । তুই খানিকটে ঘুমিয়ে নে, তারপর তোকে উঠিয়ে দিয়ে আমিও খানিকটে ঘুমিয়ে নেব এখন ।

১ম সৈন্য । (হাঁই তুলিয়া) বাঁচালি দাদা !

(শয়ন ও নাসিকাধ্বনি ।)

৩য় সৈন্য । (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) ও বাবা ! এ যে আমাকেও চেপে ধরলে দেখছি । ওরে, এই ব্যাটা, ওঠ না—ওরে শালা কুম্ভকর্ণ, এই জন্যেই আমি বুঝি তোকে ঘুমুতে বল্লুম । আমি এদিকে মারা যাচ্ছি, আর শালা নাক ডাকিয়ে—ঘুমুচ্ছে দেখ না ! (ঠেলিয়া) ওরে শালা ওঠ না । না উঠলি শালা, কাল তোকে একবার দেখে নেব । যাক্, ওর ত হাত পা বাঁধাই রয়েছে, যাবে কোথা ? একটু ঘুমিয়ে নেশাটা কমিয়ে নি । ও শালা ঠিক বলেছিল, কাঁচা ভাঙ্গ বেশী খেয়ে ভাল করি নি ।

(শয়ন ও নিদ্রা)

[কুমারপালের প্রবেশ]

কুমারপাল । এই স্বর্ণ সুযোগ ! এরা নেশায় অচৈতন্য হয়ে রয়েছে ।

(রাজ্যপালের নিকটে গিয়া হাত ও পায়ের বন্ধন কাটিয়া দিলেন ও সৈনিকদ্বয়ের হস্ত, পদ ও মুখ বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়া বৃক্ষের সহিত বন্ধন করিয়া রাখিলেন ।)

দাদা ! আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করো না । দেরী করলে হয়ত আবার এদের কবলে পড়তে হবে ।

রাজ্যপাল । কুমার, তুমি এখানে এলে কি করে ? পিতার কি সংবাদ ?

কুমারপাল। আমি তোমার অনুসরণ করতে করতে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। পিতার সংবাদ ঠিক জানি নে। আমার বিশ্বাস, তাঁরও বোধ হয় কোন বিপদ হয়েছে—তাঁকেও বোধ হয় দুর্ব্বৃত্তেরা বেঁধে নিয়ে গেছে।

রাজ্যপাল। মা?

কুমারপাল। বল্লুমই ত—আমি সঠিক কিছু জানি না। এ শুধু আমার অনুমান মাত্র।

রাজ্যপাল। এখন কোথায় যাবে?

কুমারপাল। রাষ্ট্রকূটপতি শিবরাজের কাছে। পিতাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য গোবিন্দ গিয়েছে। যদি তাঁর কোন বিপদ না হয়ে থাকে, সেখানে তাঁকে অবশ্যই দেখতে পাব। আমি দুটী বেগবান্ অশ্ব সংগ্রহ করে রেখেছি। অল্প সময়েই রাষ্ট্রকূটে পৌঁছে যাব। আর দেরী করো না, কেউ এসে পড়লে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

রাজ্যপাল। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

—:*:—

রাজসভা

শিবরাজ, রাজা সোম, কাহ্নুরদেব ও অন্যান্য সামন্তরাজগণ।

শিবরাজ। সামন্তরাজগণ! আজ এক গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার জন্য এই সভা আহূত হয়েছে। আজকার সভার ফলাফলের উপর বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আপনারা সকলেই উপস্থিত রয়েছেন, আপনারা যে কেউ সভাপতির আসন গ্রহণ করে সভার কার্য্য পরিচালন করুন।

রাজাসোম। সামন্তরাজগণ মধ্যে রাষ্ট্রকূটপতি বয়োজ্যেষ্ঠ এবং আমাদের সকলেরই পূজ্য। রামপালদেবের অনুপস্থিতিতে সভার কার্য্য পরিচালনের ভার গ্রহণের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি—তিনি। তাই রাষ্ট্রকূটপতিকে আমি আজকার সভার সভাপতিত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

কাহ্নুরদেব। রাজাসোম উপযুক্ত কথাই বলেছেন। রাষ্ট্রকূটপতিই সভাপতির কার্য্য করুন।

শিবরাজ। এই মহৎ সম্মানের জন্য আমি আপনাদের সকলের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কিন্তু আজ আমি বিচারপ্রার্থী; বিচারাসনে বসবার আমার অধিকার নাই। আমার

প্রতি, মহামান্য সম্রাট ধর্ম্মপালের বংশধরের কুলবধূর প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের জন্য আপনাদের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে, আজ তার প্রতিকার যাচ্ঞা করব। আমার মতে আজকার সভার উপযুক্ত সভাপতি পুবন্নাধিপতি রাজাসোম। তিনিই সভাপতির আসন গ্রহণ করে, আজকার সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করুন।

কাহ্নুরদেব। তাই যদি হয়, তবে রাজাসোমই সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

রাজাসোম। বেশ, তাই যদি আপনাদের অভিপ্রায়, তবে তাই হোক। রাষ্ট্রকূটপতি, আপনি আপনার অভিযোগ উপস্থিত করুন।

শিবরাজ। সামন্তরাজগণ! আপনারা সকলেই ক্ষত্রিয়। ভীষ্মার্জ্জুন, কর্ণ-দুর্য্যোধনের রক্ত আপনাদের প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে, যাঁদের শৌর্য্য—যাঁদের আলৌকিক পরাক্রম,—আশ্রিতরক্ষার জন্য অশ্রুতপূর্ব্ব আত্মবিসর্জ্জন আজও সুপ্ত ক্ষত্রিয়জাতিকে অনুপ্রাণিত করে রেখেছে—একদিন যে ক্ষত্রিয়ের হুঙ্কারে সমগ্র মেদিনী প্রকম্পিত হয়ে উঠ্‌ত—প্রতি কোদণ্ডটঙ্কারে প্রলয়-বিশাণ বেজে উঠ্‌ত—ক্ষত্রিয়-কুলনারীর মর্য্যাদারক্ষার জন্য যে ক্ষত্রিয় রাক্ষসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে দুঃশাসনের রক্ত পান করত—তারই উষ্ণরক্তে অপমানিতা লাঞ্ছিতা প্রিয়ার অসম্বদ্ধ কেশরাশি বেণীবদ্ধ করে দিত—সেই ক্ষত্রিয়ের বংশধর আপনারা; তাঁদের সুযোগ্য সন্তান আপনারা; ক্ষত্রিয় হয়ে ক্ষত্রিয়ের অপমান নীরবে সহ্য করবেন—ক্ষত্রিয় কুলনারীর মর্য্যাদা অতল জলে ডুবে যেতে দেবেন—প্রতিকার থাকতে প্রতিবিধান করবেন না!

রাজাসোম। কি হয়েছে খুলে বলুন। আপনার অভিযোগ উপস্থিত করুন—প্রতিবিধান আবশ্যক হয় নিশ্চয়ই করব!

শিবরাজ। কিছু পূর্ব্বেই আপনি বলছিলেন যে, আমি আপনাদের সকলের পূজ্য। তাই যদি হয়, তা'হ'লে আমার অপমানে আপনাদের সকলেরই অপমান। আজ কয়েকদিন হ'ল, কৈবর্ত্তরাজ শ্যালক আমাকে—আপনাদের সেই পূজ্য শিবরাজকে মর্ম্মান্তিক অপমান করেছে; শুধু তাই নয়, পালবংশের কুলবধূকে—রামপালদেব-মহিষীকে অনার্য্য ভূষণ সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করে বেত্রাঘাত করতে গিয়েছিল—তাঁর অনার্য্য অনুচরের অঙ্কশোভিনী করে দিতে যাচ্ছিল, শুধু এক ধর্ম্মভীরু কৈবর্ত্তসর্দ্দারের সাময়িক বাধায় তাঁর সতীত্ব রক্ষা হয়েছে—নতুবা সর্ব্বনাশ হয়ে যেত!

রাজাসোম। একি বলছেন রাষ্ট্রকূটরাজ! একথা কি সত্য?

[রমাদেবীর প্রবেশ]

রমাদেবী। অক্ষরে অক্ষরে সত্য রাজা! ক্ষত্রিয়ললনাকে—পালবংশের কুলবধূকে—রামপালদেব-মহিষীকে—অনার্য্য কৈবর্ত্ত মর্ম্মান্তিক অপমানে নিপীড়িত করেছে, অনার্য্য হয়ে আর্য্যদয়িতার অঙ্গ স্পর্শ করেছে, স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীকে অনার্য্যের অঙ্কশোভিনী করে দিতে চেয়েছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ স্বামী আমার—মর্ম্মন্তুদ মর্ম্মবেদনায়, রুদ্ধযাতনায় সেই তীব্রতিক্ত অপমান দাঁড়িয়ে দেখেছেন, আর পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় নিষ্ফল ক্রোধে গর্জ্জন করেছেন। আজ তারা আমাকে অপমান করেছে, আমার স্বামীপুত্রকে বেঁধে নিয়ে গেছে—কাল আপনাদেরও কুলনারীর মান-মর্য্যাদা-সম্ভ্রম কৈবর্ত্ত উৎপীড়নে এমনি করে তাদের পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য আহুতি দিতে হবে—আমার স্বামীপুত্রের ন্যায় আশ্রয়হীন, সহায়হীন পেয়ে আপনাদেরও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিয়ে যাবে! এখনও সময় আছে,

এখনও সতর্ক হ'ন, এখনও বিষপাদপের মূল উৎপাটন করুন; নতুবা তার উদ্গীরিত গরলরাশিতে সমস্ত ক্ষত্রিয়জাতি জর্জ্জরিত হয়ে যাবে—তার চিত্তপ্রদাহিনী দাহিকা-শক্তি রাবণের চিতার ন্যায় চিরদিন ধূ-ধূ জ্বলবে—শত সাগরের জলেও সে জ্বালার বিন্দুমাত্র উপশম হ'বে না।

রাজাসোম। আপনার স্বামীপুত্রকে কি অপরাধে বন্দী করে নিয়ে গেছে, আপনি কিছু জানেন কি?

রমাদেবী। অপরাধ—তাঁরা কৈবর্ত্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে সাহস করেছিলেন; অপরাধ—তাঁদের পিতৃপুরুষের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করতে গিয়েছিলেন; অপরাধ—অপহৃতা জননীকে তস্করের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে আপনাদের সাহায্য ভিক্ষা করতে পুত্রকে প্রেরণ করেছিলেন। সে অপরাধের নির্ম্মম শাস্তি হয়েছে—অভাগিনীকে তারা স্বামীপুত্রহীনা করে সংসারে ছেড়ে দিয়েছে!

[রাজ্যপাল ও কুমারপালের প্রবেশ]

কুমারপাল। পুত্রহীনা করতে পারে নি মা, তোমার আশীর্ব্বাদে পুত্র তোমার অক্ষত শরীরে ফিরে এসেছে।

রাজ্যপাল। হ্যাঁ মা, আমার এই ছোট ভাইটী আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছে। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আর কুমারের বুদ্ধিমত্তায় তাদের সকলের চোখে ধূলিনিক্ষেপ করে আমরা পালিয়ে এসেছি।

রমাদেবী। কুমার! আজ মায়ের প্রাণে যে আনন্দ দিয়েছ তাতে অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী হ'বে; কিন্তু পুত্র, দুর্ব্বৃত্তেরা তোমার মাকে

অপমান করেছে, অন্যায় যুদ্ধে তোমার পিতাকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেছে।

রাজ্যপাল। চিন্তা কি মা! আমরাই পিতাকে মুক্ত ক'রে আনব। কৈবর্ত্তরাজের কারাগার এত দৃঢ় হয় নি, তার শৃঙ্খল এত কঠিন হয় নি যে, রামপালদেবকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে। কোন চিন্তা করো না মা! আমরা আছি—পূজ্যপাদ রাষ্টকূটপতি রয়েছেন—পিতৃস্থানীয় সামন্তরাজগণ উপস্থিত রয়েছেন; তাঁরা কখনই এ অন্যায় অত্যাচার, এই অমানুষিক উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করবেন না—নিশ্চেষ্ট ব'সে থেকে ক্ষত্রিয়বীর্য্যের অবমাননা করবেন না—ক্ষত্রিয়কুলনারীর মর্য্যাদা এমন ক'রে নষ্ট হ'তে দেবেন না।

সকলে। নিশ্চয়ই না। আমরা এই অপমানের প্রতিশোধ নেব—এই নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার প্রতিবিধান করব!

শিবরাজ। এই ত ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কথা! সামন্তরাজগণ! আজ বঙ্গের দুর্দ্দিন নয়—শুভদিন। আজ তার কৃতিপুত্রগণ তাদের তন্দ্রালস নয়ন থেকে সুষুপ্তির কালিমা মুছে ফেলে দিয়ে, আবার নূতন উদ্যমে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা ভুলে গিয়ে একই মাতার সন্তান জ্ঞানে, এক প্রাণে, এক মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে, কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হচ্ছে—আর চিন্তা নাই। আসুন সামন্তরাজগণ! আজ এই শুভমুহূর্ত্তে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ ক'রে, নত জানু হ'য়ে শপথ করি।—

(সকলে নত জানু হইলেন)

যতদিন দেহে প্রাণ থাকবে—যতদিন ধমনীতে এক বিন্দু রক্ত প্রবাহিত হবে—অপমানিতা, লাঞ্ছিতা, অপহৃতা জননীর উদ্ধারসাধন কল্পে প্রাণপণ করব—দেহপাতেও সেই মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের অন্তরায়

অতিক্রম করব—প্রতিজ্ঞাপালনের দুঃখ, দৈন্য, বাধা, আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নেব। হয় মৃত্যু —না হয় অনন্তজীবন!

সকলে। হয় মৃত্যু —না হয় অনন্ত জীবন।

শিবরাজ। হয় পরাজয়— না হয় যশোমণ্ডিত জয়।

সকলে। হয় পরাজয়—না হয় যশোমণ্ডিত জয়।

শিবরাজ। হয় পতন—না হয় চির উত্থান।

সকলে। হয় পতন—না হয় চির উত্থান।

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

—০—

দরবার।

রাজা ভীম সিংহাসনে উপবিষ্ট—হরি দক্ষিণ পার্শ্বে
ও ভূষণ, রাঘবসর্দ্দার ও অন্যান্য সর্দ্দারগণ
সম্রাটের বামভাগে উপবিষ্ট।

ভীম। সর্দ্দার, তোমার বিরুদ্ধে আজ গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত। তুমি সম্রাটের আদেশ, সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ অমর্য্যাদা করে, রণনীতির অবমাননা করেছ। যুদ্ধনীতির অবমাননাকারীর শাস্তি মৃত্যু। তুমি উচ্চপদস্থ সর্দ্দার, সাম্রাজ্যের একটী স্তম্ভস্বরূপ। তোমাকে এমন ভাবে প্রকাশ্য দরবারে সামান্য অপরাধীর ন্যায় বিচার করতে আমি কুণ্ঠাবোধ করছি; কিন্তু কি কবর, উপায় নাই, এখন আমি ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট। অপরাধীর বিচার করে তার দোষের শাস্তিবিধান করতে আমি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য। তোমার স্বপক্ষে যা বলবার আছে, আমাদের সমক্ষে উপস্থিত কর।

রাঘবসর্দ্দার। আমি সম্রাটের মর্য্যাদা, জাতির মর্য্যাদা—রক্ষা করতে সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করেছি ; তাতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে, আমাকে শাস্তি দিন—আমি মাথা পেতে নেব।

ভীম। রামপালদেবকে মুক্ত করে দিয়ে তুমি রাজার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়েছিলে, এ মন্দ নয়!

রাঘবসর্দ্দার। মিথ্যা কথা! আমি রামপালদেবকে মুক্ত করতে যাই নি, তাঁর স্ত্রীকে মুক্ত করে দিয়েছি। সম্রাট রামপালদেবকে বন্দী করে আনতে আদেশ করেছিলেন, তাঁর পত্নীর সতীত্ব হরণ করতে আদেশ করেন নি—সৈন্যমণ্ডলীর সমক্ষে উলঙ্গ ক'রে বেত্রাঘাত করাতে আদেশ করেন নি।

ভীম। কি ভয়ানক! এ কথা কি সত্য?

রাঘবসর্দ্দার। বন্দীকে আনয়ন করুন। তাঁর প্রমুখাৎ সমস্তই জানতে পারবেন।

ভূষণ। তাকে সর্দ্দার মুক্ত করে দিতে গিয়েছিল, সে যে সর্দ্দারের উক্তির সমর্থন করবে, এতে আশ্চর্য্য কিছু নেই ত! সম্রাট বৃহদ্রথকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহলেই এর সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পারবেন।

ভীম। তোমার উপদেশ নিয়ে কি আজ সম্রাটের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করতে হবে? হরি, বন্দীকে দরবারে উপস্থিত করতে আদেশ দাও—

হরি। (জনৈক সৈনিককে লক্ষ্য করিয়া) বন্দীকে এখানে নিয়ে এস।

[সৈনিকের প্রস্থান।

ভীম। সর্দ্দার যা বলছে, তার এক বর্ণও যদি সত্য হয়, তাহলে কৈবর্ত্ত অভ্যুত্থানের শেষদিন সমাগত! যখন জাতিতে সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে

গিয়ে উদ্বেলিত উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যা আসে—বিবেকের কঠোর তিরস্কার, শোকসন্তপ্তের হাহাকার, উৎপীড়িতের অজস্র স্রবিত নয়নের নীরব ভাষা যখন জাতির দয়াহীন শুষ্ক হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না, মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা স্বরূপিনী, করুণারূপিনী, সমবেদনাময়ী বঙ্গবাসীর একমাত্র শ্লাঘার সামগ্রী নারীর মান, সম্ভ্রম, সতীত্বের উপর যখন জাতির লুব্ধদৃষ্টি পড়ে, তখন বিচারকের অমোঘদন্ড বজ্রনির্ঘোষে সে জাতির মস্তকে পতিত হয়; মুহূর্ত্তে তার গৌরব গরিমা, দীপ্তি, মেঘাবৃত শশধরের ন্যায় ম্লান হয়ে যায়, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সেই ঘৃণ্য-জাতির দুরপণেয় কলঙ্ককাহিনী দীপ্তাক্ষরে গ্রথিত করে অনন্তের পথে বিলীন হয়ে যায়।

[রামপালদেবকে লইয়া সৈনিকের প্রবেশ]

[রামপালদেবকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কৈবর্ত্তপতির সিংহাসন হইতে উত্থান—সঙ্গে সঙ্গে সকলে নিজ নিজ আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন]

ভীম। আসুন রাজা, আসন গ্রহণ করুন।

রামপাল। সম্রাট কি ভুলে যাচ্ছেন যে, আমি বন্দী—অতিথি নই?

ভীম। ভুলি নি রাজা, বন্দীর যোগ্য সম্মান দিয়েছি মাত্র।

রামপাল। তাই যদি হয়, সম্রাটের বিবেচনা-শক্তি যদি এতই প্রখর, তবে আমার বংশমর্য্যাদা নষ্ট করতে, আমার অকলঙ্ক কুলে কালি দিতে, আমার সহধর্ম্মিনীর ধর্ম্ম নষ্ট করতে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন কেন? রণনীতির অবমাননা করে, আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়ে, অসহায় অবস্থায় একাকী পেয়ে আমাকে বন্দী করে এনেছেন কেন? স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীকে উলঙ্গ করিয়ে বেত্রাঘাত করা, তাকে

সৈনিকের অঙ্কশোভিনী করে দিতে যাওয়া—এ ত বোধ হয় সম্রাটের বিবেচনায় বন্দীর যোগ্য সম্মান? এই যে সর্দ্দার। সম্রাট, আপনার এই রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক সৈনিক আমাকে সেই যোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছে—একে শাস্তি দিন।

ভীম। বিশ্বাস করুন রাজা, আমি এই অমানুষিক অত্যাচারের বিন্দু-বিসর্গও জানি না। প্রভু আমি—ভৃত্যের এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য, এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি—আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমার আদেশ ছিল শুধু আপনাকে বন্দী করে রাজধানীতে নিয়ে আসতে—তার এককণাও বেশী নয়।

রামপাল। আমার অপরাধ?

ভীম। আপনি সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে গিয়েছিলেন, নির্ব্বিরোধী প্রজাগণকে উত্তেজিত করে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াতে গিয়েছিলেন—এই অপরাধে।

রামপাল। রাজা কে কৈবর্ত্তপতি, যে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব? তা'হলে যে নিজের বিরুদ্ধে নিজেরই ষড়যন্ত্র করতে হয়। আমি যাচ্ছিলুম রাজ্যাপহারী দস্যুর শাস্তিবিধান করতে—তার কবল থেকে আমার ন্যায্য সম্পত্তির উদ্ধার সাধন করতে—মর্ম্মপীড়িতা, অপহৃতা জননীকে তস্করের হাত থেকে মুক্ত করে আনতে। রাজদ্রোহী আমি, না তুমি? রাজার সম্পত্তি হরণ করে নিয়ে নিজস্ব বলে জগতে প্রচার করছ—একটা নিষ্ঠুর নির্ম্মমতায় তার নির্ব্বিরোধী সন্তানগণকে উৎপীড়িত করে তুলেছ—তাকেই শাস্তি দিতে চলেছ, যার ভূমিষ্ঠ হ'বার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গমাতার অভয়বাহু তাঁর শান্তিময় অঙ্কে আশ্রয়-প্রদান করেছে—শৈশবের মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যাঁর পূতমৃত্তিকা এই দেহের পুষ্টি সাধন করেছে—যাঁর অমলোজ্জ্বল কিরণপাতে

হৃদয়ের অন্ধকার অন্তস্থলে একটা তরুণ-অরুণ-রাগ ফুটিয়ে তুলেছে ; তাঁরই সন্তানকে শাসন করতে যাচ্ছ—যাঁর অজস্রবর্ষিত পীযূষধারা বংশবংশানুক্রমে তাঁর ভক্ত সন্তানগণ অঞ্জলি ভ'রে গ্রহণ করেছে— যাঁর পবিত্র মৃত্তিকায় জন্ম মৃত্যু বাঙ্গালী জীবনের কাম্য, লক্ষ্য, একমাত্র সাধনার বস্তু—যাঁর সন্তান ব'লে পরিগণিত হ'তে, যাঁর পুত্র ব'লে আত্মপরিচয় দিতে প্রতি বঙ্গবাসীর বক্ষ আনন্দে উল্লাসে গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে উঠে ; তাঁকেই বন্দী করে এনেছ—প্রতি প্রভাতে শত শত বন্দীর জয়গীতিতে যাঁর নিদ্রালস নয়ন থেকে সুষুপ্তির ঘোর কেটে যেত - সমস্ত বঙ্গবাসীর শুভাশুভ জীবন মৃত্যু একদিন যাঁর অঙ্গুলিহেলানে পরিচালিত হ'ত—যাঁর ভ্রূভঙ্গে রাজা মহারাজগণ সভয়ে মস্তক অবনত করে পূজার অর্ঘ্য এগিয়ে দিত ! রাজদ্রোহী কে ? রাজদ্রোহী সেই—যে রাজার সম্পত্তি লুণ্ঠন করে এনেছে —তার শাস্তিদাতা নয় !

ভীম । বিজয়ীর অধিকারে আজ আমি বঙ্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট । ন্যায়যুদ্ধে, সম্মুখ-সমরে আপনার অগ্রজকে পরাজিত করে, পূজ্যপাদ পিতৃব্য পরলোকগত মহারাজ দিব্বোক এই বিশাল গৌড়ভূমি অধিকার করেছেন ; ছলে বা কৌশলে অন্যায় করে আপনার ন্যায্য সম্পত্তি হরণ করেন নি । দেশবিজয়ে রাজার ধর্ম্ম, এ ত আপনাদেরই কথা—এ দৃষ্টান্ত ত আপনাদের ইতিহাসে বিরল নয় ? আর রাজা ! প্রকৃত অপরাধী কে ? নিজেদের অবহেলায়, নিজেদের অবজ্ঞায়, তুচ্ছ অভিমানের বশবর্ত্তী হয়ে, পঙ্গুর মত নিশ্চেষ্ট বসে থেকে মাতৃভূমিকে অপরের হাতে তুলে দিয়েছেন, এখন আমাকে অপরাধী করলে চলবে কেন ?

রামপাল । মানুষ দেবতা নয়, তার ভুল হওয়া স্বাভাবিক । সেই ভুলের

সংশোধন করা, সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করাই হচ্ছে প্রকৃত মানুষের কাজ। কিন্তু মাতার কুসন্তান আমি, ভুল বুঝতে পেরেও তার প্রতিকার করবার সুযোগ পেলুম না।

ভীম। দুঃখ কেন রাজা! কৈবর্ত্তপতি নীচ বা কাপুরুষ নয়! তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিকে তার কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার—তার ভুলের প্রতিকার করবার সুযোগ দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আমি আপনাকে এক মাসের সময় দিচ্ছি। সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতিকে সমবেত ক'রে, মাতৃভূমির উদ্ধার সাধনের চেষ্টা করুন। ক্ষত্রিয় বা কৈবর্ত্ত কে এই বঙ্গ-সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত, একেবারে চিরদিনের জন্য মীমাংসা হয়ে যাক্। যান, মুক্ত আপনি। হরি রাজাকে তাঁর অভিপ্সিত স্থানে নিয়ে যাবার জন্য লোক নিযুক্ত করে দাও।

রামপাল। সম্রাটের মহানুভবতা প্রশংসনীয়। কিন্তু আপনার এ দান গ্রহণ করতে আমি অক্ষম। ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব ভুলে গিয়ে, নিজের বংশমর্য্যাদা তুচ্ছ করে, অনার্য্যের ভিক্ষায় নিজের স্বাধীনতা অর্জ্জন ক'রে আমি মাকে স্বাধীন করতে চাই না।

ভীম। এরূপ মর্য্যাদা রক্ষার সার্থকতা কি, আমি ঠিক উপলব্ধি করতে পারলুম না।

রামপাল। এর স্বার্থকতা যে কি তা অতিশীঘ্রই বুঝতে পারবেন। আমার এই বীরপ্রসবিনী মাতৃভূমির অগণিত সন্তানের মধ্যে আমার ন্যায় শত শত রামপালদেব বর্ত্তমান আছেন। ক্ষত্রিয়ের এই অপমান, এই নিগ্রহ, মহিমান্বিত পালবংশের কুলবধূর ওপর এই অমানুষিক অত্যাচার, অনার্য্যের হাতে আর্য্যের এই মর্ম্মান্তিক লাঞ্ছনা, সমগ্র ক্ষত্রিয় সমাজকে ক্ষিপ্ত করে তুলবে। এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে, এই অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে তারা উন্মত্তের মত ছুটে

আসবে। এক রামপালের পরিবর্ত্তে সহস্র রামপাল আবির্ভূত হয়ে তোমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সিংহাসন, কঠোর কুলীশ সম্পাতে চূর্ণ বিচূর্ণ-ধ্বংস করে দেবে—বঙ্গের সৌভাগ্যসূর্য্য আবার তার দীপ্ত কিরণ জালে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করে ক্ষত্রিয়-মহিমা কীর্ত্তণ করবে।

ভীম। তবে তাই হোক্। কৈবর্ত্তের দান ক্ষত্রিয়ের চক্ষে যদি এতই হেয়, তার মহানুভবতা—আত্মত্যাগ যদি এতই মূল্যহীন তবে সামান্য বন্দীর ব্যবহারই আমার কাছে পাবেন। আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, এই ক্ষত্রিয়জাতিকে জগতে হেয়, ঘৃণ্য করে ছেড়ে দেব—এমন ভাবে দলিত করব যেন যুগযুগান্তরেও সে পরাজয়, সে অপমানের চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে। সেনাপতি, রামপালদেবকে ডমরে বন্দী করে রাখবার ব্যবস্থা করে দাও। সামান্য বন্দীর মত একে রাখবে—ব্যবহারে যেন কোন বিশেষত্ব না থাকে। যাও, বন্দীকে দরবার থেকে নিয়ে যাও।

রামপাল। কি ভয় দেখাচ্ছ সম্রাট! এ ত অতি সামান্য উৎপীড়ন। আরও অপমান কর, আরও লাঞ্ছনা দাও—এমন শাস্তি দাও যাতে বঙ্গবাসীর চক্ষু আরও শীঘ্র খুলে যায়, তাদের তন্দ্রালস নয়ন থেকে নিদ্রার ঘোর কেটে যায়—যাতে আবার তারা মানুষ হয়ে উঠে।

[দেবদাসের প্রবেশ]

দেবদাস। হুঁ! উৎপীড়ন করলেই যেন ওঁরা মানুষ হবেন! সাধ দেখে আর বাঁচি নে। আরে গাধা পিটে কি কখন মানুষ হয়? ভারবাহী বলদ তোরা—ভার বইতেই জন্মেছিস! শিং নাড়বার সখ কেন বাপু, নাকের দড়িটে যে তার হাতে সেটা ভুললে ত

চলবে না। যেমনি শিং নাড়বি, অমনি নাক ফেটে রক্ত বেরুবে, না হয় একবেলার খোরাক বন্ধ হয়ে যাবে।

ভীম। আপনি কে—কি অভিপ্রায়ে এখানে এসেছেন?

দেবদাস। আমি সামান্য ব্রাহ্মণ! মহারাজ ওর নাকের দড়িটে কেটে দিতে যাচ্ছিলেন দেখে আমি অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলুম। কি জানি, যদি অভ্যাস ভুলে গিয়ে সত্যি সত্যি গুঁতিয়ে ব'সে। তা হ'বার কি আর যোটী আছে? ঐ নাকের দড়িটে না হ'লে যে ভাত হজম হবে না—চোখে ঘুম আসবে না। ওটা অভ্যেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে কি না? আপনি ছাড়তে চাইলেও, ও ছিঁড়তে দেবে কেন? সম্রাট অত্যন্ত লঘু শাস্তি দিয়েছেন। ওর বুকে পাথর চাপিয়ে অন্ধকার কারাগৃহে নিক্ষেপ করা উচিত ছিল।

ভূষণ। ব্রাহ্মণ! এ রাজসভা—বাচালতার স্থান নয়। ভাঁড়ামি ক'রে সম্রাটের মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। ভিক্ষার প্রয়োজন হয়, অন্য সময়ে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

দেবদাস। কি বাবা, ফণা যে তুলেই আছ। সিংহী মশায় আছেন সুখে, আর ল্যাজ্ মশায় উঠ্ছেন রুখে। এই ত চাই! নইলে এমন মধুর সম্পর্ক লোকে বুঝবে কি করে?

ভূষণ। কে আছ? এই দুষ্টভাষী ব্রাহ্মণকে রাজসভা থেকে বহিষ্কৃত করে দাও।

দেবদাস। আবার লোক কেন? লাঙ্গুল মশায় নিজেই আসুন না! অঙ্গদরায়বারের পুনরভিনয় হয়ে যাক্। ত্রেতাযুগের সে লুপ্তচিহ্ন কলিতে সগর্ব্বে ব্রাহ্মণ-কণ্ঠে বিরাজ করুক!

ভূষণ। কি বলব ব্রাহ্মণ অবধ্য, নইলে—

দেবদাস। হত্যা করতে এই ত? তা সেটা আর বাকী থাকে কেন?

সব কটাই ত হয়েছে, এটা হয় নি ব'লে আপশোষ কেন চাঁদ! হয়ে যাক্।

ভূষণ। সৈন্যগণ, পাপিষ্ঠকে বন্দী কর।

[সৈন্যগণ ধরিতে অগ্রসর হইল]

দেবদাস। সাবধান সয়তানের দল! আর এক পদও অগ্রসর হয়ো না। সম্রাট! ধর্ম্মাসনে বসে তুমি অম্লানবদনে ব্রাহ্মণের এই অপমান নীরবে সহ্য করছ? এই নিয়ে তুমি রাজ্য রক্ষা করতে চাও? শোন রাজা! বাহুবলই শুধু বল নয়! বাহুবলে তুমি দেহজয় করতে পার কিন্তু হৃদয় জয় করতে পারবে না! দড়ি শক্ত বলেই কি যতই টান, সে অটুট ও অক্ষয় হয়ে থাকবে?

গীত

শক্ত বাঁধন হলেই কিবে সব সময়ে সইবে টান?
অত্যাচারে লাঞ্ছনায়,
গভীর মর্ম্মবেদনায়
(যখন) ক্ষিপ্ত হ'য়ে দৃপ্ত তেজে, উঠবে গেয়ে মরণ-গান।
নাকের দড়ি ছিঁড়ে যাবে,
রক্ত-বন্যা বয়ে যাবে,
গর্জ্জে উঠে মহাপ্রলয় করবে বিশ্ব খান্ খান্!
রক্ত জিহ্বা লক্‌লকিয়ে করবে শ্যামা রক্তপান।

[প্রস্থান।

ভীম। ফের, ব্রাহ্মণ ফের। ভূষণ, তোমার প্রগল্‌ভতা দেখে আমি এতক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে ছিলাম। এতদূর স্পর্দ্ধা হয়েছে তোমার যে আমার অনুমতির অপেক্ষা না করে, আমারই সমক্ষে নিজহস্তে শাসনের ভার গ্রহণ করতে সাহসী হও! এই শেষবার আমি

তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। ভবিষ্যতে কখন যদি অপরাধী ভাবে আমার সমক্ষে নীত হও, তোমাকে এমন নির্ম্মম শাস্তি দেব, যা এই বিশাল কৈবর্ত্ত-সাম্রাজ্যে উদাহরণ স্বরূপ হয়ে থাকবে। সর্দ্দার! তুমি আমার যথার্থ হিতৈষী। এই নারী-অবমাননাকারী দস্যুর কবল থেকে রামপালদেব মহিষীকে রক্ষা করে, তুমি সম্রাটের মর্য্যাদা রক্ষা করেছ। (সৈন্যগণের প্রতি) যাও—বন্দীকে নিয়ে যাও। সর্দ্দারগণ, আজকার মত সভা ভঙ্গ হ'ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*○*—

কক্ষ

শিবরাজ, রাজ্যপাল ও রুক্মাদেবী।

শিবরাজ। রামপালদেবের সংবাদ আনবার জন্য সতর্ক গুপ্তচর সন্নিবেশ করা হয়েছে। তাদের এখনও না ফেরবার কারণ ত কিছুই বুঝতে পারছি না। এরূপ নিশ্চেষ্ট ভাবে ব'সে থাকাও ত আর যুক্তিযুক্ত নয়।

রাজ্যপাল। নিশ্চয়! পিতার সংবাদ আজ পাওয়া যায়, উত্তম—না হয় কালই আমি ছদ্মবেশে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হ'ব।

শিবরাজ। এতগুলি গুপ্তচর নিযুক্ত করা হয়েছে, তারা সকলেই কি আর অকৃতকার্য্য হবে? আমার মনে হয় এখনও তাঁর সম্বন্ধে

তারা কোন ব্যবস্থাই করে নি, তাই তাদের ফিরতে এত দেরী হচ্ছে। আচ্ছা, আজকের দিন অপেক্ষা করা যাক্, তারপর কাল যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। হাঁা, তারপর, সামন্তরাজগণ সকলেই উপস্থিত হয়েছেন ?

রাজ্যপাল। দু'একজন ব্যতীত সকলেই সসৈন্যে উপস্থিত হয়েছেন। যাঁরা এখনও উপস্থিত হন নাই, তাঁরাও শীঘ্রই যোগদান করবেন ব'লে সংবাদ প্রেরণ করেছেন। সমবেত রাজন্যবর্গের সম্মিলিত সৈন্য-সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার হ'বে।

রুক্মা। কৈবর্ত্ত সৈন্য সংখ্যায় কত ?

রাজ্যপাল। প্রায় এক লক্ষ।

রুক্মা। এই বিশাল বাহিনীর বেগরোধ করতে আমরা সক্ষম হব কি ?

রাজ্যপাল। কৈবর্ত্তপতি যদি রাজ্যের সমস্ত বল একযোগে নিয়োজিত করেন, তবেই আশঙ্কার কারণ হবে ; নতুবা সমান বা কিঞ্চিদূর্দ্ধ সংখ্যা নিয়ে আক্রমণ করলে আমাদের জয় অনিবার্য্য। আর তাই বা কেন ? সমস্ত ক্ষত্রিয়জাতি আজ এই তীব্রতিক্ত অপমানের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর, ক্ষত্রিয়ের এই মর্ম্মান্তিক নির্য্যাতনে সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায়, মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে আত্মবলিদানে সকলেই কৃতসঙ্কল্প। সংখ্যায় দ্বিগুণ হ'লেও তাদের সাধ্য নাই যে এই প্রতিহিংসাদৃপ্ত বাহিনীর বেগরোধ করতে সক্ষম হয়।

[জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য। রাজধানীথেকে গুপ্তচর সংবাদ এনেছে, মহারাজের সাক্ষাৎ-প্রার্থী।

শিবরাজ। শীঘ্র তাকে নিয়ে এস।

রাজ্যপাল। এতক্ষণে বোধ হয় এ অসহনীয় উৎকণ্ঠার হাত হ'তে পরিত্রাণ পাব। কিন্তু পিতাকে যদি তারা—না, না, অসম্ভব! আসতে এত দেরী কচ্ছে কেন? না, এ উৎকণ্ঠা আমি আর এক মুহূর্ত্তও সহ্য করতে-পারছি না।

রুক্মা। স্থির হ'ন কুমার, দূত নিশ্চয়ই সুসংবাদ বহন করে আনবে।

[গুপ্তচরের প্রবেশ ও অভিবাদন]

রাজ্যপাল। (ব্যস্তভাবে) কি সংবাদ?

গুপ্তচর। সংবাদ শুভ! আগামী পরশ্ব পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে মহারাজ রামপালদেব রাজধানী উপকণ্ঠে ডমরে প্রেরিত হবেন। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেইখানেই তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখা স্থির হয়েছে। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে যাত্রা করলে পথিমধ্যেই তাঁকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন।

শিবরাজ। কৈবর্ত্তপতি তাঁর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?

গুপ্তচর। রাজার যোগ্য সম্মানে তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিলেন—এমন কি, মাতৃভূমির উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হ'তে তাঁকে মুক্তিপ্রদান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অনার্য্য কৈবর্ত্তের দান ব'লে রামপালদেব ঘৃণায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

শিবরাজ। ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কার্য্যই করেছেন। আজ যদি তিনি কৈবর্ত্তপতির দান গ্রহণ করে এখানে ফিরে আসতেন, তাহ'লে সামন্তরাজগণ তার সেই অক্ষত্রোচিত কার্য্যের জন্য কাপুরুষ ভেবে আমাদের পক্ষ পরিত্যাগ করে চলে যেত—মাতৃভূমির উদ্ধারের আশা তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই চিরদিনের মত বিলুপ্ত হয়ে যেত। আচ্ছা, তুমি এমন কোন স্থানের বিষয় অবগত আছে যার আশ্রয়ের

আবরণে অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে ঐ বাহিনী বিধ্বস্ত করা যায় ?

গুপ্তচর। রাজধানী থেকে কিছু দূরেই এক নিবিড় জঙ্গল। ডমরে যেতে হলে সেই অরণ্যানী অতিক্রম করে যেতে হয়। কোনরূপে ছদ্মবেশে ঐ জঙ্গলে উপনীত হ'তে পারলে অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে অল্পায়াসে ঐ বাহিনী বিধ্বস্ত করা যেতে পারে।

শিবরাজ। উত্তম প্রস্তাব। রাজ্যপাল, তুমি তিন শত সৈন্য নিয়ে ছদ্মবেশে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হও। আর পলমাত্র বিলম্ব না ক'রে যাত্রার আয়োজন কর। তোমার এই কার্য্যের সফলতার উপর ক্ষত্রিয়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আজ যদি তুমি রামপালদেবকে মুক্ত করতে পার, আর ক্ষত্রিয়বাহিনী তার অধিনায়কত্ব লাভে সক্ষম হয় তাহ'লে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

রাজ্যপাল। আপনার আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই তাঁকে মুক্ত করতে সক্ষম হ'ব।

শিবরাজ। তবে যাও বৎস! এই মহাকার্য্যসাধনে ধীরপদে অগ্রসর হও। কৈবর্ত্তের কবল থেকে পিতাকে উদ্ধার করে অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন কর। পালবংশের দুলাল তুমি—বংশের নাম উজ্জ্বল কর।

[শিবরাজকে প্রণাম করিয়া রাজ্যপালের প্রস্থান।

রুক্মা। বাবা, উনি মাত্র তিনশত সৈন্য নিয়ে প্রায় দ্বিগুণ সৈন্যকে পরাজিত করতে সক্ষম হবেন কি ? বেশী সৈন্য সঙ্গে দিলেও ত পারতে!

শিবরাজ। পারবে রে পাগলি—পারবে। অতর্কিতে আক্রান্ত হ'লে তারা মুহূর্ত্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, আর বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত সৈন্যগণ সহসাক্রান্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় কৈবর্ত্তগণকে পিপীলিকার ন্যায় হত্যা

করবে। তারপর বেশী সৈন্য সঙ্গে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা বেশী। যদি ঘুণাক্ষরেও এ অভিযানের কথা প্রকাশ পায়, সেই মুহূর্ত্তেই রামপালদেবের উদ্ধারের আশা চিরদিনের মত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জয়ের আশাও সুদুরপরাহত হয়ে পড়বে।

[রুক্মার অশ্রুমুখী হইয়া নীরবে অবস্থিতি]

আচ্ছা রুক্মা, রাজ্যপালের বিপদাশঙ্কায় তুই এত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিস কেন, বল ত ?

রুক্মা। বাবার যেমন কথা ! আমায় আবার উৎকণ্ঠিত দেখলে কখন ?

শিবরাজ। তবে তোর চোখ ছল ছল করছে কেন ?

রুক্মা। তুমি কি যে বল বাবা, অমন মিছে কথা বললে আমি সত্যি কেঁদে ফেলব তা ব'লে দিচ্ছি !

শিবরাজ। চোখের জল রাখতে পারছিস নে, তাই একটা ছুতো ধ'রে কাঁদতে হবে এই ত ? আরে পাগলি ! কার চোখে ধূলো দিতে চাস বল দেখি ? তুই যখন হাঁ করতে শিখিস নি, তখন থেকে আমিই তোকে এতবড় করে তুলেছি, তোর চোখের ভাব দেখে, তোর অভাব বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ তা পূরণ করে দিয়েছি। আর আজ তুই বড় হয়েছিস বলেই কি তোর বুড়ো বাপকে ফাঁকি দিতে পারবি ? তোর সমস্ত হৃদয়টা যে দর্পণের মত আমার সামনে খোলা রয়েছে।

[রুক্মা শিবরাজের বক্ষে মুখ লুকাইল]

কাঁদিস নি। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, কুমার পিতাকে উদ্ধার করে নির্ব্বিঘ্নে এখানে ফিরে আসবে। আমার আশিস দুর্ভেদ্য কবচের মত তাকে ঘিরে রাখবে—তার কোন বিপদ হবে না। আর দেখ মা,

আমিও বুড়ো হয়েছি, আমারও একটী বাপের দরকার হয়ে পড়েছে। কবে আমার এ মা'টীকে আমার নূতন বাপের হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে পারব, সেই আশাতেই ব'সে আছি। ওঠ।—অনেক বেলা হয়ে গেছে। যে ক'টা দিন আছিস তোর এই বুড়ো ছেলেটীকে নাইয়ে খাইয়ে সজীব করে রাখবি চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

—•—

উদ্যানমধ্যস্থ কুঞ্জ।

তারা আসীনা

এসরাজ বাদন

ও

গীত

আজি কেন হায়, নাহি প্রাণ চায়
তারে ছেড়ে দিতে ?
সে যে মরমে জড়ায়ে রয়েছে আমার
ছড়ায়ে সুষমা চারিভিতে।
আমার বলিতে যাহা ছিল মোর,
চুপি চুপি আসি সে হৃদয়চোর,
মরমের কোণে পশিয়া গোপনে
হরিয়া নিয়াছে আঁখি পালটিতে।

তাই হা'রাবার ভয়ে ব্যাকুল পরাণ
কেঁদে উঠে গেয়ে নিরাশার গান—
আঁখির আড়ালে করিতে তাহারে
নিমেষে হারাই চকিতে।

তারা। যখন অবিচ্ছিন্ন মিলনের মাধুরীময়ী মোহন স্পর্শে সমস্ত হৃদয় একটা পরিপূর্ণ সুখের আবেশে ঢলে' পড়েছে—হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিনিচয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যখন একটা তৃপ্তির অবসাদে ভ'রে উঠেছে—জাগ্রত আবেগরাশি ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় গুমরে গুমরে যখন একটা সান্ত্বনাময়ী সুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছে; তখন সেই আবেগময়ী সুপ্তির মাঝখানে জাগরণের তীব্র আলোক এসে সুখ-স্বপ্ন-জড়িত তন্দ্রালস নয়ন থেকে স্বপ্নের ঘোর মুছে দিয়ে কঠিন বাস্তবের অনুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ করে' দিয়ে চলে গেল। নিরবচ্ছিন্ন মিলন বুঝি ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়, তাই প্রণয়ের পরিপূর্ণতার মাঝখানে আমার চিরবাঞ্ছিত দেবতাকে আমার ব্যগ্র আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে কর্ত্তব্যের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। কর্ম্মের সঙ্গিনী আমি, তাঁর কর্ম্মের পথে বাধা হ'ব না। ঈশ্বর! অবলার একটী মাত্র সম্বলকে তোমারই হাতে সঁপে দিলুম প্রভো! তাকে বিপদের মুখ থেকে রক্ষা করো—জয়যুক্ত করে ফিরিয়ে এনো।

[ভূষণের প্রবেশ]

ভূষণ। কাকে জয়যুক্ত করে ফিরিয়ে আনবেন, রাজকুমারি?

তারা। কি প্রয়োজনে এসেছেন জানতে পারি কি?

ভূষণ। প্রয়োজন না থাকলে কি আসতে নেই রাজকুমারি! বাগানে বেড়াচ্ছিলম, দেখলুম আপনি রয়েছেন তাই এসেছি। এতে যে আপনি অসন্তুষ্ট হ'তে পারেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

তারা। আপনার স্মরণ রাখা উচিত যে আমি রাজকুমারী। তাঁর বিনানুমতিতে তাঁর কুঞ্জে প্রবেশ করে, আপনি তাঁর মর্য্যাদার হানি করেছেন। তাকে অপমানিতা করেছেন।

ভূষণ। অপরাধ করে থাকি আমাকে ক্ষমা করুন।

তারা। বেশ, এখন আমি একাকিনী থাকতে চাই, আপনি অন্যত্র যেতে পারেন।

ভূষণ। রাজকুমারি!

তারা। আমি আপনার কোন কথা শুনতে চাই না। আপনি এ স্থান ত্যাগ করুন।

ভূষণ। তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলুম তারা! শুনবে না?

তারা। আমি আবার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আমি রাজকুমারী। অমর্য্যাদাসূচক কথা ব'লে তাকে অপমান করবার আপনার কোন অধিকার নেই। আপনি এই মুহূর্ত্তে এ স্থান ত্যাগ করুন।

ভূষণ। রাজকুমারীও বোধ হয় বিস্মৃত হচ্ছেন যে আমি রাজ্ঞীর ভ্রাতা, সম্রাটের শ্যালক। আপনার নির্দেশমত এ স্থান ত্যাগ করতে সে বাধ্য নয়।

তারা। হতে পারেন আপনি রাজ্ঞীর ভ্রাতা, হতে পারেন আপনি সম্রাটের শ্যালক, কিন্তু মনে রাখবেন আমিও পরলোকগত সম্রাট দিবোকের কন্যা। আপনার এ অপমান আমি নীরবে সহ্য করব না।

ভূষণ। সে জন্য আমি চিন্তিত নই। কিন্তু আমি যা বলতে এসেছি তা তোমাকে শুনতেই হবে। শোন তারা, তোমার এই অপ্সরা-লাঞ্ছিত রূপরাশি আমাকে উন্মাদ করেছে, এ দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিস্রোত

বন্যামুখে নিক্ষিপ্ত বালির বাঁধের ন্যায় আমার রোধ করবার সঙ্কল্পকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে চলে গেছে। প্রবৃত্তির সে উদ্দাম বেগ আর আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমার পায়ে ধরে মিনতি জানাচ্ছি তারা, আমাকে দয়া কর। আমি নীচ প্রস্তাব করছি না। আমাকে স্বামীত্বে বরণ করে, আমার জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করে দাও।

তারা। ভূষণ, আগে জানতুম তুমি পাপিষ্ঠ—এখন বুঝতে পারছি তুমি অত্যন্ত নীচ, ঘৃণ্য, পশুরও অধম। যে নরাধম কুমারীকে একাকিনী পেয়ে তাকে অপমানসূচক কথা ব'লে তার নারী-মর্য্যাদায় আঘাত করতে সাহস পায়, অপরের বাগ্‌দত্তা পত্নীকে তস্করের মত প্রণয় জ্ঞাপন করতে আসে, ভালবাসার কথা ব'লে তাকে নরকের পথে টেনে নিয়ে যেতে চায়, তার সঙ্গে মুখের আলাপ করতেও আমি ঘৃণা বোধ করি। এই শেষবার তোমাকে বলছি, তুমি যদি আর এক মুহূর্ত্ত এখানে অপেক্ষা কর, উদ্যানরক্ষক ডেকে তোমাকে অপমানিত করে বহিষ্কৃত করে দেব।

ভূষণ। বেশ আমি চল্লুম, কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে যাচ্ছি। শোন গর্ব্বিতা রমণি! আমায় প্রত্যাখ্যান করবার পরিণাম যে কত ভীষণ, তা শীঘ্রই জানতে পারবে। ছলে, বলে, কৌশলে, যেমন করে হ'ক তোমাকে আমার অঙ্কশায়িনী করব। আজ তুমি বিবাহের প্রস্তাব ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করছ, এমন একদিন আসবে যখন আমারই পদতলে পড়ে তুমি ঐ ভিক্ষা করবে, আর আমি কি করব জান? কিছুদিনের জন্য তোমাকে গণিকার মত উপভোগ করে হেয়, ঘৃণা করে জগতের সামনে ছে'ড়ে দেব। আজ যে চোখ থেকে ক্রোধ ও ঘৃণার ভাব ফুটে বেরুচ্ছে, ঐ রোষদীপ্ত নয়ন থেকে শ্রাবণের ধারা বয়ে

যাবে—অপমানের নিরাশার মর্ম্মন্তুদ মম্মবেদনার করুণ বিলাপে তোমার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন হ'য়ে যাবে আর আমি, তা প্রাণভরে উপভোগ করব!

তারা। শয়তান, তোমার পৈশাচিক উক্তির এই যোগ্য পুরস্কার!

[হস্তস্থিত এসরাজের ছড়ি নিক্ষেপ করিলেন]

ভূষণ। তবে রে পিশাচী!

[তারাকে ধরিতে অগ্রসর হইল]

তারা। (ছুরি বাহির করিয়া) সাবধান, আর এক পদও অগ্রসর হ'লে আমি তোমাকে হত্যা করব।

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। দাদা! (ভূষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল) একি পশুর মত প্রবৃত্তি তোমার দাদা! তোমার এই পৈশাচিক আচরণ দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি—লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্ষোভে আমার মাটীতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে একি নীচ ব্যবহার! বংশের মর্য্যাদা নষ্ট করে', পিতৃপুরুষের অকলঙ্ক কুলে কালিমা লেপন করে খুব পৌরুষত্বের পরিচয় দিচ্ছ! আজ তোমার ভগ্নী ব'লে পরিচয় প্রদান করতেও আমার চিরোন্নত মস্তক একটা দারুণ সঙ্কোচে নমিত হয়ে আসছে, ঘৃণায় আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছে। ছি, ছি, ছি, ছি, ছি,—একবারে অধঃপতনের শেষ সীমায় নেবে গেছ—পশুরও হেয় হয়ে পড়েছ? কি বলব তুমি আমার জ্যেষ্ঠ, নইলে বেত্রাঘাত করে' তোমায় শিষ্টাচার শিক্ষা দিতুম। যাও, নতজানু হয়ে কুমারীর ক্ষমা ভিক্ষা কর।

ভূষণ। রাজকুমারীকে আমি অমর্য্যাদাসূচক কোন কথা বলি নি—বিবাহের প্রস্তাব করেছিলুম মাত্র।

লক্ষ্মী। বিনানুমতিতে অপরের কুঞ্জে প্রবেশ করে' অন্যের বাগ্‌দত্তা পত্নীকে প্রণয় জ্ঞাপন করা, বিবাহের প্রস্তাব করা, যে তাঁর নারী-মর্য্যাদায় আঘাত করা, তাঁকে অপমানিতা করা—এটুকু বোঝবার বয়স তোমার হয়েছে দাদা। বৃথা তর্ক করো না, যাও কুমারীর ক্ষমা ভিক্ষা কর।

ভূষণ। রাজকুমারি! না বুঝে অপরাধ করেছি—আমাকে ক্ষমা করুন।

লক্ষ্মী। তারা, আমার মুখচেয়ে ওকে ক্ষমা কর বোন্! ভগ্নী আমি, অপরাধী ভ্রাতার পৈশাচিক আচরণের জন্য করজোড়ে ক্ষমা চাচ্ছি—ওকে মার্জ্জনা কর্। (তারা ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া)। "না" বলিস নে। ওর সর্ব্বনাশ হবে সঙ্গে সঙ্গে আমারও সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। যদি ঘুণাক্ষরেও এ কাহিনী সম্রাটের কর্ণগোচর হয়, ওর নির্ব্বাসন ত হবেই—অমন উচ্ছৃঙ্খল ভ্রাতার ভগ্নী বলে' আমার মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করবেন না। লজ্জায়, মর্ম্মবেদনায় হয় ত আমাকে আত্মহত্যা করে, এ তীব্র অপমানের হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে হ'বে।

তারা। বৌদি, তোমার মুখ চেয়ে এই অনাচারী লম্পটকে আজ ক্ষমা করলুম। নতুবা বাগ্‌দত্তা কুমারীকে অপমান করবার পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর, ওকে মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করতে হত। যান্—আপনি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থান ত্যাগ করুন। আশা করি, আজকার ঘটনায় আপনার চৈতন্য হবে।

[ভূষণের প্রস্থান।

এমন মহিমময়ী ভগ্নীর ভ্রাতা যে এত নীচ হ'তে পারে, এ আমার কল্পনার বাহিরে।

লক্ষ্মী। ঠাকুরঝি! আর আমায় লজ্জা দিস নে বোন্! ওর এই ব্যবহারে আজ আমি মরমে মরে যাচ্ছি। এই যে সেনাপতি মশায় আসছেন! আমি চল্লুম। দেখিস বোন, ওর কাছে এ কথা প্রকাশ করিস নি—তা হ'লে ভীষণ অনর্থ ঘটবে।

তারা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক বৌদি! আমার মুখ দিয়ে এ কথা প্রকাশ হ'বে না।

লক্ষ্মী। আশীর্ব্বাদ করি বোন্, চিরসুখী হও।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান ও হরির প্রবেশ]

হরি। আমার সদাহাস্যময়ী আনন্দপ্রতিমা এত ম্লান হয়ে গেছে কেন? কে সে নির্ম্মম পাষাণ যে আমার প্রিয়তমার মুখ থেকে হাসিটুকু চুরি করে নিয়েছে?

তারা। যার জন্য দিবসব্যাপী উৎসব, যার জন্য অফুরন্ত হাসি, তারই বিচ্ছেদাশঙ্কায় মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেছে প্রিয়তম! তোমার যশ আছে, শৌর্য্য আছে, কার্য্য আছে, তাদেরই উদ্দীপনায় বিদেশে তোমাকে সঞ্জীবিত করে রাখবে। আমার কি আছে প্রভু? তোমার চিন্তাই যে দীনার একমাত্র সম্বল! আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যে তোমাতেই হারিয়ে বসে আছি। আমার যশ তুমি, শৌর্য্য তুমি, কার্য্য তুমি! তোমা ছাড়া যে আমার আর কিছুই নেই প্রিয়তম!

হরি। চিন্তা কি প্রিয়তমে, তোমার এই স্বর্গীয় ভালবাসা দুশ্ছেদ্য বর্ম্মের মত সমস্ত বিপদ থেকে আমাকে আবরণ করে রাখবে, শত্রু ধ্বংস করতে আমার বাহুতে মত্তমাতঙ্গের শক্তি প্রদান করবে, আমাকে জয়যুক্ত করে ফিরিয়ে আনবে।

তারা। ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়। আমার নয়নের আলো গৌরব-দীপ্ত হ'য়ে যেন আবার আমার কাছে ফিরে আসে। কত যুগ যুগান্তরের তপস্যায় এমন অমূল্য রত্ন পেয়েছি, তাই চোখের আড়াল করতেও একটা অজানা আশঙ্কায় হৃদয় কেঁপে উঠে—ক্ষণিক বিচ্ছেদাশঙ্কায় পৃথিবীর আলো ম্লান হয়ে আসে—নিরাশার ঘনায়মান অন্ধকারে সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করে ফেলে। কিন্তু কি বলছি বল ত? দু'দিন বাদে চলে যাবে, কোথায় আনন্দ দিয়ে তোমাকে প্রফুল্ল করে' রাখব, না, নিজের ব্যথায় আকুল হয়ে পড়েছি।

হরি। এর চাইতে আর কি বেশী আনন্দ দেবে তারা? আজ যে অনাবিল আনন্দের ধারায় হৃদয় আপ্লুত করে দিয়েছ, তার কাছে সামান্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপাদান নৃত্য, গীত, পরিহাস কত অসার—কত তুচ্ছ—কত অকিঞ্চিৎকর। সমস্ত হৃদয় একটা পরিপূর্ণতার অনুভূতিতে ভরে' গেছে, ওই ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর মাঝখানে এক অসীম, অনন্ত ভালবাসার প্রস্রবণ লুকিয়ে ছিল, আজ তার উত্তালপ্লাবনে আমাকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করে ফেলেছে, আমাকে অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করে দিয়েছে। আজ যা পেয়েছি, তার পরিবর্ত্তে স্বর্গসুখ আমি হেলায় পরিত্যাগ করতে পারি।

তারা। ওসব কথা আমি শুনতে চাই নে। আমার একটা ভিক্ষা আছে, আমায় দেবে কি না বল?

হরি। তোমাকে অদেয় আমার কিছু আছে নাকি?

তারা। দাদা সে দিন বলছিলেন আমাদের কর্ম্মের সঙ্গিনী করে তুলতে হবে। আজ কর্ম্মের আহ্বানে তুমি চলেছ—আমাকে তোমার কর্ম্মের সঙ্গিনী করে নাও, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চ'ল।

হরি। তুমি সেখানে যাবে কি করে? সহস্র সহস্র পুরুষের লুব্ধদৃষ্টির সম্মুখে একাকিনী নারী তুমি—যুদ্ধ করা ছেড়ে শেষে তোমাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে যে। আর কর্ম্মের সঙ্গিনী অর্থ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা নয়, তার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে স্বামীর হৃদয়ে কর্ম্মের প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেওয়া—তাকে কার্য্যের উপযুক্ত করে তোলা। তোমার সে কার্য্য সমাধা হয়েছে। তোমার এই সুগভীর অকপট ভালবাসা আমাকে প্রকৃত মানুষ করে তুলেছে। এই অমূল্য স্মৃতি বুকে নিয়ে এখন আমি অসাধ্য সাধন করতে পারি।

তারা। বেশ, তাই যখন তোমার অভিপ্রায় তবে তাই হোক্। কিন্তু আমি আগে থাকতে বলে রাখছি, রোজ সংবাদ না পেলে আমি কিন্তু সত্যি সত্যি তোমার কাছে চলে যাব—আমাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না।

হরি। (হাসিয়া) তোমার এ কথা শুনলে লোকে কি বলবে জান?

তারা। (বেগের সহিত) বলুক।

হরি। (হাসিয়া) আচ্ছা, তাই যেও—এখন চল সন্ধ্যে হয়ে এল।

চতুর্থ দৃশ্য।

বন

—•—

ছদ্মবেশী রাজ্যপাল ও সৈন্যগণ।

রাজ্যপাল। বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, কীর্ত্তিপথের সহযাত্রিগণ! আজ কঠোর কর্ত্তব্য তোমাদের সম্মুখে। কাপুরুষ, অনাচারী, অনার্য্য, লম্পট —পিতাকে—পালবংশের বংশধরকে—তোমাদের নেতাকে, যুদ্ধনীতির অবমাননা করে, তাঁকে আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়ে, তস্করের মত অতর্কিতে আক্রমণ করে বন্দী করে নিয়ে গেছে। আজ সমগ্র ক্ষাত্রিয় জাতি, সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে—জন্মভূমিকে দস্যুর কবল থেকে উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর হয়ে একত্র সমবেত হয়েছে। কিন্তু এই বিশাল বাহিনীকে জয়ের পথে পরিচালিত করবার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি আজ কৈবর্ত্তের হাতে বন্দী। যদি এই মর্ম্মান্তিক অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাও, যদি জন্মভূমিকে উদ্ধার করতে চাও, যদি আবার তোমাদের লুপ্তগৌরব ফিরে পেতে চাও—তবে যেমন করে পার তোমাদের নেতাকে দস্যুর কবল থেকে উদ্ধার কর। আজ এই পথে তাকে ডমরে নিয়ে যাবে। সংখ্যায় তারা প্রায় দ্বিগুণ; বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত থেকে আমার সঙ্কেতে একযোগে তাদের ওপর ভীমবলে চেপে পড়বে—অতর্কিতে আক্রান্ত সৈন্যগণ মুহূর্ত্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। আমরা সহজেই কার্য্যোদ্ধারে সক্ষম

হব। এমন ভাবে লুক্কায়িত থাকবে, যাতে ঘুণাক্ষরেও তারা আমাদের উপস্থিতির কথা না জানতে পারে। যাও, আর দেরী করো না— নিঃশব্দে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান কর। সঙ্কেত, বংশীধ্বনি।

[রাজ্যপাল ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

[রামপালদেবকে লইয়া বৃহদ্রথ ও কৈবর্ত্ত সৈন্যগণের প্রবেশ]

বৃহদ্রথ। মহারাজের কি খুব কষ্ট হচ্ছে? ভৃত্য উপস্থিত, আদেশ করুণ কি করতে হবে: আহা, পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে মুখখানি যে একেবারে শুকিয়ে গেছে! একটু পানীয় দেব কি? (সুরা বাহির করিয়া) এই নিন, পান করুন।

রামপাল। বৃহদ্রথ! পরিহাসের একটা সীমা আছে। ধর্ম্মে আঘাত দিয়ে কথা কইলে ঈশ্বর সইবেন না।

বৃহদ্রথ। ঈশ্বর সইতে না পারেন তুমি ত সইবে? তুমি আমার অমন প্রভুকে সম্রাটের বিষনজরে ফেলে দিয়েছ—তাঁকে সকলের সমক্ষে হীন ব'লে প্রমাণিত করে দিয়েছ। তোমাকে শাস্তি দিতে যদি এরূপ সহস্র পাপও করতে হয়, তাতেও আমি কুণ্ঠিত হ'ব না। তোমার প্রথম শাস্তি সুরাপান করিয়ে তোমার ধর্ম্ম নষ্ট করা, সেই জন্যে আমি এমন সৈন্য সঙ্গে এনেছি, যারা আমার কোন কার্য্যে প্রতিবাদ করবে না, অম্লানবদনে অবনত মস্তকে নীরবে আমার আদেশ পালন করে যাবে। এখন স্বইচ্ছায় পান করবে, না বল-প্রকাশের প্রয়োজন হ'বে?

রামপাল। কি বলব আমার হস্তপদ আবদ্ধ, নইলে তোমার এই ঘৃণিত প্রস্তাবের উপযুক্ত উত্তর পেতে। শোন দস্যু, তুমি কেন, স্বয়ং

সম্রাটেরও সাধ্য নেই যে, সুরাপান করিয়ে আমার ধর্ম্ম নষ্ট করতে পারে। অত্যাচার কর, লাঞ্ছনা দাও, আমি নীরবে সইব ; কিন্তু যদি আমার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করতে যাও, এই মুহূর্ত্তে এই লৌহশৃঙ্খল চূর্ণ করে তোমাকে পশুর মত হত্যা করব—ভগবান বুদ্ধদেব আত্মরক্ষার্থে আমার বাহুতে মত্ত মাতঙ্গের শক্তি প্রদান করবেন।

বৃহদ্রথ। দেখা যাক্, তোমার বুদ্ধদেব তোমায় কেমন করে রক্ষা করেন।

রামপাল। এখনও বলছি, সাবধান হও। যদি প্রাণের মায়া থাকে তবে এখনও বিরত হও।

বৃহদ্রথ। হাঃ হাঃ হাঃ। বৃহদ্রথকে কি কচি ছেলে পেয়েছ যে তোমার আস্ফালন দেখে ভুলে যাবে। শৃঙ্খল ভগ্ন করবেন? সৈন্যগণ পাপিষ্ঠের মুখে জোর করে সুরা ঢেলে দাও। যতক্ষণ না গলাধঃকরণ হয়, ততক্ষণ নাসিকা বন্ধ করে রাখবে। দাঁড়াও, আমি আগে উচ্ছিষ্ট করে দি—হাঃ, হাঃ, হাঃ।

[উচ্ছিষ্ট করিয়া সৈনিকের হস্তে প্রদান]

রামপাল। তবে দেখ শয়তান, ক্ষত্রিয় কেমন করে ধর্ম্মরক্ষা করে। এস শক্তি! আজীবন তোমার উপাসনা করে এসেছি আজ তোমার বিশ্বনাশিনী প্রভাবের এক কণা আমায় ভিক্ষা দাও। ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব যায়, ধর্ম্ম যায়, মনুষ্যত্ব যায়। মুহূর্ত্তের জন্য ভক্তের বাহুতে অযুত হস্তীর বল প্রদান কর—তাকে দানবের শক্তিতে বলীয়ান করে দাও। (চেষ্টা ও লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করিলেন) প্রস্তুত হও পিশাচ।

বৃহদ্রথ। বন্দী কর, পাপিষ্ঠকে বন্দী কর।

[বংশীধ্বনি ও সসৈন্যে রাজ্যপালের প্রবেশ]

রাজ্যপাল। আক্রমণ কর সৈন্যগণ, পাপিষ্ঠদের পিপীলিকার মত হত্যা কর—একটী প্রাণীও যেন রাজধানীতে ফিরে যেতে না পারে

[যুদ্ধ।—একে একে সমস্ত কৈবর্ত্তসৈন্যের পতন, বৃহদ্রথের পলায়নের চেষ্টা রামপাল ধরিয়া ফেলিলেন]

রামপাল। শয়তান, তুমি যাবে কোথায়? নরকের প্রেত তুমি—তোমাকে জীবন্ত নরকের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সৈন্যগণ, একে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিয়ে যাও।

[বৃহদ্রথকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান]

রাজ্যপাল। এ অত্যাচারের কি নিবৃত্তি নেই? কোন প্রতিবিধান নাই?

রামপাল। পাপ ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে, আর চিন্তা নাই! অত্যাচার, অবিচার, উৎপীড়নে আজ সমস্ত দেশ সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, রাজার ন্যায়-বিচারে প্রজার অটুট বিশ্বাস শিথিল হয়ে এসেছে, ভালবাসার পরিবর্ত্তে এক বিজাতীয় ঘৃণা ও ভয় এসে তাদের হৃদয় অধিকার করেছে। এই প্রজাশক্তিকে অবহেলা করেই পালবংশের অধঃপতন হয়েছিল, আজ তারই সাহায্যে তার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হবে। দেখতে পাচ্ছ পুত্র, সমস্ত আকাশ একটা রক্তিম নীরদ জালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ঐ রক্তিম মেঘ বঙ্গের ভবিষ্যৎ সূচনা করে দিচ্ছে। একটা বিরাট ঘূর্ণিবায়ু এসে তার সংহারিণী শক্তির বিকাশে সমস্ত তোলপাড় করে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে একটা ঘনীভূত অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে দেবে। সেই তীব্র আলোড়নে সমগ্র কৈবর্ত্তজাতি চূর্ণবিচূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। ঝঞ্ঝার বেগ থেমে যাবে—নিবিড় নীরদজাল দূরে চলে যাবে—মেঘমুক্ত কৌমুদী আবার তার শুভ্রকিরণ

জ্ঞান বিস্তার করে একটা শান্তির স্নিগ্ধ প্রবাহে সমস্ত জগৎ প্লাবিত করে দেবে। অগ্রসর হও পুত্র, সেই বিশ্বধ্বংসকারী আলোড়নের মধ্য দিয়ে মৃত্যু বিস্তার করতে অগ্রসর হও—ভগবানের নিদেশে পাপীর দণ্ডবিধানে অগ্রসর হও—বঙ্গজননী আর্য্যজননী এই উক্তির সার্থকতা সম্পাদন কর।

(ড্রপ)

চতুর্থ অঙ্ক

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

হরি ও ভীম

ভীম। না হরি! ক্ষত্রিয়বাহিনী যখন রামপালদেবের অধিনায়কত্ব লাভে সক্ষম হয়েছে, তখন আর আমি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে' থাকতে পারি না। রাজধানী রক্ষার ভার ভূষণের হাতে দিয়ে আজই আমি তোমার সঙ্গে যাত্রা করব।

হরি। আমার শক্তিতে তুমি অবিশ্বাস করছ কেন? আর ধর যদি আমার পরাজয়ই হয়, তখন অবশিষ্ট বল নিয়ে তুমি অনায়াসে শত্রু আক্রমণ করতে পারবে; একযুদ্ধেই বঙ্গের ভাগ্যনির্ণয় হয়ে যায়, এ আমার মোটেই ইচ্ছা নয়!

ভীম। তোমার শক্তিতে আমার যথেষ্ট আস্থা আছে; কিন্তু তুমি রামপালদেবকে চেন না। সৈন্যপরিচালনে তিনি অদ্বিতীয়। আর তা ছাড়া এ অভিযান তাঁর একার বিরুদ্ধে নয় - সমস্ত সামন্তরাজগণ

ক্ষত্রিয়পতাকা মূলে সমবেত হয়েছেন। তাঁদের এই মিলিত শক্তিকে পরাজিত করতে হ'লে রাজ্যের সমস্ত বল একযোগে নিয়োজিত করতে হবে।

হরি। বেশ, তাই যখন তোমার অভিপ্রায়, তাহ'লে আমি বলি কি সমস্ত সৈন্য তিনভাগে বিভক্ত করে ভিন্ন পথে অগ্রসর হই, যাতে শত্রু আমাদের সংখ্যার পরিমাণ অনুমান করতে না পারে। প্রথম দল নিয়ে আগে আমি তাদের আক্রমণ করব—সমস্ত বাহিনী নিয়ে যখন তারা আমার গতিরোধ করতে চেষ্টা করবে, তখন দ্বিতীয় দল নিয়ে তুমি বজ্রের শক্তিতে তাদের উপর চেপে পড়বে—আর তৃতীয় দল সেই আক্রমণের ফলাফলের অপেক্ষা করবে। যদি তাতে জয়ী হই, উত্তম, পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখতে পায়, অমনি ঝঞ্ঝার বেগে তৃতীয় দল দ্বিগুণবলে তাদের আক্রমণ করবে। তিনদিক দিয়ে এরূপভাবে আক্রান্ত হ'লে আমাদের জয় অনিবার্য্য।

ভীম। এ উত্তম পরামর্শ! তারই ব্যবস্থা করে দাও। হ্যাঁ, আর এক কথা, রাঘবসর্দ্দার ভূষণের সঙ্গে রাজধানী রক্ষার্থ এখানে উপস্থিত থাকুক। এত বড় দায়িত্ব ভূষণের একার ওপর অর্পণ করে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব না।

হরি। তাহ'লে কখন যাত্রা করবে?

ভীম। আজ সায়াহ্নে। পথে শত্রুসৈন্য ছাউনী করে আছে কিনা সন্ধান করবার জন্য কয়েকজন অশ্বারোহী নিযুক্ত করে দাও। যদি পথে বিপদের সূচনা দেখতে পায়, সেই মুহূর্ত্তে এসে আমাদের সংবাদ দেবে।

হরি। বেশ, আমি সেই ব্যবস্থা করতে চললুম, তুমি প্রস্তুত থেক। (প্রস্থানোদ্যত)

[লক্ষ্মী ও তারার প্রবেশ]

লক্ষ্মী। একটু দাঁড়ান। মায়ের পূজা শেষ হয়ে গেছে। তাঁর চরণের নির্ম্মাল্য আর এই বিজয়তিলক ললাটে ধারণ করুণ। মা অম্বিকার বরে বিজয়লক্ষ্মী নিশ্চয়ই আপনাদের বরণ করবেন।

[ভীম ও হরির ললাটে বিজয়তিলক পরাইয়া দিলেন]

ভীম। এমন লক্ষ্মী যার ঘরে সতত বিরাজ করছে তাকে বিজয়লক্ষ্মী বরণ করবে তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে ?

লক্ষ্মী। দেখ পরিহাস করেও দেবতার সঙ্গে মানুষের তুলনা করো না ; তাতে দেবতা অসন্তুষ্ট হন।

ভীম পরিহাস নয় লক্ষ্মী ! তোমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের দুঃখ, দৈন্য, মলিনতা যা কিছু ছিল সমস্ত অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তোমার আবির্ভাবে সত্যই আমার গৃহে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হয়েছে। সঙ্কুচিত হচ্ছ ? হয়ত আর কখন বলবার সুযোগ হবে না, তাই বল্লুম। সত্য লক্ষ্মী ! তোমাকে পেয়ে আমাকে আমি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী বলে মনে করেছি। ওকি কাঁদছ ? ছিঃ বীরাঙ্গনা তুমি, তোমার কি সামান্য বিচ্ছেদের ভয়ে ভেঙ্গে পড়া সাজে সম্রাজ্ঞী ! চল, আমাকে বীর সাজে সাজিয়ে দেবে চল।

[লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া ভীমের প্রস্থান]

হরি। আমায় রণসাজে সাজিয়ে দেবে না ?

তারা। নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু লোকচক্ষু তোমার সে অপূর্ব্ব সজ্জা দেখতে পাবে না। আমার এই অসীম ভালবাসা অভেদ্য কবচের মত তোমাকে শত্রুর আঘাত থেকে রক্ষা করবে—তোমার বিজয়ের

জন্য আমার এই আকুল প্রার্থনা তীক্ষ্ণধার তরবারীর ন্যায় শত্রুর হৃদয় বিদ্ধ করবে; আমার আশা হবে তোমার চর্ম্ম, নয়নজল হবে বর্ম্ম। কেমন সুন্দর সাজে সেজেছ বল ত? আর কেউ তোমাকে এমন করে সাজাতে পারত?

হরি। তোমার দাদা এখানে উপস্থিত থাকলে বুঝতে পারতেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী তিনি নন্—আমি। তাঁর ভুল তিনি বুঝতে পারতেন।

তারা। ভুল নয় প্রিয়তম, তুমি আমার চক্ষে যতখানি প্রিয়, বৌদির চক্ষে দাদাও তাই। রমণী যখন ভালবাসে, সে তার প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে ভালবাসে, তার চিরবাঞ্ছিতের মধুরমূর্ত্তিখানি হৃদয়ের পরতে পরতে, শোণিতের স্পন্দনে স্পন্দনে, তার রমণী প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে এক হয়ে যায়। তার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা নাই, লালসা নাই, প্রতিদানের প্রত্যাশা নাই; আছে শুধু—অনাবিল ভালবাসা, শুধু কামনাবর্জ্জিত প্রেম, আরাধ্যের কল্যাণের জন্য শুধু—ব্যগ্রব্যাকুলতা।

হরি। আর পুরুষ আমরা সেই অপার্থিব, স্বর্গীয় ভালবাসার অপমান করে, নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করি—এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তাকে দাসীর চক্ষে দেখি।

তারা। এ দাসীত্বে যে কত সুখ, তা পুরুষ কি করে বুঝবে প্রিয়তম! পুরুষের পুরুষত্ব প্রভুত্বে—নারীর নারীত্ব দাসীত্বে। এ ঈশ্বরের বিধান, নিয়ন্তার আদেশ। তুমি আমি বদলাতে চাইলে চলবে কেন? আর যদি কখনও তোমরা এই চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম করে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সমান আসনে অধিষ্ঠিত কর, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর এই পবিত্র ভালবাসা শুধু বন্ধুর ভালবাসায় পরিণত হবে;

স্নেহে মাতা যত্নে কন্যা, ভালবাসায় পত্নী, এই তিনের সংমিশ্রণে যে পবিত্র সম্বন্ধের সৃষ্টি, সে সম্বন্ধ পৃথিবী থেকে উঠে যাবে। এখন চল, আবার তোমার যাত্রার আয়োজন করে দিতে হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ

শিবরাজ ও রামপালদেব।

শিবরাজ। আজ সমস্ত সামন্তরাজগণ ক্ষত্রিয় পতাকামূলে সমবেত হয়েছেন। এই বিশাল বাহিনীকে জয়ের পথে চালিত করবার ভার তোমার ওপর ন্যস্ত। তোমারই অধিনায়কত্বে ক্ষত্রিয়সেনা তাদের লুপ্তগৌরব উদ্ধার করতে, দস্যুর কবল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে প্রাণপণ করবে। একদিন তোমার অবহেলায় মাতৃভূমি অনার্য্যের করতলগত হয়েছে, আজ তুমিই তাঁর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে জগতে অক্ষয়কান্তির অধিকারী হও। পালবংশের অস্তমিত সৌভাগ্য-রবি আবার দীপ্ত কিরণজালে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করে ক্ষত্রিয় মহিমা কীর্ত্তন করুক।

রামপাল। পালবংশের প্রতিষ্ঠার জন্য আমি বিন্দুমাত্র লালায়িত নই মহারাজ! যে অধিকার তার অযোগ্য বংশধর স্বেচ্ছায় হারিয়েছে

সে লুপ্ত অধিকার ফিরে পাবার আকিঞ্চন আমার নাই। আমার জীবনের একমাত্র ব্রত মাতৃভূমির উদ্ধারসাধন করা। সেই মহাব্রত উদ্যাপনকল্পে আমার শেষ শক্তি নিয়োজিত করতে প্রস্তুত। সামান্য সৈনিক রূপেও যদি তা সম্পন্ন হয়, তাতেও আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করব, আজ যদি আপনাদের সমবেত চেষ্টায় অপহৃতা জননীর উদ্ধারসাধন হয়, আপনারা যাঁকে সম্রাটের পদে মনোনীত করবেন, তাঁকেই আমার পূজার অর্ঘ্য এগিয়ে দেব—ঈশ্বরের প্রতিভূ ব'লে অভিবাদন করব—তাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ হবে না।

[দেবদাসের প্রবেশ]

দেবদাস। মহারাজ যে একেবারে কল্পতরু হয়ে বসে আছ দেখছি। আগে মাকে দাসীবৃত্তির হাত থেকে উদ্ধার কর, তারপর কার ঘরে রেখে তাঁকে পূজা করবে সে ব্যবস্থা করবার অনেক সময় পাবে। ওদিকে যে এসে পড়ল, তার কিছু খবর রাখ কি? না গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল মেখে রাখলেই চলবে? বলি, কাঁঠাল পাড়বার কোন ব্যবস্থা করেছ কি?

শিবরাজ। সামন্তরাজগণ রামপালদেবকে তাঁদের অধিনায়কত্বে বরণ করেছেন।

দেবদাস। আর অধিনায়ক মশায় বুঝি বেঁকে বসেছেন? একবার তোমারই অগ্রজ মহাশয়ের অবিমৃষ্যকারিতায় ক্ষাত্রয় কৈবর্ত্তের পদানত হয়েছে। যদিও বা কোন রকমে আবার পায়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছ, অমনি নিজে গোঁয়ার তুমি সুরু করে দিয়েছ। আরে বাপু, যখন বুঝতে পারছিস্ তুই না হলে চলবে না, তখন

মেয়ে মানুষের মত, কি বলে, ওটা না করলেই কি নয়? ঘরের দ্বারে শত্রু এসে হানা দিচ্ছে—আর তোমাদের গবেষণাই চলছে? গবেষণা করতে করতে যে এদিকে ফর্সা হয়ে যাবে।

রামপাল। শত্রু কি খুবই সন্নিকট?

দেবদাস। এঁ্যা, আকাশ থেকে পড়লে যে, বলি শত্রু কোথায় জানবার কোন চেষ্টা করেছ কি?

রামপাল। কেন, শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য রাখবার জন্য সতর্ক গুপ্তচর সন্নিবেশ করা হয়েছে।

দেবদাস। তারা যে শত্রুর হাতে বন্দী হয় নি, কি করে জানলে?

রামপাল। সকলকেই কি আর বন্দী করতে পারবে?

দেবদাস। তারা যখন এখনও ফেরে নি তখন আমার বিশ্বাস তারা সকলেই বন্দী হয়েছে! রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে শত্রু এখানে এসে উপস্থিত হবে।

রামপাল। তারা সংখ্যায় কত?

দেবদাস। প্রায় পঁচাত্তর হাজার। সমস্ত সৈন্য তিনভাগে বিভক্ত করে তারা অগ্রসর হচ্ছে। প্রথম দল সেনাপতি হরির অধীনে পূর্ব্বদিক থেকে অগ্রসর হচ্ছে; দ্বিতীয় দল স্বয়ং সম্রাটের অধিনায়কত্বে উত্তর দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছে; তৃতীয়দল এক কৈবর্ত্ত সর্দ্দারের নেতৃত্বে দক্ষিণ দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছে, বোধ হয় তিন দিক থেকে আক্রমণ করাই তাদের অভিপ্রায়।

রামপাল। ঠাকুর! কি বলে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব জানি না—এই মূল্যবান সংবাদ দিয়ে আপনি ক্ষত্রিয়কে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

দেবদাস। আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কাজ নেই! উনি যেন মাকে কিনে

রেখেছেন। মা কি তোমার একার? মায়ের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য আছে, আমার নেই?

রামপাল। আপনার সঙ্গে কথায় কে পারবে বলুন। মহারাজ! আর বিলম্ব নয়, এই মুহূর্ত্তেই শত্রুর গতিরোধ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সংখ্যায় তারা অনেক বেশী, সুতরাং কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করতে হবে। পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী তিনভাগে বিভক্ত করে একদল পুরন্দরাধিপতি রাজা সোমের অধীনে—দ্বিতীয়দল চেক্রবীয় রাজ প্রতাপসিংহের নেতৃত্বে—তৃতীয়দল কাঞ্চরদেবের অধিনায়কত্বে শত্রুর অলক্ষ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করুক। দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে রাজাপাল হরির পথরোধ করুক। অষ্ট সহস্র সৈন্য নিয়ে রামপাল তৃতীয়দলের উদ্দেশে ধাবিত হোক। পঞ্চ সহস্র সৈন্য নিয়ে আপনি স্বয়ং পুরীরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকুন। অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে আমি নিজে মহারাজ ভীমের গতিরোধ করব। উভয় পক্ষ যখন ক্লান্ত হয়ে আসবে, তখন ঝঞ্ঝার বেগে লুক্কায়িত অশ্বারোহী সৈন্য শত্রুর ওপর চেপে পড়ে তাদের দলিত মথিত ধ্বংস করে দেবে।

দেবদাস। মোচড় না খেলে বুঝি আর বুদ্ধি খোলে না। সহজ জাগাই জাগবি তবে একজন ঠেলে না জাগিয়ে দিলে নয়।

[সকলের প্রস্থান]

[রুক্মার প্রবেশ]

রুক্মা। (স্বগতঃ) তুমি ত জান না প্রিয়তম আমি তোমাকে কত ভালবাসি। কখনও জানবার অবসর হবে কি না—ছি ছি এ আমি কি বলছি? ঈশ্বর। আমার আরাধ্য দেবতাকে রুদ্রদেবের মুখ থেকে রক্ষা করো প্রভু! আমার সর্ব্বস্ব আজ তোমার হাতে সঁপে দিলুম—তাঁকে গৌরবমণ্ডিত করে ফিরিয়ে এনো।

[রাজ্যপালের প্রবেশ]

রাজ্যপাল। রাজকুমারি!

কন্যা। কি?

রাজ্যপাল। যুদ্ধে যাচ্ছি, ফিরব কিনা জানি না, হয়ত এই শেষ দেখা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, উত্তর দেবেন কি?

কন্যা। বলুন।

রাজ্যপাল। অপরাধ যদি না নেন, এ যুদ্ধে যদি আমার পতন হয় তখন এই আশ্রিত রাজকুমারকে মনে পড়বে কি রাজকুমারি?

কন্যা। ছি কুমার! ও কথা মুখে আনবেন না। আপনি শত্রু বিজয় করে গৌরবমণ্ডিত হয়ে, অক্ষত শরীরে ফিরে আসবেন।

রাজ্যপাল। আপনার এই শুভেচ্ছার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আর যদি কখন বলবার সুযোগ না পাই তাই জিজ্ঞাসা করছি? হয়ত আপনি অসন্তুষ্ট হবেন, হয়ত আমার কথা আপনার নারীমর্যাদায় আঘাত করবে—মরণপথযাত্রী উন্মাদের প্রলাপবাণী মনে করে সে কথা ভুলে যাবেন। (থামিয়া) সেইদিন—যখন আপনার পিতার প্রত্যাখ্যানে একে একে পৃথিবীর আলোকরাশি ধীরে ধীরে আমার নয়ন থেকে নিবে যাচ্ছিল, তখন দীপ্ত সৌন্দর্যে মহিমান্বিত হয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। মুহূর্তে সমস্ত ওলটপালোট হয়ে গেল। নির্বাপিত আলোকমালা আবার উজ্জ্বলতর হয়ে ফুটে উঠল। রাজকুমারি! সেই পবিত্রমুহূর্তে, সেই শুভ অবসরে ঐ স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রতিমাখানি চিরদিনের জন্য হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে গেল। সেই শোকে হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। এই অতলস্পর্শী ভালবাসা জ্ঞাপন করবার জন্য প্রাণ অসহ্য উৎকণ্ঠায়

আকুল হয়ে উঠেছে। তাকে জোর করে চেপে রেখেছি ! কিন্তু আজ এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আর আপনাকে ধরে রাখতে পারলুম না—ভাগ্যপরীক্ষার জন্য ছুটে এলুম। রাজকুমারি, রুক্মা, আমি তোমাকে ভালবেসেছি। এমন ভালবেসেছি যে জগতে কেউ কাউকে এত ভালবাসে নি ; আমার এ ভালবাসা কি নিষ্ফল ?

রুক্মা। (স্বগত) ঈশ্বর ! উত্তর দেবার ক্ষমতা দাও প্রভু, মুহূর্তের জন্য আমার লজ্জা সঙ্কোচ দূর করে দাও।

রাজ্যপাল। বল রুক্মা—নীরব থেক না, আর হয়ত শোনবার অবসর হবে না।

রুক্মা। নিশ্চয়ই হবে। আমি এমন কোন পাপ করি নি, যাতে ঈশ্বর পা'বার মুখে আমার দেবতাকে এমন করে কেড়ে নেবেন। যাও প্রভু ! নারীর ভালবাসার চাইতে মহত্তর কার্য্য তোমার অপেক্ষা করছে। সেই মহান্ কার্য্যের সফলতা সম্পাদন করে অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হও—দাসী তোমারই প্রতীক্ষায় বসে থাকবে।

রাজ্যপাল। রুক্মা ! রুক্মা ! প্রিয়তমে ! (দুন্দুভিধ্বনি) ঐ দুন্দুভি বেজে উঠল। আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না তবে আসি রাজকুমারি ! যদি জয়া হই, যদি বেঁচে থাকি তবে আবার দেখা হবে।

রুক্মা। এস প্রিয়তম !

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

বিলাস কক্ষ

মোসাহেবগণ সহ ভূষণ মদ্যপানরত।

ভূষণ। আর ভাই, রাজ্যের মালিক ত এখন আমরা। এ সুযোগ কি ছেড়ে দিতে আছে?

১ম মোসাহেব। কখনই না ধর্ম্মাবতার—কখনই না।

ভূষণ। রাজা, সেনাপতি, মন্ত্রী—সব গেছে যুদ্ধে। রাজধানী এখন আমাদের হাতে। রাজা মেতেছেন রণরঙ্গে, আমরা ভাসব সুরা-তরঙ্গে। কেমন ঠিক কি না?

২য় মোসাহেব। যা বলেছেন, আমরা ভাসব সুরাতরঙ্গে। এমন সুযোগ হারালে আর ফিরে পাব না।

ভূষণ। অনেকদিনের সাধ আজ মেটাতে হবে। চৌবাচ্চা কেটে তাতে মদ ঢেলে আজ সাঁতার খেলব—কি বল?

১ম মোসাহেব। বাহবা কি বাহবা! তা যদি পারেন ধর্ম্মাবতার, তা'হলে শতাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল মোক্ষ একেবারে হাতে হাতে।

ভূষণ। পারব না কি হয়েছে! আমার কথার উপর কথা কয়, এ রাজ্যে কার এমন একটা ঘাড়ে দশটা মাথা। জান ত আমি রাজার খোদ শালা!

২য় মোসাহেব। তা ত বটেই, ধর্ম্মাবতার হচ্ছেন সহোদর শালা—একেবারে শালার সেরা শালা।

ভূষণ। হাঁ তা যেন মনে থাকে কুটুম্বের মধ্যে বড় কুটুম আমি তা যেন মনে থাকে।

১ম মোসাহেব। খুব মনে থাকবে, আলবৎ মনে থাকবে, নিশ্চয় মনে থাকবে। হুজুর শালা -- হুজুর শালা—হুজুর শালা!

মোসাহেবগণের গীত

হুজুর শালা—হুজুর শালা—হুজুর শালা।
খোদ সহোদর একাধারে শালার সেরা শালা।
সংসারে শালার সমান কে?
এখনও জন্মেনিত সে।
(সে যে) কুটুমের সেরা কুটুম, গেহ করে আলা।
হুজুর শালা—হুজুর শালা—হুজুর শালা॥
বাপ-ভাই-বোন-মা,
তারাত কেউ না কেউ না;
সবার উচ্চে পত্নীর ভ্রাতা নন্দের নন্দলালা।
হুজুর শালা - হুজুর শালা—হুজুর শালা॥
শালার কদর কে না জানে?
রাজা প্রজা সবাই মানে।
যোড় হস্তে যোগায় অন্ন, বসন-ভূষণ-মালা।
হুজুর শালা—হুজুর শালা—হুজুর শালা॥

ভূষণ। হ্যাঁ আমার কতখানি কদর তা তোমরাই খাঁটি বুঝেছ:

১ম মোসাহেব। তা আর বুঝব না—আমরা যে হুজুরের শ্রীচরণের কাদা।

ভূষণ। নাও; নাও, এক এক পাত্র টেনে নাও।

২য় মোসাহেব। প্রসাদ করে দিন হুজুর, প্রসাদ করে দিন।

ভূষণ। (মদ্যপান ও সকলকে দান) কি হে ফূর্ত্তি জমছে না যে! মদের মুখে মেয়ে মানুষ না হ'লে কি ফূর্ত্তি জমে? তোমরা নিতান্ত বেরসিক দেখছি।

১ম মোসাহেব। (অন্য মোসাহেবের প্রতি) তাই ত কোথাকার বেরসিক তুই, মদের মুখে মেয়ে মানুষ কই?

২য় মোসাহেব। আমি বেরসিক না তুই বেরসিক? মদের মুখে মেয়ে মানুষ কই?

১ম মোসাহেব। কি বল্লি, আমি বেরসিক না তোর বাবা বেরসিক?

২য় মোসাহেব। তবে রে শালা!

ভূষণ। এই চোপ্ শালা আমি।

২য় মোসাহেব। হাঁ, হাঁ, ভুল হয়ে গিয়েছিল— হুজুর শালা।

ভূষণ। খবরদার! এমন ভুল যেন আর না হয়। ডাক, ডাক, সুন্দরীদের সব ডাক।

১ম মোসাহেব। তাইত ডাক, ডাক— কৈ গো, তোমরা সব কোথায়?

২য় মোসাহেব। চলে এস চাঁদের ঝাঁক!

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত

গীত

অমল উজল স্নিগ্ধ কিরণ ভাতি,
পাপিয়ার তানে মুখর ধরণী,
হরষে উঠিছে মাতি।
মন্দ মন্দ বহিছে পবন,
দুরু দুরু হিয়া, উচাটন মন,
লুটাইতে পায় বঁধুহে তোমার
রেখেছি হৃদয় পাতি।

ধর ধর ধর বঁধু হে
থর থর কাঁপে হৃদি এ
অবশ আকুল বিবশ হৃদয়,
বিফলে যে যায় রাতি ॥

ভূষণ। দুধের সাধ কি আর ঘোলে মেটে বাবা!

১ম মোসাহেব। আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ--তাকি আর মেটে?

ভূষণ। না বাবা, আজ হয় এসপার না হয় ওসপার, সে ছুঁড়িকে একবার দেখে নেব!

২য় মোসাহেব। কোন ছুঁড়ি ধর্ম্মাবতার?

ভূষণ। তারা, তারা, রাজার বোন্। আহা-হা, কি চেহারা! না ছাড়া হবে না—যেমন করে পারি আজ দেখেঙ্গে।

(টলিতে টলিতে প্রস্থান)

১ম মোসাহেব। ওরে বাবা! কেউটে সাপ নিয়ে খেলা! না বাবা, এইখানেই খতম। উনি ত যাবেনই—সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও পৈতৃক প্রাণ নিয়ে টানাটানি। এই বেলা সরে পড়া যাক্।

চতুর্থ দৃশ্য।

— * —

রণস্থল

রামপালদেব ও সৈন্যগণ।

রামপাল। ভ্রাতৃগণ, বংশবংশানুক্রমে যাঁর স্নেহের দান আমাদিগকে ধ্বংসের মুখ থেকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে, যাঁর অকাতর বর্ষিত পীযূষধারা আমাদের বাহুতে শক্তি প্রদান করেছে, যাঁর ভূগর্ভনিহিত রত্নরাজি আমাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করে রেখেছে—সেই বঙ্গভূমি,—স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমি আজ ঘৃণ্য অস্পৃশ্য কৈবর্ত্তের পদদলিত—আর্য্যজননী আজ অনার্য্যের করতলগত। তাদের বাহুবলে নয়, আমাদেরই অবহেলায়, আমাদেরই অবজ্ঞায় আমাদের চিরসুখী জননীর আজ এই দুরবস্থা। মহাপাপের এ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে আত্মবলি দিতে হবে—রক্ত দিয়ে জননীর এই মর্ম্মান্তিক অপমান ধৌত করতে হবে। ঐ দেখ কৈবর্ত্তপতি তার সেনাপতির সাহায্যে অগ্রসর হচ্চে—দুই বাহিনী একত্র মিলিত হলে রাজ্যপাল সসৈন্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। অগ্রসর হও সৈন্যগণ, তাদের বাধা দাও—অর্দ্ধপথে তার গতিরোধ কর—তাদের মিলিত হবার পথবন্ধ করে দাও।

সৈন্যগণ। জয় রামপালদেবের জয়

[সৈন্যসহ রামপালদেবের প্রস্থান।

[সৈন্যসহ ভীমের প্রবেশ]

ভীম। সৈন্যগণ, ঐ দেখ তোমাদের সেনাপতি অমিত বিক্রমে শত্রু আক্রমণ করছে। অগ্রসর হও সৈন্যগণ, শত্রুব্যূহ ভেদ করে সেনাপতির সাহায্যে অগ্রসর হও। ক্ষত্রিয়বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে চূর্ণবিচূর্ণ ধ্বংস করে দাও।

সৈন্যগণ। জয় কৈবর্ত্ত সম্রাট ভীমের জয়।

[সৈন্যসহ ভীমের প্রস্থান।

রামপালের পুনঃ প্রবেশ

রামপাল। সব ব্যর্থ হ'ল। আর বুঝি কৈবর্ত্তপতির বেগরোধ করতে পারলুম না। পিপীলিকার ন্যায় নূতন সৈন্য শ্রেণী এসে মৃতের স্থান পূর্ণ করছে। এ পরিশ্রান্ত বাহিনী আর কতক্ষণ সে প্রবল গতিরোধ করবে? দুঃখিনী মা আমার আর বুঝি তোকে উদ্ধার করতে পারলুম না।

[সৈন্যসহ যোদ্ধৃবেশে রমার প্রবেশ]

রমা। কিসের চিন্তা স্বামী! ঐ দেখ পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে পূর্ববঙ্গাধিপতি উল্কার বেগে ছুটে আসছে। পুরীরক্ষী সৈন্য নিয়ে আমি তোমার পার্শ্ব রক্ষা করতে এসেছি। অগ্রসর হও স্বামী— ভগবান বুদ্ধদেব আমাদের সহায়, আমাদের জয় অনিবার্য্য।

[রমার প্রস্থান।

[সৈন্যসহ হরির প্রবেশ]

হরি। এ কি সম্রাটবাহিনী সহসা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল কেন? সর্ব্বনাশ! নূতন সৈন্যদল এসে সামনে পেছনে দু'দিক থেকে আক্রমণ করেছে।

ঐ দেখ সৈন্যগণ, অগণিত সৈন্যস্রোত এসে সম্রাট বাহিনীকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে—ভীম আক্রমণে বিশাল কৈবর্ত্তবাহিনীকে ত্রস্ত, ক্ষুব্ধ, চঞ্চল করে তুলেছে, নববলে বলীয়ান ক্ষত্রিয়গণ পূর্ণোৎসাহে শ্রান্ত কৈবর্ত্তসৈন্যের ওপর ধ্বংস বিস্তার করছে। সাময়িক সাহায্য ব্যতিরেকে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে—কৈবর্ত্ত সৌভাগ্যরবি মুহূর্ত্তে অমাব অন্ধকারে ডুবে যাবে বঙ্গের সিংহাসন আবার বৌদ্ধের করতলগত হবে অগ্রসর হও বন্ধুগণ, তোমাদের হৃদয়শোণিতে লব্ধ সিংহাসন রক্ষা করতে, রাজার মর্য্যাদা রক্ষা করতে, তোমাদের জাতীয়ত্ব রক্ষা করতে স্থির লক্ষ্যে অগ্রসর হও—সম্রাটের সাহায্যে ক্ষাত্রিয়বাহিনী ভেদ করে অগ্রসর হও—দেহপাতেও সম্রাটকে বিপদের মুখ থেকে রক্ষা কর।

(প্রস্থানোদ্যত)

[দেবদাসের প্রবেশ]

দেবদাস। এ বেড়া আগুন সেনাপতি। এ থেকে বেরুবার পথ নেই। জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়ে নিজ হাতে আগুন দিয়েছ। বাতাস পেয়ে এখন সে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নির্গমনের পথ ত রাখ নি যে বেরুবে এখন বেরুতে চাইলে চলবে কেন?

হরি। পথ ছাড় ব্রাহ্মণ! এ রণক্ষেত্র, উন্মাদের প্রলাপবাণী শোনবার স্থান এ নয়।

দেবদাস তাই নাকি? আমি মনে করেছিলুম এ বাসর ঘর। শ্যালিকাবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে ফুলশয্যায় শুয়ে আছি।

হরি। রহস্য রাখ, পথ ছাড়, বৃথা সময় নষ্ট করো না।

দেবদাস। আচ্ছা, আমি না হয় পথ ছাড়লুম, কিন্তু তারা পথ ছাড়বে কেন? তারা ত আর চালকলা-খেকো বামুন নয়, যে তোমার চোখরাঙ্গানি দেখে ভয়ে পথ ছেড়ে দেবে।

হরি। সে দেখা যাবে। এখন তুমি ত পথ ছাড়—নইলে—

দেবদাস। কান মলে দেবে? তা বাসর জাগতে এসেছ, দুটো কানও মলবে না।

হরি। সম্রাট বিপদাপন্ন। আমি মিনতি জানাচ্ছি ব্রাহ্মণ, পথ ছাড়।

দেবদাস। পথ ছাড়লেই যেতে পারবে?

হরি। নিশ্চয়ই পারব। আমি শত্রুসৈন্য ভেদ করে চলে যাব।

দেবদাস। বেশ যাও।

[সৈন্যসহ রাজ্যপালের প্রবেশ]

রাজ্যপাল। বৃথা চেষ্টা সেনাপতি! এমন শক্তিমান পৃথিবীতে নেই, যে এই অভেদ্য ব্যূহ ভেদ করে চলে যায়। ঐ দেখ, আবার নূতন সৈন্যদল এসে তোমার পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করেছে। আর আশা নাই। পাপ পূর্ণ হয়েছে, প্রলয় বিশান বেজে উঠেছে, প্রতিকারের সময় উপস্থিত হয়েছে। তুমি কেন, সহস্র কৈবর্ত্ত সেনাপতির সাধ্য নাই যে আজ রাজ্যপালের বেগরোধ করতে সমর্থ হয়!

হরি। বেশ, শক্তি থাকে বাধা দাও।

(উভয় পক্ষ যুদ্ধ)

[সৈন্যসহ শিবরাজ ও যোদ্ধৃবেশে রুক্মার প্রবেশ]

শিবরাজ। আক্রমণ কর সৈন্যগণ, শত্রুসৈন্য ধ্বংস করে দাও।

[যুদ্ধ ও হরি ব্যতীত কৈবর্ত্তসৈন্যের প্রস্থান]

রাজ্যপাল। কি সেনাপতি, দাঁড়িয়ে রইলে যে? সৈন্যদের অনুসরণ কর।

হরি। প্রাণভয়ে কৈবর্ত্ত সেনাপতি রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না। শোন কুমার, এখনও তোমার বিজয় অসম্পূর্ণ। আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি। যদি পার, আমাকে পরাজিত করে তোমার বিজয় সম্পূর্ণ কর, না পার বিনা বাধায় সম্রাটের সাহায্যে গমন করতে আমার পথ মুক্ত করে দাও।

রাজ্যপাল। বেশ তাই হবে। এস সেনাপতি—আক্রমণ কর, আমি প্রস্তুত।

রুক্মা। ভগবান, কুমারকে রক্ষা করো প্রভু!

[দ্বন্দ্বযুদ্ধ—রাজ্যপালের হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল]

হরি। কি কুমার, যুদ্ধ সাধ মিটেছে?

রাজ্যপাল। (তরবারী পুনরায় গ্রহণ করিয়া) কার যুদ্ধ সাধ মিটবে এখনই টের পাবে।

[পুনরায় যুদ্ধ—হরির পতন]

হরি। উঃ—ভগবান (মৃত্যু)।

[রামপাল ও রমার প্রবেশ—অপরদিক দিয়া
কুমারপাল ইত্যাদির প্রবেশ]

রামপাল। সাবাস্ পুত্র! আজ পিতার মর্য্যাদা রক্ষা করেছ। এই যে ঠাকুর, ভগবানের কৃপায় আর আপনার আশীর্ব্বাদে কৈবর্ত্তবাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত—রাজা ভীম বন্দী হয়েছেন।

দেবদাস। (রমা ও রুক্মাকে লক্ষ্য করিয়া) আচ্ছা, তোরা এয়েছিস

কেন বল ত? তোরাই যদি যুদ্ধ করবি, এই হোঁৎকারাম মিন্সেগুলো রয়েছে কি কর্ত্তে? কালে কালে হ'ল কি—আঁ্যা! আরে তোরাই যদি তাল ঠুকে কুস্তি লড়বি, তাহ'লে আমরা কি ঘরে বসে বসে বাঁটনা বাঁটব, না কুট্‌নো কুট্‌বো?

রুক্মা। কেন যখন শ্রান্ত হয়ে ফিরে আসব, তখন পাখা করবে।

দেবদাস। তা তোরা পুরুষগুলোকে কতকটা তাই করে তুলেছিস বটে; তোরা যদি পুরুষগুলোকে সত্যিকার পুরুষ করে গড়ে তুলতে পারতিস তাহ'লে কি আর তোদের অন্তঃপুর ছেড়ে এমনি করে বাইরে আসতে হয়, না তলোয়ার হাতে করে লড়াই করতে হয়? যাক্, এখন চল, এই মহাপ্রাণ বীরের সংকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্ত্রণাকক্ষ

রাঘবসর্দ্দার ও অন্যান্য সর্দ্দারগণ।

রাঘবসর্দ্দার। যুদ্ধের কোন সংবাদ জানতে না পেরে আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

২য় সর্দ্দার। আমার মনে হয়, যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি ব'লে কোন সংবাদ প্রেরণ করা প্রয়োজন বোধ করেন নি।

রাঘবসর্দ্দার। তুমি বুঝতে পারছ না সর্দ্দার ! এ খণ্ড যুদ্ধ নয়, যে যুদ্ধের শেষ হতে বিলম্ব হবে। এক যুদ্ধেই বঙ্গের ভাগ্য নির্ণয় হয়ে যাবে ! সেই জন্যেই সম্রাটকে রাজধানীতে থাকতে আমি অনুরোধ করেছিলাম।

২য় সর্দ্দার। শত্রুসৈন্য যদি দুর্গে আশ্রয় নিয়ে থাকে তাহ'লে অবরোধে অনেক বিলম্ব হবে।

রাঘবসর্দ্দার। না সর্দ্দার, তুমি বুঝতে পারছ না। তা যদি হ'ত তাহলে অবরোধের সংবাদ আমি নিশ্চয়ই পেতুম ; কারণ সম্রাট বেশীদিনের রসদ সঙ্গে নিয়ে যান নি। অবরোধ আরম্ভ হলে রসদ প্রেরণ করবার আদেশ নিশ্চয়ই আসত। আর তা ছাড়া রাণী রয়েছেন, রাজকুমারী রয়েছেন—তাঁদের এমন করে উৎকণ্ঠায় ফেলে রাখবারও ত কোন কারণ বুঝতে পারছি না।

২য় সর্দ্দার। কিছুই ত বুঝতে পারছি না সর্দ্দার !

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

রাঘবসর্দ্দার। কি সংবাদ ?

সৈনিক। পারাবত এই লিপি বহন করে এনেছে। (লিপি প্রদান)।

রাঘবসর্দ্দার। (লিপি পাঠ করিয়া কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন) হা ভগবান ! অবশেষে এই করলে ?

২য় সর্দ্দার। কি সর্দ্দার ! অমন করে বসে পড়লেন যে ?

রাঘবসর্দ্দার। সর্ব্বনাশ হয়েছে সর্দ্দার ! কৈবর্ত্তবাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত—সম্রাট বন্দী রাজ্যপালের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সেনাপতি নিহত। সৈনিক ! শীঘ্র ভূষণকে সংবাদ দাও।

[সৈনিকের প্রস্থান।

২য় সর্দ্দার। এমন সর্ব্বনাশ কি করে হ'ল ?

রাঘবসর্দ্দার। আর কি করে হ'ল! কৈবর্ত্তের ভাগ্যরবি চিরদিনের মত অস্তমিত হয়ে গেল। সর্দ্দারগণ, প্রস্তুত হ'ন। একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে। সম্রাট যাবার সময় রাজধানী রক্ষার ভার আপনাদের হাতে ন্যস্ত করে গেছেন। সে পবিত্র বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখতে—সম্রাটকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করতে—পরলোকগত পূজ্যপাদ সম্রাট দিবোকের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য রক্ষা করতে প্রাণ বলিদানে প্রস্তুত হ'ন। আসুন, এই পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য নিয়ে ক্ষত্রিয়কে দেখিয়ে দি যে, কৈবর্ত্ত এখনও মরে নি, এই অতিক্ষুদ্র বাহিনী নিয়েও তারা অসাধ্য সাধনে সক্ষম।

সকলে। আমরা সম্রাটের মর্য্যাদা রাখতে প্রাণ বলি দেব।

রাঘবসর্দ্দার। তবে প্রস্তুত হন। একটী প্রাণী জীবিত থাকা পর্য্যন্ত রাজধানী রক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'ন।

[সৈনিকের প্রবেশ]

রাঘবসর্দ্দার। কৈ, ভূষণ কোথায় ?

সৈনিক। তিনি রাণী ও রাজকুমারীকে নিয়ে রাজধানী উপকণ্ঠে ডমরে গেছেন।

রাঘবসর্দ্দার। কেন ?

সৈনিক। তা জানি না, তবে পরিচারিকা বলছিল, আমাদের পরাজয় হয়েছে ব'লে সম্রাট তাঁদের ডমরে নিয়ে যেতে আদেশ করেছেন।

রাঘবসর্দ্দার। সর্ব্বনাশের ওপর সর্ব্বনাশ! পাপিষ্ঠ নিশ্চয়ই কোন কু-অভিপ্রায়ে মিথ্যা সংবাদ দিয়ে তাঁদের স্থানান্তরিত করেছে তাঁরা কখন পুরীত্যাগ করেছেন ?

সৈনিক। আজ সকালে।

রাঘবসর্দ্দার। এই মুহূর্ত্তে একশত অশ্বারোহী সৈন্য সজ্জিত হতে আদেশ জানাও, আমি এখনি ডমরে যাত্রা করব। [সৈনিকের প্রস্থান।

রাঘবসর্দ্দার। সর্দ্দারগণ, এই পিশাচের পাপেই আজ কৈবর্ত্তজাতির পতন। পাষণ্ড যদি সত্য সত্যই রাজকুমারীর ওপর কোন অত্যাচার করে থাকে, তবে তাকে এমন ভীষণ শাস্তি দেব, যা মানুষের ধারণার অতীত। আসুন সর্দ্দারগণ, আপনারাও আমার সঙ্গে আসুন। [সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

—*—

দুর্গাভ্যন্তরস্থ

কক্ষ

ভূষণ।

ভূষণ। আমার ইচ্ছায় বাধা দেবে সংসার-জ্ঞানশূন্যা এক নির্ব্বোধ বালিকা! হাঃ হাঃ হাঃ! কেমন কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করেছি। কল্পনাও করতে পারে নি, যে শুধু আমারই অভিষ্টপূরণের জন্য এদের এই নির্জ্জন দুর্গে এনে উপস্থিত করেছি, পরাজয়বার্ত্তা শুনে সত্যই

সম্রাটের আদেশ মনে করে, সরলবিশ্বাসে আমার সঙ্গে চলে এসেছে। গর্ব্বিতা বালিকা! বড়গর্ব্বে আমার প্রণয় প্রত্যাখ্যান করেছ। আমার সঙ্গে মুখের আলাপ করতেও তোমার ঘৃণা বোধ হয়--না? এবার অক্ষরে অক্ষরে আমার প্রতিজ্ঞা পালন করব—কিছুদিনের জন্য তোমায় গণিকার মত উপভোগ করে' কলঙ্কের ছাপ দিয়ে তোমাকে জগৎসমক্ষে ছেড়ে দেব। আমার পায়ে ধরে কাঁদবে, আমি লোষ্ট্রের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করব। আর লক্ষ্মী, সম্রাটমহিষী বলে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে আমাকে অপমান করেছ। সে হ'ল তোমার আপনার, আর আমি হলুম পর? ভগ্নী বলে' আমি তোমাকে ক্ষমা ক'রব ভেবেছ? অন্ধকার কারাগৃহে তোমায় আজীবন আবদ্ধ করে রেখে দেব, এমন স্থানে রাখব যে সহস্রচেষ্টাতেও কেউ তোমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টের পাবে না।

[তারার প্রবেশ]

তারা। আর কোন সংবাদ পেয়েছেন কি?

ভূষণ। না রাজকুমারি, আর কোন সংবাদই পাই নি। আচ্ছা, আমি সংবাদ জানবার জন্য রাজধানীতে এখনই লোক প্রেরণ করছি। যদি কোন সংবাদ এসে থাকে সে নিয়ে আসবে। কে আছ?

[জনৈক সৈনিকের প্রবেশ]

[ভূষণ তারার নিকটে যাইয়া হঠাৎ দুইহাত চাপিয়া ধরিল]

ভূষণ। (সৈনিকের প্রতি) কটীদেশে অস্ত্র লুক্কায়িত আছে। বের করে নাও।

(সৈনিকের তথাকরণ)

তারা। আমায় ছেড়ে দাও, নইলে আমি চীৎকার করে লোক ডাকবো

ভূষণ। (তারার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া) বাহির থেকে দ্বার বন্ধ করে দিয়ে চলে যাও। সাবধান, কেউ যেন প্রবেশ করতে না পারে—স্বয়ং রাজ্ঞীও না।

[সৈনিকের প্রস্থান—ভূষণ তারার হাত ছাড়িয়া দিল]

তারা। এর অর্থ?

ভূষণ। এর অর্থ তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতীকে কি বুঝিয়ে দিতে হবে তারা?

তারা। সেদিনকার ব্যাপার ত এত পুরনো হয় নি যে এরই মধ্যে ভুলে গেছেন?

ভূষণ। ভুলতে পারি নি বলেই ত আমার এই আয়োজন।

তারা। আয়োজন? তবে কি তুমি মিথ্যে কথা বলে' আমাদের এখানে নিয়ে এসেছ?

ভূষণ। নইলে এই নির্জ্জন দুর্গে তোমায় কি করে একা পেতুম বল দেখি?

তারা। তুমি কি মানুষ?

ভূষণ। তোমার কি মনে হয়?

তারা। তুমি মানবদেহধারী শয়তান। তোমার এই পৈশাচিক ব্যবহারের কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হলে' তিনি তোমায় জীবন্ত দগ্ধ করবেন।

ভূষণ। সে ত পরের কথা। আপাততঃ তোমার রূপের আগুন যে আমাকে দগ্ধ করছে, তা থেকে বাঁচবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে ত?

তারা। ভূষণ, আমি তোমার প্রভুকন্যা, ভগ্নীস্বরূপ। তোমার চক্ষে

লক্ষ্মীও যা, আমিও তাই। প্রণয়ের কথা বলে' আমাকে অপমান করলে তুমি ধর্ম্মে পতিত হবে—তোমার মহাপাতক হবে

ভূষণ। আত্মার সন্তোষসাধনই হচ্ছে মহাপুণ্য। আমার সমস্ত দেহ মন তোমাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—তোমাকে বক্ষে ধারণ করবার জন্য প্রবৃত্তিনিচয় উন্মুখ আবেগে চেয়ে আছে। প্রাণের এ আকুল আহ্বান অগ্রাহ্য করে আজ যদি আমি ধার্ম্মিক সেজে তোমাকে ছেড়ে দি, তা হ'লেই আমার মহাপাতক হবে। যাক্, বৃথা তর্ক করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। বুঝতেই পারছ—তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্য আমি এতখানি কষ্ট করে' এখানে আনি নি।

তারা। ভূষণ, এখনও বলছি ক্ষান্ত হও! এখনও পৃথিবীতে চন্দ্রসূর্য্য উঠ্‌ছে, এখনও সংসারে পাপপুণ্যের বিচার হচ্ছে, এখনও মহাপ্রলয়ে বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যায় নি। এতবড় অনাচার এতবড় ব্যাভিচার ঈশ্বর কখনও সইবেন না।

ভূষণ। ঈশ্বর যদি না সইবেন, তবে এমন করে' এই নির্জ্জন দুর্গে আমার হাতে তোমাকে একা ছেড়ে দিলেন কেন? ওসব বাজে কথা রেখে এখন কাছে এস।

[হস্তধারণ করিতে উদ্যত হইল]

তারা। সাবধান পিশাচ, আমার অঙ্গস্পর্শ করো না।

ভূষণ। বাঃ বাঃ কি সুন্দর, কি সুন্দর তোমার ঐ রোষদৃপ্ত মুখখানি! তারা, তারা, প্রিয়তমে! (হস্তধারণ)

তারা। শয়তান! (দংশন)

ভূষণ। [হাত ছাড়িয়া দিয়া] উঃ—পিশাচী দেখি তোকে কে রক্ষা করে?

তারা। কে কোথায় আছ! সতীর সতীত্ব যায়—রক্ষা কর।

[বেগে সর্দ্দার সৈন্যগণ ও লক্ষ্মীর প্রবেশ]

রাঘবসর্দ্দার। নারী মর্য্যাদায় আঘাতকারী শয়তান! এই তোমার উপযুক্ত শাস্তি। (তরবারীদ্বারা হৃদয় বিদ্ধ করিলেন)

ভূষণ। উঃ যাই—(মৃত্যু)

লক্ষ্মী। এ কি করলে সর্দ্দার? দাদা!—দাদা!

(বক্ষে পড়িয়া ক্রন্দন)

রাঘবসর্দ্দার। পাপিষ্ঠের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। কিন্তু এ আঘাতে ভেঙ্গে পড়লে ত চলবে না মা! মনকে দৃঢ় কর—আরও ভয়ঙ্কর সংবাদ শোনবার জন্য প্রস্তুত হও।

লক্ষ্মী। (চমকিয়া উঠিয়া) আরও ভয়ঙ্কর সংবাদ! কি সংবাদ সর্দ্দার শীঘ্র বল—মুহূর্ত্তের উৎকণ্ঠাও আমি সহ্য করতে পারছি না।

রাঘবসর্দ্দার। সর্ব্বনাশ হয়েছে মা! আমাদের পরাজয় হয়েছে। কৈবর্ত্তবাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত—সম্রাট বন্দী!

লক্ষ্মী। সম্রাট বন্দী! হা, ভগবান, অবশেষে এই করলে!

তারা। আর সেনাপতি?

রাঘবসর্দ্দার। কি করে সে নির্ম্মম কথা উচ্চারণ করব মা?

তারা। অ্যাঁ!—(বজ্রাহতের ন্যায় চাহিয়া রহিল)

রাঘবসর্দ্দার। স্থির হও মা! দেবতার নির্ম্মাল্য দেবতার চরণে আশ্রয় লাভ করেছে।

তারা। স্থির হব? হ্যাঁ, সর্দ্দার স্থির হয়েছি। কিন্তু জান কি সর্দ্দার, কে তাকে হত্যা করেছে?

রাঘবসর্দ্দার। হত্যা নয় মা। রামপালদেবের পুত্র রাজ্যপালের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সম্মুখসমরে দেহপাত করে স্বর্গের দেবতা স্বর্গে চলে গেছেন।

লক্ষ্মী। সর্দ্দার, মায়ের একটী অনুরোধ রাখবে ?

রাঘবসর্দ্দার। আদেশ কর মা !

লক্ষ্মী। সম্রাটের কাছে আমাকে নিয়ে চল।

রাঘবসর্দ্দার। সে শত্রুপুরীতে তুমি কি করে যাবে মা !

লক্ষ্মী। তা ছাড়া, আর আমার স্থান কোথায় বাবা ! কায়া ছেড়ে কি কখন ছায়া থাকতে পারে ? যদি তারা তাঁকে আজীবন বন্দী করে রাখে, আমি বন্দীত্ব ভিক্ষা করে নেব ; যদি বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়, তাঁর অনুগমন করব। জীবনে মরণে আমার স্থান যে তাঁরই পাশে।

রাঘবসর্দ্দার। আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি মা। যদি তাঁকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করতে পারি।

লক্ষ্মী। বৃথা চেষ্টা সর্দ্দার। কৈবর্ত্তগরিমা চিরদিনের মত লুপ্ত হয়ে গেছে, আর আশা নাই। যাদের বাহুবলে বিশাল কৈবর্ত্তবাহিনী বিধ্বস্ত হয়েছে, মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে তুমি একা কি করতে পারবে ? সামান্য বুদ্বুদের ন্যায় সেই বিরাট ঘূর্ণাবর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিলীন হয়ে যাবে। তার চেয়ে সন্তানের কাজ কর, মায়ের শেষ অভিলাষ পূর্ণ কর।

রাঘবসর্দ্দার। কিন্তু সেখানে তোমাকে নিয়ে গেলে যে তোমার অপমান হবে মা।

লক্ষ্মী। কিছু অপমান হবে না বাবা ! স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করবে, তাতে অপমানের কথা কিছু নেই। আর বাধা দিয়ো না সর্দ্দার ! আমাকে নিয়ে চল।

রাঘবসর্দ্দার। তবে চল মা, পুত্রের কাজ করে আসি। এই অভিশপ্ত জাতির পতনের সঙ্গে সঙ্গে কৈবর্ত্তকুললক্ষ্মীকে বিস্মৃতির গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়ে আসি চল।

তারা। হ্যাঁ, তাই চল সর্দ্দার।

রাঘবসর্দ্দার। তুমি সেখানে কি করতে যাবে মা?

তারা। কি করতে যাব? শুনবে সর্দ্দার, কি করতে যাব? যে নরাধম আমার অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত হৃদয়কুসুম অকালে বৃন্তচ্যুত করেছে—যার অগ্নিময় উষ্ণনিশ্বাসে আমার সাধের মঞ্জরী শুষ্ক হয়ে গেছে, যার নির্ম্মম কঠিন হস্তনিষ্পেষণে আমার নবোদ্গত হৃদিকিশলয় দলিত, মথিত চূর্ণ হয়ে গেছে; সেই নরহত্যাকারী জল্লাদকে শাস্তি দিতে—তার সদ্যনিঃসৃত উষ্ণরক্তে আমার বাগ্‌দত্ত স্বামীর তর্পণ করতে! আমার চোখে জল দেখতে পাচ্ছ সর্দ্দার? প্রতিহিংসার তীব্রতাপে শুষ্কনীরস হয়ে গেছে। হৃদয়নিহিত জমাট অশ্রুরাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়েছে। শোন সর্দ্দার, মার্জ্জার যেমন করে মূষিককে হত্যা করে—ক্ষুধিত শার্দ্দূল রক্তলালসায় মত্ত হয়ে যেরূপ নৃশংসভাবে শিকারের উপর পতিত হয়ে তার বক্ষ বিদীর্ণ করে দেয়—আমি তেমি করে তাকে হত্যা করব—সেই সদ্যনিঃসৃত উষ্ণরক্তে স্বামীর মুক্ত আত্মার শোণিত তর্পণ করব—সেই গাঢ় তপ্ত শোণিতে অঙ্গসিক্ত করে তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে উৎকট উল্লাসে জগতদীর্ণ করে চীৎকার করে উঠ্‌ব—শোণিত-তর্পণ—শোণিত-তর্পণ!

(ড্রপ)

পঞ্চম অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য

—:o:—

উদ্যান

রাজ্যপাল একাকী।

রাজ্যপাল। দীর্ঘকাল অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সার্থকতার অবসাদ এসে এক আবেশময়ী সুপ্তির অনুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ করে দিয়েছে। কল্পনা-প্রসবিনী কুহকিনী আশা হৃদয়বীণার গোপন তারে আঘাত করে' তাকে সঙ্গীত-মুখর করে' তুলেছে—কর্ণে সফলতার বার্ত্তা বয়ে' এনে সমস্ত হৃদয় উৎফুল্ল করে দিয়েছে—চক্ষে তৃপ্তির অঞ্জন মাখিয়ে দিয়ে আমার সাধের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে দিয়েছে। আজ সবই নবীন, সবই সুন্দর, সবই মনোরম। কি সুন্দরী এই পত্রপুষ্প-শোভিতা শ্যামলা ধরণী—কি প্রাণোন্মাদকারী মুক্ত বিহগের এই মধুর সান্ধ্য বন্দনা—কি নয়নাভিরাম ঐ সীমাহীন অনন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ—আর ভগবানের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি সেই সুন্দরের সুন্দর, চিরসুন্দর, অনিন্দ্য সুন্দর সেই কুসুমপেলবা কুমারী। চারিদিক থেকে তাঁর

অযাচিত করুণারাশি সহস্রধারায় আমার শিরে বর্ষণ করে আমাকে তন্ময় করে দিচ্ছে।

[দাঁড়াইয়া প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন]

তারা। প্রণয়িনীর চিন্তায় বিভোর হয়ে রয়েছে। তাকেও ঠিক আমারই মত পথে পথে কেঁদে বেড়াতে হবে। না, আর দেরী নয়, আমার স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নেবার এই-ই উপযুক্ত সময়।

[ছোরা হস্তে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অগ্রসর হইল। রাজ্যপালের নিকটবর্ত্তী হইতেই রুক্মা আসিয়া উদ্যত ছোরা ধরিয়া ফেলিল]

রুক্মা। এ কি রাক্ষসী প্রবৃত্তি তোমার নারী! গুপ্তহত্যা করতে এসেছ—ছিঃ!

তারা। ছেড়ে দাও। ঐ পিশাচই আমাকে রাক্ষসীতে পরিণত করেছে। ওকে হত্যা করে আমার এই অদম্য শোণিত পিপাসার নিবৃত্তি সাধন করতে দাও।

রুক্মা। উনি তোমার কি করেছেন যে ওঁকে হত্যা করতে চাও?

তারা। কি করেছে? আমার সাধের স্বপ্নকে ভেঙ্গে চূরমার করে দিয়েছে—আমার নয়নের আনন্দ, দুঃখিনীর একমাত্র সম্বলকে আমার ব্যাগ্র আলিঙ্গন থেকে কেড়ে নিয়েছে—আমার বাগ্‌দত্ত স্বামীকে ঐ নিষ্ঠুর ঘাতক হত্যা করেছে—আমাকে ভিখারিণী, উন্মাদিনী করে সংসারে ছেড়ে দিয়েছে।

রুক্মা। তোমার বাগ্‌দত্ত স্বামীকে উনি হত্যা করেছেন?

তারা। হাঁ, ধরণীর শ্রেষ্ঠ মানব মহাপ্রাণ কৈবর্ত্ত সেনাপতিকে ঐ নৃশংস ঘাতক হত্যা করেছে। ঐ দেখ স্বামী আমার, কাতর নয়নে আততায়ীর শোণিত ভিক্ষা করছেন—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—

রক্ত বিনা ওঁর তৃপ্তি নেই—ঘাতকের উষ্ণরক্ত দিয়ে ওঁর পরলোকগত আত্মার তুষ্টি সাধন করতে হবে।

রুক্মা। যা দেখছ ও তোমার স্বামীর চিত্র নয়, তোমার বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত প্রহেলিকাময়ী নিষ্ঠুর ছায়া। প্রতিহিংসার পরকলায় তোমার চক্ষু আবৃত, তাই তোমার স্বামীর স্বরূপ মূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছ না। অমন উদারহৃদয় মহাপ্রাণ বীরের পবিত্র আত্মা কি শয়তানের অশরীরী প্রেতাত্মার মত প্রতিশোধ পিপাসায় মর্ত্ত্যে বিচরণ করতে পারে? স্বর্গের পারিজাত দুদিনের জন্য মর্ত্ত্যে নেবে এসেছিল, তার স্বর্গীয় সৌরভে সমস্ত সংসার আমোদিত করে আবার স্বর্গে চলে গেছে। তাঁর তৃপ্তির দোহাই দিয়ে তাঁর দেবোপম চরিত্রে কলঙ্কারোপ করো না—তাঁর আত্মার অকল্যাণ করো না।

তারা। না, না, তুমি দেখতে পাচ্ছ না। ঐ দেখ, তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টি আমার অক্ষমতার জন্য আমাকে তিরস্কার করছে, আমাকে প্রতিহিংসা নেবার জন্য ইঙ্গিত করছে। তাঁর এ আদেশ উপেক্ষা করলে, তাঁর পাশে আমার স্থান হবে না—জন্মজন্মান্তর ব্যর্থ আশায় তাঁর পেছনে ছুটে বেড়াতে হবে। ওগো, তুমি বুঝতে পারছ না—সে ছাড়া যে আমার কেউ নেই। এ জন্মে তাঁকে পেলুম না, পরজন্মেও যদি— না, না, তোমায় মিনতি করছি, আমাকে ছেড়ে দাও—আমাদের মিলনের পথ এমন করে বন্ধ রেখ না।

রুক্মা। আজ যদি হত্যায় তোমার হস্তরঞ্জিত হ'ত তা হলেই তোমাদের মিলনের পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে যেত। আরাধ্য দেবতা তোমার, আকুল প্রতীক্ষায় স্বর্গে তোমার জন্যে বসে থাকতেন, আর তুমি নারীর নারীত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, নররক্তে হস্তকলুষিত করে' প্রেতিনীর মত লালসাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে নরকে বিচরণ করতে। এই

মহাপাপ দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত চিরকাল তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখত—তখন হাহাকারে গগন বিদীর্ণ করলেও আর সে গণ্ডী অতিক্রম করতে পারতে না—মিলনের পথ অনন্তকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে যেত।

রাজ্যপাল। দেবি, আমায় হত্যা করলে যদি তোমার স্বামী-বিয়োগের ব্যথা দূর হয়—যদি তোমার স্বামীর আত্মার তৃপ্তি সাধন হয়, তবে এস—এই বক্ষস্থল উন্মুক্ত করে দিচ্ছি—এই উন্মুক্ত বক্ষে আঘাত কর। তোমাদের তৃপ্তির জন্য আত্মবিসর্জ্জন করে আমি হাসিমুখে অনন্তের পথে চলে যাব। রাজকুমারি! ওঁকে মুক্ত করে দাও—এস দেবী।

তারা। অ্যাঁ! স্বামী-বিয়োগের দুঃখ দূর হবে না? রক্তে তাঁর আত্মার তুষ্টি হবে না? তাই ত—তাই ত—তবে কি হবে? যাই—যাই—দাঁড়াও প্রভু, ক্ষণিক অপেক্ষা কর, আমি আসছি।

[বেগে প্রস্থান।

[রমাদেবীর প্রবেশ]

রমা। দাঁড়িয়ে দেখছ কি পুত্র? বালিকার অনুসরণ কর। হতভাগিনী উন্মত্তের ন্যায় আত্মহত্যা করতে ছুটে গেল। যাও—পার ত তাকে রক্ষা কর।

[রাজ্যপালের প্রস্থান।

কে এই বালিকা জানতে পেরেছ কি রাজকুমারী? কেন কুমারকে হত্যা করতে এসেছিল?

রুক্মা। বালিকা কৈবর্ত্তসেনাপতি হরির বাগ্‌দত্তা পত্নী। কুমার তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত করেছেন বলে' কুমারকে হত্যা করে তার স্বামী-হত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছিল। শেষে যখন বুঝতে পারলে

হত্যায় হত্যার প্রতিশোধ হয় না' কুমারকে হত্যা করলে তার শোকের তীব্রতার বিন্দুমাত্র উপশম হবে না, তাঁর স্বামীর মৃত আত্মার তুষ্টি সাধন হবে না—তখন উন্মাদিনীর মত আত্মহত্যা করতে ছুটে' গেল। সত্যি দেবী! আমি বুঝতে পারি না, কেন আমরা নিজেদের ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে' গৌরব করি। আমরা পশুর চাইতে শ্রেষ্ঠ কিসে? সিংহের চাইতেও হিংস্র, ব্যাঘ্রের চাইতেও ক্রূর, ভল্লুক হতেও খল। তারা হত্যা করে উদরপূর্ত্তির জন্য, আমরা হত্যা করি সামান্য স্বার্থ সিদ্ধির জন্য; তারা যুদ্ধ করে শিকারের ভাগ নিয়ে—আমরা যুদ্ধ করি সূচীপ্রমাণ ভূমির প্রভুত্ব লাভের আশায়। প্রভেদ—আমরা বুদ্ধিমান—তারা বুদ্ধিহীন; আমরা মানুষ—তারা পশু; তারা মূক—নিজেদের হিংস্রতা—জগতের কল্যাণের দোহাই দিয়ে, দেশভক্তির দোহাই দিয়ে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে ঢাকতে পারে না; আমরা মুখর—ন্যায়, যুক্তি, তর্ক দিয়ে নিজেদের নৃশংসতার সমর্থন করতে পারি।

রমা। মানুষের মধ্যে থেকে পশুত্ব বাদ দিলে ত চলবে না মা! দেবত্ব ও পশুত্বের সমষ্টি নিয়েই মানবত্ব। আর সেই বিভিন্ন শক্তির পরস্পরের সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে পশুত্বকে দমন করবার ক্ষমতা আমাদের আছে বলেই মানব ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। যাক্ মা, তুমি ছেলে মানুষ, এ সব কথা বোঝবার বা ভাব্‌বার তোমার সময় আসে নি। শুধু এইটুকু মনে রেখ, সংসার পরীক্ষার স্থল—পরীক্ষার জন্যই তিনি প্রবৃত্তি দমনের ক্ষমতা দিয়ে আমাদের সংসারে ছেড়ে দিয়েছেন। দেখো—যেন প্রবৃত্তির দ্বারে কখন বিবেক বিসর্জ্জন দিয়ো না—পশুত্বকে মাথা তুলতে দিয়ো না। এখন চল, সন্ধ্যে হয়ে এল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—•○•—

নদীতীর।

—•—

চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হইয়া—
বারিরাশি যেন নৃত্য করিতেছে।

তারা। কতদিন, আজ কতদিন, যেন কত দীর্ঘ বরষ, কত যুগযুগান্তর ধরে আমি একা। আশ্রয় নাই, শান্তি নাই, আশা নাই। তুমি যে এক মুহূর্ত্তও আমায় না দেখে থাকতে পারতে না প্রিয়তম, আজ তবে কেমন করে ছেড়ে রয়েছ। ছেড়েই যদি যাবে ঠিক করে-ছিলে, তবে ধরা দিয়েছিলে কেন? ধরাই যদি দিলে তবে সঙ্গে করে নিলে না কেন? এমন একটা বিরাট শূন্যতার মাঝে আমাকে ছেড়ে দিলে কেন? আমার জীবনের একমাত্র আলোর রেখা চোখের সম্মুখে এনে, আবার আঁধারে ঢেকে দিলে কেন? অপরাধ করে থাকি, অন্য শাস্তি দাও—এমন কঠিন শাস্তি—সামান্য বালিকা আমি —কেমন করে সইব প্রিয়তম? ক্ষণিক অদর্শনের কষ্ট যার অসহ্য— এত দীর্ঘ অদর্শন সে কি করে সইবে? আঁা! ঐ যে আবার অমন করে' চাইছ! তবে যে ওরা বল্লে আততায়ীর রক্তে তোমার তৃপ্তি হবে না। তবে কি মিছে কথা কয়ে আমায় ভুলিয়ে দিলে? না, না এবার বুঝেছি। তুমি ওখানে আমার প্রতীক্ষায় বসে আছ, আর

আমি বুঝতে না পেরে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছি, তাই অভিমান হয়েছে! এই ক্ষণিক বিলম্বের জন্য আমায় ক্ষমা কর প্রিয়তম। আর দেরী করে তোমায় কষ্ট দেব না বাঃ বাঃ কেমন স্নিগ্ধশীতল তোমার ঐ নির্ম্মলবক্ষ তরঙ্গিণী! উত্তাল তরঙ্গমালা যেন বাহু প্রসারণ করে তোমার শান্তিময় অঙ্কে আশ্রয় নিতে আহ্বান করছে যাই—যাই—মা আমাকে স্বামীর পায়ে নিয়ে চল মা।

[নদীবক্ষে ঝম্পপ্রদান করিতে অগ্রসর হইল।
দেবদাসের প্রবেশ ও তারার হস্তধারণ]

দেবদাস। মা-ত তোমায় স্বামীর পায়ে নিয়ে যেতে পারবে না মা। ঈশ্বরের দান তোমার এই মা, ঈশ্বরের দান তোমার এই প্রাণ। যা দেবার তোমার ক্ষমতা নেই, তা-ক নেবারও ত তোমার কোন অধিকার নেই মা—তোমারও নেই, তোমার এই মায়েরও নেই। যদি জোর করে নাও, মার কোলেও স্থান পাবে না, যেখানে যেতে চাচ্ছ, যাঁর চরণে আশ্রয় নিতে চাচ্ছ সেখানেও আশ্রয় পাবে না। জন্মজন্মান্তর শুধু তাঁরই আশায় কেঁদে বেড়াতে হবে মিলন ত হবে না মা। যখন সময় হবে, তখন মার কোলে এস, মা তোমার বাঞ্ছিতের কাছে পৌঁছে দেবে।

তারা। ওগো আমি তোমাদের কি করেছি যে প্রতিকাজেই আমাকে বাধা দিচ্ছ। তোমরা বোঝনা কেন, যাকে একদণ্ডও ছেড়ে থাকতে পারি না, তাকে এতদিন ছেড়ে কি করে থাকব? তোমরা না বুঝলে, আমি কি করে বোঝাই বল ত?

দেবদাস। মায়ের মেয়ে কি না মায়েরই মত অন্ধ। নিজের বুকের ভেতর যে জিনিষ রয়েছে, তাকে পাবার জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছিস্—

কেঁদে মরছিস্। দেখছিস্‌নে—মা তোর চাঁদকে দেখে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ উঠিয়ে তাকে ধরবার জন্য আকুলি বিকুলি করে মরছে ; একবার চেয়েও দেখছে না যে তারই বুকের ভেতর, প্রতি ঊর্ম্মির সঙ্গে, প্রতি তরঙ্গে তরঙ্গে, শত সহস্র চাঁদ লুটোপুটি খাচ্ছে ! তোরও হয়েছে তাই মা ! বাইরে তাকে না খুঁজে নিজের বুকের ভেতরে খোঁজ্, তাকে পাবি । আর মৃত্যুর পর যাতে তার সঙ্গে মিলতে পারিস সেই কাজ কর। আত্মহত্যা করলে সে জন্ম-জন্মান্তরের মিলনের পথও বন্ধ হয়ে যাবে ।

তারা। তুমি ঠিক জান, আমি মরলে তাকে পাব না ?

দেবদাস। মা ব'লে ডেকেছি—পুত্র হ'য়ে কি মাকে বঞ্চনা করব মা ! মহাপুরুষ তিনি, সম্মুখ সমরে দেহ ত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেছেন, আত্মহত্যা করলে তোমার মহাপাতক হবে, আর সেই সঞ্চিত পাপ-রাশি দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতের মত তোমার মিলনের পথ অনন্তকালের জন্য রুদ্ধ করে রাখবে। জন্মজন্মান্তরেও যে সে বাধা অতিক্রম করিতে পারবে না।

তারা। তবে কি হবে ? তাকে ছেড়ে আমি কি করে থাকব ? ওগো, আমার যে আর কেউ নেই, কার মুখ চেয়ে এই অসহ্য জীবন ভার বহন করব।

দেবদাস। ধর্ম্মের মুখ চেয়ে করবে, পরজন্মে শান্তির আশায় করবে, তোমার হৃদয়নিহিত দেবতার মুখচেয়ে করবে, ভয় কি মা, বিশ্বে-শ্বরের চরণে আশ্রয় নেবে চল। হৃদয়ের দুঃখদৈন্য কালিমা সমস্ত মুছে ফেলে তারই সেবায় জীবন কাটিয়ে দাও। গভীর শান্তি এসে হৃদয়ে বিরাজ করবে। যাঁকে পাবার আশায় চিরদিনের মত হারাতে যাচ্ছিলে সেই বাঞ্ছিতের সঙ্গে অচ্ছেদ্য মিলনের সুখময় স্পর্শে তোমার

হৃদয়কুসুম চিরপ্রস্ফুটিত করে রাখবে, বিচ্ছেদের রুদ্রতাপে আর তাকে মলিন করতে পারবে না।

[রাজ্যপালের প্রবেশ]

রাজ্যপাল। এই যে ঠাকুর, আজ আপনি আমাকে মহাপাপের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। বালিকা আত্মহত্যা করলে আজীবন আমাকে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হ'ত। কখন নিজেকে ক্ষমা করতে পারতুম না।

তারা। স্বামী বিয়োগের তীব্র আঘাত ক্ষণিকের জন্য আমাকে উন্মাদ করে দিয়েছিল, তাই এমন সম্ভব হতে পেরেছিল সে জন্য আমাকে ক্ষমা কর ভাই। বোনটীকে বলো সে না হ'লে আজ সর্ব্বনাশ হয়ে যেত। তারও সর্ব্বনাশ হ'ত, আমারও সর্ব্বনাশ হ'ত। তাকেও কেঁদে বেড়াতে হ'ত, আমাকেও জন্মজন্মান্তর ব্যর্থ আশার তরে পেছনে ঘুরে বেড়াতে হ'ত। যার তৃপ্তির জন্য তোমাকে হত্যা করতে গিয়েছিলুম, তাকে কখন পেতুম না। আমার এই ছেলে-টীর কথায় আজ আমার মোহ কেটে গেছে। সমস্ত জীবন তাঁরই ধ্যানে কাটিয়ে দেব। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, আর যেন পেয়ে কখন হারাতে না হয়। আশীর্ব্বাদ কর ভাই, আজীবন এ জীবনে তাকে পেলুম না, জন্মান্তরে যেন তাঁরই চরণে আমার স্থান হয়। তবে আসি ভাই, বোনটীকে আশীর্ব্বাদ করে গেলুম—যেন আমার মত তাকে কখন না হ'তে হয়—স্বামীর বুকে মাথা রেখে সে যেন হাসতে হাসতে চলে যেতে পারে।

রাজ্যপাল। এস বোন, আশীর্ব্বাদ করি, যেন শীঘ্রই তোমার যন্ত্র-ণার শেষ হয়। বিশ্বেশ্বর যেন শীঘ্রই তোমাকে এই বেঁচেমরার

হাত থেকে নিষ্কৃতি দেন—যাকে পেয়ে হারিয়েছ শীঘ্রই যেন তারই পাশে তোমার স্থান হয়। এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আমি জানিনে—করতে পারবও না।

তারা। এই আশীর্ব্বাদই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তবে আসি ভাই; চল ঠাকুর।

দেবদাস। চল মা, মা'র নাম করতে করতে যাই;

গীত

তাপহারিণী মা আমার,
দ্যাখ্ না চেয়ে অরি পায়ে
লুটিয়ে আছে ত্রিসংসার?
একবার ডাক দেখি মন ভক্তির জোরে,
মোহের বাঁধন যাবে দূরে
যাবে ভ্রান্তি পাবে শান্তি
ঘুচে যাবে মনের আঁধার॥
মা—মা—মা বলে'
ডাকনা দুই বাহু তুলে
রবে না তোর দুঃখ ব্যথা মিটে যাবে মনের ধাঁধা
কাটবেরে তোর ঘোর বিকার॥

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ।



শিবরাজ। আচ্ছা রুক্মা, আজকাল আর এই বুড়োছেলেটিকে ভাল লাগছে না—না রে?

রুক্মা। তুমি কি যে বল বাবা তার ঠিক নেই।

শিবরাজ। রামাবতীতে এসে তুই ত একদণ্ডও কাছে থাকিস্ নে। সব সময়েই ত ওখানেই পড়ে থাকিস।

রুক্মা। ওঁরা ছেড়ে দেন না, তা আমি কি করব?

শিবরাজ। আচ্ছা, আগে হ'লে সমস্তদিন এমনি ক'রে আমাকে ছেড়ে থাকতে পারতিস্?

রুক্মা। আমি ত আর ইচ্ছে ক'রে সেখানে থাকি নে। রমাদেবী কিছুতেই ছেড়ে দিতে চান না, তাই বাধ্য হয়ে সেখানে থাকতে হয়।

শিবরাজ। নূতন বাড়ীঘর চিনে নিচ্ছিস না?

রুক্মা। সত্যি বাবা, ওরকম করলে আমি আর কখন তোমার কাছে আসব না বলে দিচ্ছি।

শিবরাজ। তা তো আসবিই নে। আর কদিনই বা আমার কাছে আছিস বল ত? রাষ্ট্রকূট গিয়ে তোর বুড়ো বাপ যখন ঘরে বসে বসে চোখের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দেবে, তখন তুই ত আয় বাবা বলে' আদর করে মুছিয়ে দিতে যাবি নে।

রুক্মা। আমি বুঝি এখানে থাকব ?

শিবরাজ। তবে ?

রুক্মা। কেন, তোমার সঙ্গে রাষ্ট্রকূটে যাব।

শিবরাজ। তোর নূতন ছেলে মেয়েরা তোকে ছেড়ে দেবে কেন ?

রুক্মা। আমি চাই নে নূতন ছেলে মেয়ে, আমার পুরণো ছেলেই ভাল।

শিবরাজ। রমাদেবীকে তাহ'লে এই কথা বলি গে ?

রুক্মা। (নিরুত্তর)

শিবরাজ। কি, কথা কইছিস না যে ?

রুক্মা। আমি কাছে না থাকলে তুমি যে একদিনও বাঁচবে না বাবা!

শিবরাজ। (হাসিয়া) পাগল মেয়ে! তুই বুঝি তাই মনে করে বসে আছিস্? আর কাছে থাকলেই বা আমাকে ক'দিন ধরে রাখতে পার্‌বি বল ত? তোর বাপের বয়স দিন দিন ত আর কমছে না!

রুক্মা। তা হোক্, তোমাকে আমি একা কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারব না বাবা!

শিবরাজ। আর আমাকে আবদ্ধ করে রাখিস নি রুক্মা। যে কটা দিন আছি, ঈশ্বরের চিন্তায় কাটাতে দে—আমাকে পরকালের কাজ করতে দে।

রুক্মা। তবে যে তুমি বল্লে, রাষ্ট্রকূটে গিয়ে ঘরে একা বসে বসে কাঁদবে ?

শিবরাজ। সে তোকে ক্ষ্যাপাবার জন্যে বলেছিলুম। আর আমাকে ধরে রাখিস নি মা। আমার নূতন বাপটীর হাতে তোকে সঁপে দিয়েই আমি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করব। কাহ্নুরদেব রাজ্য পরিচালনা করবে।

রুক্মা। সে কিছুতেই হবে না বাবা! বাণপ্রস্থ অবলম্বন করতে আমি তোমাকে কিছুতেই দেব না।

শিবরাজ । মাঝে মাঝে এসে তোকে দেখে যাব এখন ।

রুক্মা । আমি তোমাকে ছেড়ে দিলে ত ।

[রমাদেবী ও রাজ্যপালের প্রবেশ ।]

রমা । মায়ে ছেলেতে কিসের ঝগড়া হচ্ছিল মহারাজ ?

শিবরাজ । রুক্মা বলছে, আমাকে ছেড়ে ও কিছুতেই থাকবে না— নূতন ছেলে মেয়ে ওর পছন্দ নয় ।

রমাদেবী । সে ত ঠিক কথাই । এতদিন নাইয়ে খাইয়ে আপনাকে এত বড় করে তুলেছে । এখন কি করে অসহায় অবস্থায় আপনাকে ছেড়ে দেয় বলুন ত ? তুমি মা কিচ্ছু ভেব না । ওঁকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি না ।

শিবরাজ । মায়ে মেয়েতে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বুঝি ? তাই ত বলি, রুক্মা রাতদিন আপনার কাছে বসে বসে করে কি ? ও যে ওখানে বসে বসে বুড়ো বাপটিকে ধরে রাখবার ফাঁদ পেতেছে, তা ত আর জানি নে ।

রুক্মা । বাবা বলছিলেন, উনি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করবেন ।

রমাদেবী । আমাদের মায়াপাশ ছিঁড়ে যেতে পারলে ত ? তুমি কিচ্ছু ভেব না মা ! ওকে আমরা এখান থেকে নড়তে দিচ্ছি নে । হ্যাঁ, তারপর আপনার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আপনার এই নূতন বাপটিকে ধরে আনলুম । এখন আমার—এই বাপটিকে নিয়ে আপনার মাটিকে আমাকে দেবার একটি দিন স্থির করে ফেলুন ।

শিবরাজ । আমি ত সেই আশাতেই বসে আছি দেবী । এতদিনে মাকে আমার যোগ্যপাত্রে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে পারব । এস বাবা,

ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিষ্ঠাকল্পে তুমি যে অদ্ভুত বীরত্ব ও অসামান্য রণ-পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছ, তারই পুরস্কার স্বরূপ আমার লক্ষ্মীস্বরূপিণী মাকে তোমায় অর্পণ করলুম। আশীর্ব্বাদ করছি, দীর্ঘজীবন লাভ ক'রে সংসারে—যশস্বী হও। তোমার কীর্ত্তিগাথায় যেন দিকদিগন্ত মুখরিত হয়।

[রাজ্যপাল ও রুক্মার শিবরাজ ও রমাদেবীকে প্রণাম।]

রমাদেবী। এস মা, যার উদ্দীপনায় জেগে উঠে ক্ষত্রিয় তার ক্ষত্রিয়ত্ব ফিরে পেয়েছে, আজ তাকে বধূরূপে প্রতিষ্ঠা করে পালবংশের প্রতিষ্ঠার সফলতা প্রদান করি। চল মা, তোমার শ্বশুরকে প্রণাম করে আসবে—আসুন মহারাজ, উৎসবের দিন স্থির করতে হবে।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

—০—

দরবার।

শিবরাজ, রামপালদেব, রাজ্যপাল, রাজাসোম ও অন্যান্য সামন্তরাজগণ।

শিবরাজ। সামন্তরাজগণ, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ও আপনাদের সমবেত চেষ্টায় আজ অপহৃতা জননীর উদ্ধার সাধন হয়েছে। এই বিশাল গৌড়ভূমি আবার ক্ষত্রিয়ের করতলগত হয়েছে। জননী জন্ম-ভূমিকে আবার আমাদের নিজের বলে' পূজা করবার সুযোগ

পেয়েছি। এই নবপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য আপনাদের সকলেরই সমান অধিকার। প্রত্যেকেই সাধ্যানুসারে এই মহাব্রত উদ্‌যাপনকল্পে প্রাণপণ করেছেন। কিন্তু মাতৃভূমির অগণিত সন্তানের কল্যাণের জন্য, তাদের সুখসমৃদ্ধির জন্য, দেশে শান্তিসংস্থাপনের নিমিত্ত একজন নেতার আবশ্যক। এমন ব্যক্তির আবশ্যক, যাঁর ওপর আমরা সকলেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারি। যিনি দেশকে শুধু তাঁর একার মনে না করে পুত্রনির্ব্বিশেষে তাঁর সন্তানকে পালন করবেন—তাদের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করবেন। ক্ষত্রিয় কৈবর্ত্তযুদ্ধে রামপালদেবই আমাদের জয়ের পথে চালিত করেছেন। হৃদয়ের মহত্ত্বে, বীরত্বে, মহানুভবতায়, চরিত্রের গুণে আমার মতে তিনিই সাম্রাজ্য পরিচালনের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। এতদিন পালবংশের বংশধরগণের নেতৃত্বে আমরা চলে এসেছি, উপযুক্ত বংশধর বিগুমানে জন্মভূমির পূজার দায়িত্ব তারই উপর অর্পিত হোক্। বঙ্গের দুর্দ্দিনে একদিন আপনাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ স্বনামধন্য মহাপুরুষ গোপালদেবকে সম্রাটের পদে বরণ করিয়াছিলেন, আজ আবার আপনারাই পালবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা রামপালদেবকে বরণ করে সেই চিরসম্মানিত কায়স্থরাজ বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করুন। আশা করি, সকলেই আমার মতের সমর্থন করবেন।

সামন্তরাজগণ। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে রামপালদেবকে গৌড়েশ্বর বলে' অভিবাদন করছি।

সকলে। জয় গৌড়েশ্বর সম্রাট রামপালদেবের জয়!

রামপালদেব। আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির স্কন্ধে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করাই যদি আপনাদের অভিপ্রায় হয়, তখন অস্বীকার

করে আমি আপনাদের অসম্মান করতে চাই না। কিন্তু মহারাজ, আমি পূর্ব্বেও বলেছি, এখনও বলছি, আমি স্বেচ্ছায় এ সম্মান ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আপনারা যে কেউ এই সম্মানিত আসন গ্রহণ করে সাম্রাজ্য পরিচালন করুন। পূজ্যপাদ রাষ্ট্রকূটপতি রয়েছেন, পুবন্নাধিপতি রাজা সোম আছেন, তাঁরা সকলেই যোগ্যতর ব্যক্তি। আমাকে এ গুরুদায়িত্বের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিন—আমি এ আসনের একান্ত অনুপযুক্ত।

রাজাসোম। এ আসন গ্রহণের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি আপনি ; আমরা একবাক্যে আপনাকে সম্রাটের পদে বরণ করছি।

রামপাল। তাই যখন আপনাদের অভিপ্রায়, তবে তাই হোক।

সকলে। জয় সম্রাট রামপালদেবের জয় !

শিবরাজ। এস রামপাল, ভগবান বুদ্ধদেবের সাধনার মন্দির, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিবিজড়িত বঙ্গের এই পবিত্র সিংহাসনে তোমাকে অধিষ্ঠিত করি। একদিন তোমারই অবহেলায় পালবংশের পতন হয়েছিল, আজ তোমাতেই আবার তার প্রতিষ্ঠা হোক্।

[হাত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন
ও রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন]

সকলে। জয় বঙ্গাধিপ রামপালদেবের জয় !

রামপালদেব। তা'হলে আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি রাজকার্য্য আরম্ভ করি। রাজ্যপাল, কৈবর্ত্তপতিকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এস।

[রাজ্যপালের প্রস্থান]

[কুমারপালের প্রবেশ]

কুমারপাল। কৈবর্ত্ত রাজধানী বিনাযুদ্ধেই আমাদের হস্তগত হয়েছে। পঞ্চসহস্র পদাতিক রাজধানী রক্ষার্থ রেখে আমি চলে এসেছি।

রামপালদেব। রাঘবসর্দ্দারের কোন সংবাদ জানতে পেরেছ?

কুমারপাল। না, তবে শুনেছি; পরাজয়বার্ত্তা শুনেই তিনি রাজ্ঞী ও রাজকুমারীকে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন।

[রাজ্যপালের সহিত ভীমের প্রবেশ]

[রামপালদেব আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইতেই সকলেই আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন]

রামপালদেব। আসুন মহারাজ, আসন গ্রহণ করুন।

ভীম। অদৃষ্টের কি তীব্র পরিহাস মহারাজ! একমাস পূর্ব্বে আপনিও ঠিক এমনি করে প্রকাশ্য দরবারে বন্দীভাবে আমার সমক্ষে নীত হয়েছিলেন, আর আমিও আপনার অভ্যর্থনার জন্য ঠিক এমনি ভাবে আসন ত্যাগ করে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু তাতে একটু প্রভেদ ছিল। আমি দাঁড়িয়েছিলাম আপনার সম্মান রক্ষার্থ—আপনি দাঁড়িয়েছেন আমাকে উপহাস করবার জন্য!

রামপাল। আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখুন দেখি সম্রাট, এতে গভীর সমবেদনা ভিন্ন, অন্য কোন চিহ্ন বর্ত্তমান আছে কি না?

ভীম। বিচারাসনে বসে' সমবেদনা প্রদর্শনের পথই প্রশস্ত। মহারাজের সমবেদনা প্রকাশের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

রামপালদেব। আমি যে ভুক্তভোগী সেটা কেন ভুলে যাচ্ছেন সম্রাট! একমাস পূর্ব্বে আমিও যে আপনার সমক্ষে এমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে

ছিলাম। আমিত জানি মহারাজ, সম্রাট হয়ে, অগণিত প্রজার ভাগ্য-বিধাতা হয়ে, কতখানি লজ্জা, কত গভীর মর্ম্মবেদনায় নিজকে কতখানি, হেয় করে, নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য অপরের সমক্ষে এমনি করে দাঁড়াতে হয়। শুধু মাতৃভূমির উদ্ধারের জন্য বাধ্য হয়ে আপনাকে বন্দী করতে হয়েছে—আপনাকে অপমান বা অসম্মান করবার জন্য নয়। আপনার ন্যায় স্বাধীনচেতা নরপতিকে আমি স্বাধীন ব্যতীত অন্য কোন ভাবে মনে করতে পারি না—আপনার ন্যায় বীরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার আমার নাই। আপনি যথেচ্ছা গমন করতে পারেন। আপনি মুক্ত।

ভীম। আমি যখন আপনাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলাম, তখন কি উত্তর দিয়েছিলেন মহারাজ? অনার্য্যের দান বলে' ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ক্ষত্রিয় মানুষ—কৈবর্ত্ত কি মানুষ নয়? ক্ষত্রিয় আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য, তার জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, কৈবর্ত্তের দান' ঘৃণায় উপেক্ষা করবে—আর কৈবর্ত্ত, সে দান ক্ষত্রিয়ের দান বলে' আত্মসম্মান ভুলে গিয়ে, জাতীয়ত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, যুক্তকরে মাথা পেতে নেবে? বীরত্ব, মহানুভবতা, আত্মত্যাগ কি ক্ষত্রিয়ের নিজস্ব সম্পত্তি, না, অন্য জাতিরও তাতে অধিকার আছে? শুনুন মহারাজ! একবার এই জাতিবিদ্বেষের ধূমায়মান বহ্নিতে ক্ষত্রিয়ের স্বাধীনতা ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল—আমাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় যদিও তা ফিরে পেয়েছেন, কিন্তু রাখতে পারবেন না। যতদিন না ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে ক্ষত্রিয় কৈবর্ত্তকে—কৈবর্ত্ত অন্যজাতিকে ভাই বলে আলিঙ্গন করতে পারবে, যতদিন জাতিবিদ্বেষের প্রজ্জ্বলিত বহ্নি সমত্বের শীতলবারি সিঞ্চনে নির্ব্বাপিত না হবে, ততদিন বঙ্গসিংহাসন—শুধু বঙ্গসিংহাসন কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রভুত্ব এক হ'তে অন্যজাতির হস্তে বিচরণ

করবে। শান্তির স্নিগ্ধছায়ায় বাস করা, জননী জন্মভূমিকে নিজের বলে' পূজা করা ভারতবাসীর অদৃষ্টে হবে না। আপনি সে দিন অনার্য্য প্রদত্ত স্বাধীনতা প্রত্যাখ্যান করে বন্দীত্ব বরণ করে নিয়ে সমগ্র ক্ষত্রিয় জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন—আমি আজ ক্ষত্রিয়ের প্রদত্ত স্বাধীনতা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে মৃত্যু বরণ করে নিয়ে জগৎকে দেখিয়ে দিচ্ছি, কৈবর্ত্ত স্বাধীনতা উপেক্ষা করে বন্দীত্ব বরণ করে না। মরণ বরণ করে নেয়।

[হীরক অঙ্গুরিস্থিত বিষ চুষিয়া ঢলিয়া পড়িলেন]

রামপাল। একি করলে সম্রাট ?

ভীম। ঠিক করেছি রাজা। আমার গর্ব্বোন্নত মস্তক একমাত্র ভগবানের কাছে নমিত হয়ে এসেছে, আজ পাছে মানবের কাছে নত করতে হয় সেই ভয়ে তাঁরই চরণে আশ্রয় নিতে চল্লুম।

(বেগে লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। আমায় একা ফেলে কোথায় যাবে প্রিয়তম ?

[ভীমের বক্ষে পতন ও মৃত্যু]

শিবরাজ। মর্ত্ত্যের হাওয়া সইতে না পেরে স্বর্গের কুসুম স্বর্গে চলে গেল।

[উন্মুক্ত ছুরিকা হস্তে বেগে রাঘবসর্দ্দারের প্রবেশ]

রাঘবসর্দ্দার। ঈশ্বরের নাম স্মরণ কর রামপালদেব, তোমার শেষমুহূর্ত্ত উপস্থিত।

(আঘাত করিতে যাইতেই রাজ্যপাল ধরিয়া ফেলিল)

রামপালদেব। কে! সর্দ্দার ? আমাকে হত্যা করতে এসেছ ? এস বন্ধু

পালবংশের কুলবধূর মর্য্যাদা রক্ষা করে' তুমি তার বংশধরগণকে অচ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ করে রেখেছ—আজ আমাকে হত্যা করে সেই অপরিশোধ্য ঋণ থেকে আমাকে মুক্তি দাও ভাই। পুত্র, সর্দ্দারকে মুক্ত করে দাও। (সর্দ্দারের নিকটে যাইয়া) এস বন্ধু, এই বক্ষ পেতে দিচ্ছি, তোমার ছুরিকা আমূল বসিয়ে দাও—আমাকে ঋণমুক্ত কর।

রাঘবসর্দ্দার। পারলুম না—ঐ উদার বক্ষে আঘাত করতে—পারলুম না—হাত অবশ হয়ে এল। কিন্তু তাই বলে' আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারব না। তুমিই এই দেব-দম্পতির মৃত্যুর কারণ এ কথা ভুলে গিয়ে, তোমাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করতে পারব না।

রামপালদেব। কেন পারবে না বন্ধু! এস আজ এই দেব-দম্পতির পবিত্র দেহের সম্মুখে এই অন্ধজাতি বিদ্বেষ সমস্তের দ্বারে বিসর্জ্জন দিয়ে পরস্পর বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করে অটুট ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হই! এই মহাপুরুষের আত্মবিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের বিদ্বেষ, মলিনতা, সংকীর্ণতা যা কিছু ছিল সব প্রীতির অশ্রুতে ধুয়ে নির্ম্মল হয়ে যাক্। পালবংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সাম্যের "প্রতিষ্ঠা" হোক্।

[উভয়ের আলিঙ্গন]

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।